সটীক সানুবাদ—

যোগাঙ্কুর

অর্থাৎ

(যোগশিক্ষার সহজ উপায়)

যশোহর মল্লীকপুর নিবাসী—

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক

সংগৃহীত ও অনুবাদিত।

কলিকাতা, ১নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট দাক্ষায়ণী পুস্তকালয় হইতে,

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১নং নিমুগোস্বামীর লেন, দাক্ষায়ণী যন্ত্রে

শ্রীমাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০০

বিজ্ঞাপন।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি জর্ম্মান, কি ইংরাজ, কি অপরাপর জাতি, সকলেই মুক্তকণ্ঠে যোগশাস্ত্রের সমাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ যোগশাস্ত্রের মাহাত্ম্য—যোগশাস্ত্রের অলৌকিক শক্তি মুক্তকণ্ঠে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। যদিও এই যোগশাস্ত্রের অধিকাংশ তন্ত্রের অন্তর্ভূত, তথাপি ইহার সাধনপ্রণালী ও ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম এত জটিল যে, সহজে বোধ করা একান্ত কঠিন। পুরাকালে এই যোগশাস্ত্রের প্রভাবে যোগী ঋষিরা অমানুষিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া মহীতলে আপনাদিগের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যোগশাস্ত্রের প্রভাবেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা পরব্রহ্মের কৃপায় সৃজনশক্তি প্রাপ্ত হন, যোগশাস্ত্রের প্রভাবেই দেবদেব কৈলাসপতি যোগীশ্বর বলিয়া প্রথিতি লাভ করত মৃত্যুঞ্জয়রূপে অবস্থান করিতেছেন, যোগশাস্ত্রপ্রভাবেই মহামুনি শুকদেব মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসারিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মায়া মমতা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ধরাতলে একমাত্র আদর্শ হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ যোগশাস্ত্র অভ্যস্ত হইলে ত্রিলোকে তাহার অবিদিত কিছুই থাকে না, রোগ-শোকাদি তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না, সেই মহাত্মা নিরন্তর চিদানন্দে ভাসমান থাকেন। কালবশে আমাদিগের আর্য্যদেশ হইতে এই শাস্ত্র একরূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। এই শাস্ত্র সম্বন্ধে যে দুই একখানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়, তাহা ভ্রমপ্রমাদে

পরিপূর্ণ এবং তদ্দৃষ্টে বিশেষ ফললাভেরও প্রত্যাশা নাই, কারণ ইহার সাধনপ্রণালী অতীব নিগূঢ়। অঙ্কুর রোপণ করিলে যেরূপ ক্রমশঃ বৃক্ষ হইয়া জলসেচনাদি যত্নবলে ফলিত হয়, সেইরূপ ইহার অঙ্কুর হইতে আরম্ভ না করিয়া একেবারে মধ্যস্থল ধরিলে ফলের আশা দূরে থাকুক, বরং বিপরীত ঘটিবার সম্ভব। যোগশিক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে দেহাভ্যন্তরস্থ ষট্‌চক্রজ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। দেহাভ্যন্তরেই সর্ব্বতীর্থ ও সর্ব্বদেবদেবীর অধিষ্ঠান আছে। শিক্ষাবলে সেই জ্ঞান লাভ করিলেই আর যোগসাধনের জন্য কোনরূপ প্রয়াস পাইতে হয় না। এই সকল কারণেই এই "যোগাঙ্কুর" নামক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিলাম। ইহাতে ষট্‌চক্রনিরূপণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে যে বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা শিক্ষা করত "পবনবিজয় স্বরোদয়" ও "ঘেরণ্ডসংহিতা" অভ্যাস করিলে আর সেই মহাত্মাকে যোগশাস্ত্রের জন্য লালায়িত হইতে হইবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাহা হইলে তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন সন্দেহ নাই। কিমধিকমিতি।

বিশেষ—এই পুস্তকে আমার নাম ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্ব রহিল না, প্রকাশকই সত্ত্বাধিকারী রহিলেন। ইতি ২৮ আশ্বিন ১৩০০ সাল।

মল্লীকপুর, }
যশোহর। } শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন।

সটীক সানুবাদ-

যোগাঙ্কুরঃ।

অর্থাৎ

(যোগশিক্ষার সহজ উপায়।)

ষট্‌চক্র-নিরূপণং।

সারাৎসারং মহাদেবং নির্ব্বিকারং শুভঙ্করং।
অনাদিনিধনং দেবমিচ্ছাময়ং সনাতনং।
প্রণম্য পরমাত্মানং ষট্‌চক্রাণাং নিরূপণং।
পূর্ণানন্দোদিতং রম্যং বিষদীক্রিয়তে ময়া॥

যিনি সারাৎসার, নির্ব্বিকার, শুভঙ্করী, ইচ্ছাময় ও সনাতন দেব বলিয়া অভিহিত, সেই অনাদি-নিধন পরমাত্ম-স্বরূপ মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া পূর্ণানন্দোদিত রমণীয় ষট্‌-চক্রনিরূপণ বিষদীকৃত করিতেছি।

অথ * তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্গতঃ।
উচ্যতে পরমানন্দ-নির্ব্বাহপ্রথমাঙ্কুরঃ॥ ১

---

*। গ্রন্থকার বিঘ্নবিনাশনার্থ সর্ব্বপ্রথমে "অথ" শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন; কারণ "অথ" শব্দ মঙ্গলসূচক। অথ শব্দ বেদে মঙ্গলার্থক বলিয়া উল্লিখিত আছে, যথা—

অথেত্যাদি। গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায়াত্রাথশব্দো মঙ্গলার্থ উপাত্তঃ। ষট্‌চক্রাদিক্রমোদ্যাতঃ ষট্‌চক্রাদিক্রমেণ উদ্যাতঃ প্রাপ্তপ্রকাশঃ পরমানন্দস্য মোক্ষস্য নির্ব্বাহঃ সম্পাদকঃ প্রথমোঽঙ্কুর উচ্যতে। ষট্‌চক্রনিরূপণং ক্রিয়তে ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। পরমানন্দসম্পাদিকা সামগ্রীবিশেষঃ। ষট্‌চক্রং নিরূপ্যতে অর্থাৎ পূর্ণানন্দেন প্রকাশ্যতে ইতি যাবৎ। নম্ন পূর্ণানন্দবাক্যে কথং প্রামাণ্যং ইত্যত আহ তন্ত্রানুসারেণ। তন্ত্রেষু যথা দৃষ্টং তেনানুসারেণ প্রকাশ্যতে। নতু স্বকারণাদিভিরুচ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১

বিবিধ তন্ত্র প্রদর্শিতানুসারে ষট্‌চক্রাদিক্রমে প্রাপ্তপ্রকাশ মোক্ষসম্পাদক প্রথমাঙ্কুর কথিত হইতেছে। অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ মূলাধারাদি ছয়টী চক্র ও নাড়ীপুঞ্জের অবরোধ দ্বারা যে মোক্ষসাধন পরমানন্দ-প্রবাহ বিদিত হওয়া যায়, তন্ত্রানুসারে * তাহারই প্রথমাঙ্কুর কথিত

" ওঙ্কারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥ "

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে "ওঙ্কার" এবং "অথ" এই দুইটী শব্দ ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছিল, সুতরাং এই শব্দদ্বয় মঙ্গলসূচক সন্দেহ নাই।

*। এস্থলে বিবিধ তন্ত্রপ্রদর্শিতানুসারে বলার তাৎপর্য্য এই যে, যদি বল, পূর্ণানন্দবাক্যে প্রামাণ্য কি? এই আশঙ্কা-নিরাসার্থই তন্ত্রানুসারে শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ণানন্দ স্বয়ং কল্পনা করিয়া বর্ণন করেন নাই। বিবিধ তন্ত্রমধ্যে যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, তদনুসারেই প্রকাশ করিয়াছেন।

হইতেছে। পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবার বাসনা করিলে প্রথমতঃ শরীরাভ্যন্তরস্থ ছয়টী চক্র ও নাড়ীপটল কোন্ স্থলে কি ভাবে অধিষ্ঠিত আছে এবং সেই সকল চক্র ও নাড়ী দ্বারা কি কি কার্য্য সমাহিত হয়, তাহা অবগত হওয়া একান্ত বিধেয়, সুতরাং তন্ত্রশাস্ত্রবিধানানুসারে তত্তৎ বিষয়ই বিশদরূপে বর্ণিত হইতেছে। ১

মেরোর্ব্বাহ্যপ্রদেশে শশিমিহিরশিরেসব্যদক্ষে নিষণ্ণে
মধ্যে নাড়ী সুষুম্না ত্রিতয়গুণময়ী চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিরূপা।
ধুস্তূরস্মেরপুষ্প-গ্রথিততমবপুঃ স্কন্ধমধ্যাচ্ছিরস্থা,
বজ্রাখ্যা মেঢ্রদেশাচ্ছিরসি পরিগতা মধ্যমে ।২

মেরোরিতি। মেরোর্মেরুদণ্ডস্য বাহ্যপ্রদেশে বহির্ভাগে সব্যদক্ষে বামদক্ষিণপার্শ্বে শশিমিহিরশিরে চন্দ্রসূর্য্যাত্মিকে নাড্যৌ ইড়াপিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়মিতি ফলিতার্থঃ নিষণ্ণে বর্ত্তেতে। ইড়ানাড়ী বামভাগে পিঙ্গলা দক্ষিণভাগে ইত্যর্থঃ। মধ্যে মেরোর্মধ্যভাগে সুষুম্নানাড়ী আস্তে। সুষুম্না কীদৃশী ত্রিতয়-গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্তা। পুনঃ কীদৃশী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ অগ্নিশ্চ তে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নয়ঃ তেষাং রূপং যস্যা-স্তাদৃশী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা ইতি বা রূপমিব রূপমিত্যত্র সমাসে একরূপশব্দস্য লোপঃ। পুনঃ কীদৃশী ধুস্তূরেতি ধুস্তূরস্য যৎ স্মেরপুষ্পং প্রস্ফুটিতপুষ্পং তদ্বৎ গ্রথিততমং বপুর্যস্যাস্তাদৃশী প্রফুল্লধুস্তূরপুষ্পাকারা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী স্কন্ধমধ্যাৎ

মূলাধারপদ্মমধ্যাৎ শিরস্থা শীর্ষস্থা শিরস্থসহস্রদল পদ্মান্তং গতা ইত্যর্থঃ। অস্যাঃ সুষুম্নায়া মধ্যমে মধ্যে জ্বলন্তী দীপ্তিং কুর্ব্বতী বজ্রাখ্যা বজ্রনাম্নী নাড়ী আস্তে ইত্যর্থঃ। বজ্রাখ্যা কীদৃশী মেঢ্রদেশাৎ লিঙ্গদেশাৎ শিরসি মস্তকোপরিগতা শীর্ষপর্য্যন্তং ব্যাপ্তা ইত্যর্থঃ॥ ২

মেরুদণ্ডের বাহে বামদক্ষিণপার্শ্বে চন্দ্রসূর্য্যাত্মিকা নাড়ীদ্বয়, মেরুর মধ্যভাগে গুণত্রয়ময়ী, চন্দ্র-সূর্য্যাগ্নিরূপা ধুস্তূর-কুসুমবৎ প্রস্ফুটিতা ও মূলাধার পদ্ম হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত পরিগতা সুষুম্না নাম্নীনাড়ী এবং সেই সুষুম্নার মধ্য-ভাগে দীপ্তিমতী বজ্রা নাম্নী নাড়ী মেঢ্রদেশ হইতে শিরঃ-প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। অর্থাৎ মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে ইড়া ও দক্ষিণ দিকে পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী অধিষ্ঠিত আর মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে। ইড়া নাড়ী চন্দ্রের তুল্য ও পিঙ্গলা সূর্য্যসদৃশ প্রভামতী। সুষুম্না শশী, মিহির ও অগ্নিস্বরূপা; সত্ব, রজঃ, তম, গুণত্রয়ময়ী ও প্রস্ফুটিত ধুস্তূরপুষ্পসদৃশী। এই সুষুম্না নাড়ী মূলাধার কমলের মধ্যভাগ হইতে মস্তকো-পরি সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত সুবিস্তীর্ণ। এই সুষুম্না নাড়ীর মধ্যস্থলে যে রন্ধ্র বিদ্যমান আছে, সেই রন্ধ্রাভ্যন্তর দিয়া বজ্রা নাম্নী আর একটী নাড়ী লিঙ্গপ্রদেশ হইতে শিরোপরি যাবৎ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই বজ্রা নাড়ী প্রদীপ-শিখার ন্যায় দীপ্তিমতী। ২

তন্মধ্যে চিত্রিণী সা প্রণববিলসিতা যোগিনাং
যোগগম্যা

লূতাতন্তূপমেয়া সকলসরসিজান্ মেরুমধ্যান্তরস্থান্
ভিত্ত্বা দেদীপ্যতে তৎ গ্রথনরচনয়া শুদ্ধবোধপ্রবোধা,
তন্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী হরমুখকুহরাদাদিদেবান্তরস্থা ॥৩

তন্মধ্যে ইতি। তন্মধ্যে তস্যা বজ্রাখ্যানাড্যা মধ্যে সা প্রসিদ্ধা চিত্রিণী নাড়ী মেরুমধ্যান্তরস্থান্ মেরুমধ্যান্তরং সুষুম্নামধ্যং তত্র তিষ্ঠন্তীতি তাদৃশান্ সকলসরসিজান্ মূলাধারস্বাধিষ্ঠান-মণিপূরক-অনাহতবিশুদ্ধ-আজ্ঞাখ্য ইতি ষট্‌পদ্মানি গ্রথনরচনয়া তদ্বৎপদ্মত্বরূপেণ ভিত্ত্বা সম্বধ্য দেদীপ্যতে শোভতে ইত্যর্থঃ। চিত্রিণী কীদৃশী প্রণববিলসিতা প্রণব ওঁকারঃ তদ্‌যুক্তা। পুনঃ কীদৃশী যোগিনাং যোগগম্যা যোগাভ্যাসরতানাং যোগগম্যা। পুনঃ কীদৃশী লূতাতন্তূপমেয়া মর্কটসূত্রবৎ সূক্ষ্মা তস্যাশ্চিত্রিণ্যা অন্তর্মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী সা কীদৃশী হরমুখ-কুহরাৎ হরস্য স্বয়ম্ভুলিঙ্গস্য মুখং মূলাধারং তদেব কুহরং ছিদ্রং তস্মাদেব আদিদেবান্তরস্থা। সহস্রদলপদ্মকর্ণিকা-মধ্যান্তর্গতপরমশিবসমীপস্থা। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধবোধপ্রবোধা শুদ্ধবুদ্ধ্যা নির্ম্মলজ্ঞানেন প্রবোধো যস্যাস্তাদৃশী অথবা শুদ্ধৌ নির্ম্মলৌ বোধপ্রবোধৌ সামান্যবিশেষজ্ঞানে যস্যাস্তাদৃশী ॥৩

উপরোক্ত বজ্রানাম্নী নাড়ীর মধ্যে প্রসিদ্ধ চিত্রিণী নাড়ী অবস্থিত। এই নাড়ী প্রণববিলসিতা, যোগিগণের যোগগম্যা ও লূতাতন্তূপমেয়া। এই নাড়ী সুষুম্নামধ্যগত পদ্মসমূহকে ভেদ করিয়া শোভা পাইতেছে। চিত্রিণীর মধ্যস্থলে ব্রহ্মনাড়ী অধিষ্ঠিত। এই নাড়ী স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখপ্রদেশ (মূলাধারপদ্ম) হইতে আদিদেব (সহস্রারপদ্মস্থ

পরমশিব) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাড়ী শুদ্ধবুদ্ধিপ্রবোধা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অর্থাৎ বজ্রা নাম্নী নাড়ীর মধ্যস্থলে চিত্রিণী নামে একটী নাড়ী অধিষ্ঠিত আছে। এই নাড়ী লুতাতন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্ম এবং আদি, অন্ত ও মধ্যস্থলে ওঙ্কারসমন্বিতা, অর্থাৎ ইহার আদি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, অন্ত, বিষ্ণু কর্ত্তৃক ও মধ্যস্থল মহেশ্বর কর্ত্তৃক সমাবৃত। একমাত্র যোগী ব্যক্তিরাই যোগবলে এই নাড়ীকে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিতা সুষুম্না নাড়ীতে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান; মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য যে ছয়টী পদ্ম বিরাজিত আছে. চিত্রিণী নাড়ী মধ্যগত রন্ধ্রমার্গ দ্বারা সেই ছয়টী পদ্মকে ভেদ করত বিরাজিত রহিয়াছে। এই চিত্রিণীর মধ্যস্থলে আর একটী নাড়ী বিদ্যমান আছে,. তাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। এই নাড়ী মূলাধারস্থ স্বয়ম্ভূলিঙ্গের মুখকুহর হইতে মস্তকোপরিস্থ সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নাড়ীতে মনঃসংযোগ করিলেই সুষুম্না নাড়ী বিকম্পিত হয় ও অঙ্গযষ্টি সমুচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতিরেকে ব্রহ্মনাড়ী পরিজ্ঞাত হইবার উপায়ান্তর নাই।৩

বিদ্যুম্মালাবিলাসা মুনিমনসি লসত্তন্তুরূপা সুসূক্ষ্মা,
শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানপ্রবোধা সকলসুখময়ী শুদ্ধবোধস্বভাবা।
ব্রহ্মদ্বারং তদাস্যে প্রবিলসতি সুধাধাররম্যপ্রদেশং,
গ্রন্থিস্থানং তদেতদ্বদনমিতি সুষুম্নাখ্যনাড্যা লপন্তি॥

বিদ্যুন্মালেতি। ব্রহ্মনাড়ী কীদৃশী বিদ্যুন্মালাবিলাসা বিদ্যুন্মালা বিদ্যুৎসমূহস্তদ্বৎ বিলাসো দীপ্তির্যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী মুনিমনসি মনঃশীলানাং চিত্তে লসত্তন্তুরূপা

দীপ্যমানযজ্ঞসূত্রতুল্যা। পুনঃ কীদৃশী সুসূক্ষ্মা অতিশয়-সূক্ষ্মা ক্ষীণা বা। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধজ্ঞানপ্রবোধা শুদ্ধজ্ঞানং প্রবোধো যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী সকলসুখময়ী সকলসুখ-স্বরূপা। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধেতি শুদ্ধবোধো নির্ম্মলজ্ঞানমেব স্বভাবো যস্যাস্তাদৃশী। ব্রহ্মদ্বারং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা সএব দ্বারে যস্যাস্তন্মূলাধারপদ্মং ইতি যাবৎ। তদাস্যে ব্রহ্মনাড্যা আস্যে মুখে প্রবিলসতি প্রকর্ষেণ শোভতে। ব্রহ্মদ্বারং কীদৃশং সুধা-ধাররম্যপ্রদেশঃ অমৃতসারীভূতমনোরমস্থানং। পুনঃ কীদৃশং গ্রন্থিস্থানং পদ্মানামিতি শেষঃ। তদেব ব্রহ্মদ্বারং সুষুম্নাখ্য-নাড্যা বদনং মুখমিতি লপন্তি যোগিনঃ কথয়ন্তি ॥ ৪

উপরোক্ত ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মালাবৎ বিলাসসম্পন্না, মুনি-জনের হৃদয়ে তন্তুবৎ শোভমানা, শুদ্ধব্রহ্মজ্ঞানপ্রবোধা, সকলসুখময়ী ও শুদ্ধবোধস্বভাবা, অর্থাৎ ব্রহ্মনাড়ী সৌদা-মিনীমালার ন্যায় সমুদ্ভাসিতা, মুনিগণের হৃদয়ে যজ্ঞসূত্র-বৎ দেদীপ্যমানা, অতীব সূক্ষ্মরূপিণী, বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী; সকল-সুখস্বরূপা ও বিমলজ্ঞানরূপ স্বভাবশালিনী অর্থাৎ যাঁহারা এই ব্রহ্মনাড়ীতে মনঃসংযোগ করেন, তাঁহাদিগের বিমল আত্মজ্ঞান, নিত্যসুখ ও বিশুদ্ধস্বভাব লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মনাড়ীর মুখে সুধার আধারীভূত রমণীয় ও পদ্মসমূহের গ্রন্থিস্বরূপ ব্রহ্মদ্বার বিরাজিত আছে। উহা সুষুম্নার বদন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মনাড়ীর মুখেই ব্রহ্মদ্বার (মূলাধারপদ্ম) বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ স্থান হইতে অবিরল সুধাধারা বিগলিত হওয়াতে উহার রমণীয়তার পরিসীমা নাই। ঐ স্থানই দেহাভ্যন্তরস্থ পদ্ম-

সমূহের গ্রন্থিস্থলস্বরূপ। যোগী ব্যক্তিরা এই ব্রহ্মদ্বারকেই সুষুম্না নাড়ীর বদন বলিয়া কীর্ত্তন করেন। ৪।

অথ আধারপদ্মং।

অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং,
ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রং।
অধোবক্ত্রমুদ্যৎসুবর্ণাভবর্ণৈ-
র্ব্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ॥৫

অথাধার ইতি। অথ অথানন্তরং আধারপদ্মং মূলাধারপদ্মং কীদৃশং সুষুম্নাস্যলগ্নং সুষুম্নামুখে লগ্নং তৎ। ধ্বজস্য লিঙ্গস্য অধোদেশে গুদোর্দ্ধং গুদস্যোর্দ্ধং উপরি দ্ব্যঙ্গুলোপরি সাধকো ভাবয়েদিতি শেষঃ। পুনঃ কীদৃশং চতু-শোণপত্ররূপং। পুনঃ কীদৃশং অধোবক্ত্রং অধোমুখং। পুনঃ কীদৃশং বেদবর্ণৈশ্চতুর্ব্বর্ণৈর্যুতং যুক্তং। বেদবর্ণৈঃ কীদৃশৈঃ বকারাদিসান্তৈঃ বকার এবাদির্যেষাং তে বকারাদয়ঃ স এবান্তে যেষাং তে সান্তাঃ বকারাদয়শ্চ তে সান্তাশ্চেতি বকারাদিসান্তাস্তৈ ব শ ষ স ইতি চতুর্ব্বর্ণৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ উদ্যৎসুবর্ণাভবর্ণৈঃ তপ্তকাঞ্চনবর্ণসদৃশৈঃ ইত্যর্থঃ। মূলাধারপদ্মং রক্তবর্ণং রক্তবর্ণেষু চতুষ্পত্রেষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ ব শ ষ সৈর্যুক্তং॥ ৫

আধারপদ্ম সুষুম্নামুখে সংলগ্ন, লিঙ্গের অধোভাগে ও গুহ্যের উপরে অবস্থিত, চতুঃশোণপত্রস্বরূপ, অধোমুখ এবং তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ বকারাদি সকারান্ত বর্ণচতুষ্টয়সম্পন্ন অর্থাৎ

সাধক ব্যক্তি মূলাধার পদ্মকে এইরূপ ভাবনা করিবে যে উহা সুষুম্না নাম্নী নাড়ীর বদনপ্রদেশে সংলগ্ন রহিয়াছে। এই পদ্ম লিঙ্গের অধোভাগে ও গুহ্যের ঊর্দ্ধে অর্থাৎ লিঙ্গ ও গুহ্য এই উভয়ের মধ্যস্থানে অধিষ্ঠিত। কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার বলিয়াই ইহাকে মূলাধারপদ্ম কহে। এই পদ্ম রক্তবর্ণ, দলচতুষ্টয়সম্পন্ন ও অধোমুখে প্রস্ফুটিত। ঐ দলচতুষ্টয়ে ব শ ষ স এই বর্ণচতুষ্টয় সন্নিবেশিত আছে। ঐ চারিটী বর্ণ সুতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। ইহার তাৎপর্য্যে এইমাত্র অবগত হওয়া যাইতেছে যে, মূলাধারপদ্ম শোণিতবর্ণ ও উহার দলচতুষ্টয়ও সেইরূপ। সেই দলচতুষ্টয়ে পূর্ব্বাদিক্রমে তপ্তস্বর্ণের সদৃশ বর্ণবিশিষ্ট ব শ ষ স এই চারিটী বর্ণ বিরাজিত রহিয়াছে। ৫

অমুষ্মিন্ ধরায়াশ্চতুষ্কোণচক্রং
সমুদ্ভাসি শূলাষ্টকৈরাবৃতং তৎ।
লসৎপীতবর্ণং তড়িৎকোমলাঙ্গং
তদন্তঃ সমাস্তে ধরায়াঃ স্ববীজং॥ ৬

অমুষ্মিন্নিতি। অমুষ্মিন্ মূলাধারপদ্মে ধরায়াঃ পৃথিব্যাশ্চতুষ্কোণচক্রং আস্তে। কীদৃশং সমুদ্ভাসি সম্যগ্দীপ্তং। পুনঃ কীদৃশং শূলাষ্টকৈরাবৃতং যুক্তং তদন্তস্তস্য চতুষ্কোণস্যান্তর্মধ্যে ধরায়াঃ পৃথিব্যাঃ স্ববীজং লকার আস্তে। কীদৃশং লসৎপীতবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং তড়িৎকোমলাঙ্গং। তড়িদিব বিদ্যুদিব কোমলমঙ্গং যস্য তাদৃশং। তথা চ মূলাধারপদ্মে পৃথ্বীদৈবতং চতুষ্কোণমণ্ডলং চতুষ্কোণমণ্ডলস্য অষ্টদিক্ষু শূলাষ্টকং মধ্যে পীতবর্ণো লকার ইতি বাক্যার্থঃ। ৬

এই মূলাধারপদ্মে চতুষ্কোণ পৃথ্বীচক্র শোভা পাইতেছে। উহা দীপ্তিমান্ ও শূলাষ্টক দ্বারা সমাবৃত। সেই চতুষ্কোণ চক্রের মধ্যে পৃথিবীর স্বীয় বীজ"লং" বিরাজিত, রহিয়াছে। ঐ বীজ দীপ্তিমৎ পীতবর্ণ ও বিদ্যুতের ন্যায় কোমলাঙ্গ। ইহা দ্বারা বোধগম্য হইতেছে যে, মূলাধারকমলে পৃথ্বীদৈবত চতুষ্কোণ চক্র. তাহার আটদিকে আটটী শূল ও মধ্যস্থলে পীতবর্ণ লকার বিরাজিত আছে। ৬

চতুর্বাহুভূষো গজেন্দ্রাধিরূঢ়-
স্তদঙ্কে নবীনার্কতুল্যপ্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহু-
র্মুখাম্ভোজলক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগবেদঃ॥ ৭

চতুরিতি। তদঙ্কে চতুষ্কোণমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিবীজক্রোড়ে সৃষ্টিকারী সৃষ্টিকর্ত্তা শিশুর্ব্রহ্মা ইতি যাবৎ তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ চতুর্ব্বাহুষু ভূষা চতুর্ভির্বাহুভির্ভূষা যস্য তাদৃশঃ চতুর্ব্বাহু-বিশিষ্টো ভূষান্বিতশ্চ ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ গজেন্দ্রাধি রূঢ়ঃ হস্তিশ্রেষ্ঠমারূঢ় ইত্যর্থঃ হস্তিবাহন ইতি যাবৎ। পুনঃ-কীদৃশঃ নবীনার্কতুল্যপ্রকাশঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্যসদৃশরক্তবর্ণ ইত্যর্থঃ। বেদ ইতি জাতিত্বাচ্চৈকবচনং। বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি দর্শনাৎ। মুখাম্ভোজলক্ষ্মীঃ কীদৃশী লসৎবেদ-বাহুঃ। লসন্তো বেদাঃ সামাদয় এব বাহবো যস্যাস্তাদৃশী ব্রহ্মণঃ বিশেষণং বা। অথাম্ভোজলক্ষ্মীত্যপি ক্বচিৎ পাঠঃ তদায়মর্থঃ মুখাম্ভোজলক্ষ্মীর্ব্রহ্মণো মুখপদ্মবর্ত্মা সামাদি-চত্বারো বেদা ব্রাহ্মণো মুখে স্ফুরন্তীত্যর্থঃ। অত্র পক্ষে

লসংবেদবাহুরিতি ব্রহ্মণ এব বিশেষণং। চত্বারো বেদা এব ব্রহ্মণো বাহুরূপা ইতি। তথা চ মূলাধারপদ্মে হস্তিবাহন-চতুর্হস্ত-রক্তবর্ণ-শিশুরূপ-ব্রহ্মা তিষ্ঠতীতি ফলিতার্থঃ। চতুর্ভাগবেদঃ সামাদি চত্বারো বেদা মুখাম্ভোজলক্ষ্মীর্ব্রহ্মণো মুখপদ্মস্য শোভা ইত্যর্থঃ। চতুর্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং ইত্যপি পাঠঃ ক্বচিদ্দৃশ্যতে। তদায়মর্থঃ উক্তং ধরাবীজং কীদৃশং চতুর্ব্বাহুভূষং চতুর্হস্তং ভূষান্বিতঞ্চ। পুনঃ কীদৃশং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং ঐরাবতারূঢ়ং ইন্দ্রদেবস্যাকমিত্যর্থঃ। তদা মূলাধারে হস্তিবাহন-চতুর্হস্ত-রক্তবর্ণশিশুরূপী ব্রহ্মা তিষ্ঠতীতি ফলিতার্থো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥

উল্লিখিত চতুষ্কোণমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী লকারবীজের অঙ্ক-প্রদেশে চতুর্ব্বাহু, ভূষান্বিত, নবীনার্কতুল্য, সৃষ্টিকারী শিশু ব্রহ্মা বিরাজমান আছেন। তাঁহার চতুঃসংখ্য বদনপদ্মে চতুর্ভাগ বেদ শোভা পাইতেছে। অর্থাৎ পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরাবীজের ক্রোড়দেশে নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তবর্ণ এক শিশু বিরাজিত আছেন। তিনি চতুর্হস্ত, নানাবিধ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃত ও ঐরাবতারূঢ়। ইহাঁকেই সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। সামাদি চারিবেদ তদীয় করচতুষ্টয়স্বরূপ এবং তিনি স্বীয় বদনপদ্মে ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চতুসংখ্য বেদ ধারণ করিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্যে এইমাত্র প্রতীয়মান হইতেছে যে, মূলাধারকমলে শিশুরূপী ব্রহ্মা বিরাজিত আছেন, চতুঃসংখ্য বেদ তদীয় বদনপদ্মের শোভামাত্র। কোন কোন পুস্তকে মূল শ্লোকের প্রথমচরণে "চতুর্ব্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং" এই প্রকার পাঠ দেখা যায়। সে স্থানে উহা পূর্ব্বোক্ত ধরাবীজ "লং" ইহার

বিশেষণ হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত ধরাবীজ চতুর্ব্বাহু, বিবিধ ভূষান্বিত, ঐরাবতারূঢ় অর্থাৎ ইন্দ্রদেবাত্মক এইরূপ বুঝিবে। ফল কথা, মূলাধারপদ্মে চতুর্হস্ত ভূষান্বিত, হস্তি-বাহন, রক্তবর্ণ, শিশুরূপী ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত আছেন, সাধক ইহাই ভাবনা করিবেন। ৭

বসেদত্র দেবী চ ডাকিন্যভিখ্যা,
লসদ্বেদবাহূজ্জ্বলা রক্তনেত্রা।
সমানোদিতানেকসূর্য্যপ্রকাশা,
প্রকাশং বহন্তী সদা শুদ্ধবুধেঃ॥ ৮

বসেদিতি। অত্র চতুষ্কোণচক্রে ডাকিনী নাম্নী দেবী চ বসেৎ ন কেবলং ব্রহ্মা তচ্ছক্তির্ডাকিনী চেতার্থঃ। ডাকিনী কীদৃশী লসংবেদবাহূজ্জ্বলা লসন্তো মনোজ্ঞা যে বেদবাহব-শ্চত্বারো হস্তাস্তৈরুজ্জ্বলা দীপ্তিমতী চতুর্হস্তব্রহ্মশক্তিত্বাদ স্যাপি চতুর্হস্তবত্তা। পুনঃ কীদৃশী রক্তনেত্রা রক্তনয়না। পুনঃ কীদৃশী সমানোদিতা অনেকসূর্য্যপ্রকাশসমানং এককালং উদিতা যেঽনেকসূর্য্যা দ্বাদশাদিত্যাস্তৎপ্রকাশ ইব প্রকাশো যস্যাস্তাদৃশী সমাসে একপ্রকাশশব্দস্য লোপঃ। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধবুদ্ধেঃ শিশুরূপব্রহ্মণঃ প্রকাশং সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে বহন্তী সম্পাদয়ন্তী ব্রহ্মণো যাদৃশঃ প্রকাশস্তাদৃশপ্রকাশবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ব্রহ্মণঃ প্রকাশং সৃষ্টিকর্তৃত্বরূপং সদা বহন্তী সম্পাদয়ন্তী শক্তিং বিনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তুমক্ষমত্বাৎ তথাচ শিবঃ শক্ত্যাক্তো যদি ভবতীতি॥ ৮॥

এই চতুষ্কোণ চক্রে মনোরম বাহুচতুষ্টয় দ্বারা সমুদ্ভা-সিতা, রক্তনেত্রা, যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশাদিত্য সদৃশ

প্রকাশমতী ডাকিনী নাম্নী দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। এই চক্রে যে শুদ্ধবুদ্ধি শিশুরূপী ব্রহ্মা আছেন,ডাকিনী দেবীও তাঁহার ন্যায় দীপ্তিমতী। অর্থাৎ উপরোক্ত চতুষ্কোণ, ধরাচক্রের মধ্যে ডাকিনী নাম্নী দেবীও অবস্থান করেন। তিনি চতুর্হস্ত দ্বারা পরিশোভিত। সেই সকল হস্ত অতীব মনোরম। তাঁহার নয়ন লোহিতবর্ণ এবং যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বিনী। এই চক্রে যে বিশুদ্ধজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মা বিরাজিত আছেন, ডাকিনীও তাঁহার অনুরূপ প্রকাশবতী। ইহার তাৎপর্য্যে এইমাত্র বোধগম্য হইতেছে যে, শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং ব্রহ্মা ডাকিনী নাম্নী শক্তি সমভিব্যাহারে শরীরাভ্যন্তরস্থ ধরাচক্রে অধিষ্ঠান করিতেছেন। ৮

বজ্রাখ্যাবক্ত্রদেশেবিলসতি সততংকর্ণিকামধ্যসংস্থং
কোণংতত্রৈপুরাখ্যং তড়িদিব বিলসৎ কোমলং
কামরূপং।
কন্দর্পো নাম বায়ুর্বিলসতি সততং তস্য মধ্যে সমন্তা-
জ্জীবেশো বন্ধুজীবপ্রকরমভিহসন্ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ

বজ্রেতি। বজ্রাখ্যা বজ্রনাম্নী নাড়ী তস্যা বক্ত্রদেশে মুখপ্রদেশে কর্ণিকামধ্যসংস্থং মুলাধারপদ্মকর্ণিকায়া মধ্যে স্থিতং তৎ প্রসিদ্ধং ত্রৈপুরাখ্যং কোণং ত্রিকোণমিতি যাবৎ সততং নিরন্তরং বিলসতি বিলাসং করোতি।কীদৃশং তড়ি-দিব বিলসৎ প্রকাশমানং। কোমলং মনোজ্ঞং। কামরূপং বিলাসাস্পদং। কামরূপং অভিলষিতসম্পাদকরূপম্বা। তস্য ত্রিকোণস্য মধ্যে সমন্তাদিতস্ততঃ চতুর্দ্দিক্ষু

নাম নাম্না ইত্যবায়ঃ কন্দর্পনাম বায়ুঃ সততং নিরন্তরং বিলসতি ।কীদৃশঃ জীবেশঃ জীবাত্মনঃ স্বামী। পুনঃ কীদৃশঃ বন্ধুজীবপ্রকরং রক্তবর্ণং বান্ধুলীপুষ্পাণাং সমূহং অভিহসন্ তিরস্কুর্ব্বন্ বান্ধলীপুষ্পাদপি অস্যাতিশয়রক্তবর্ণত্বাৎ। পুনঃ কীদৃশঃ কোটিসূর্য্যপ্রকাশঃ কোটিসংখ্যাকসূর্য্যাণাং প্রকাশ ইব ;প্রকাশো যস্য তাদৃশঃ। তথাচ মূলাধারপদ্ম-কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুদ্বর্ণত্রিকোণং চতুর্দ্দিক্ষু কন্দর্পনামা রক্তবর্ণবায়ুরিতি বাক্যার্থঃ॥ ৯॥

বজ্রানাম্নী নাড়ার মুখপ্রদেশে মূলাধারপদ্মের কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় শোভমান, মনোহর, বিলাসাস্পদ ত্রৈপুর নামক ত্রিকোণ যন্ত্র এবং তাহার মধ্যে সমন্তাৎ জীবাত্মার স্বামীস্বরূপ, বান্ধূলীপুষ্পাপেক্ষাও রক্তবর্ণ, কোটিসূর্য্য-সদৃশ দীপ্তিমান্ কন্দর্প নামক বায়ু বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ বজ্রানাম্নী নাড়ীর মুখে মূলাধারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রৈপুর নামে ত্রিকোণ যন্ত্র শোভা পাইতেছে। ঐ যন্ত্র বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিমান্, মনোজ্ঞ, বিলাসের একমাত্র স্থান ও অভিলষিত বিষয়ের সম্পাদক। ঐ যন্ত্রের মধ্যে কন্দর্পনামা বায়ু অধিষ্ঠান করত শরীরের চারিদিকে পরি-ভ্রমণ করিতেছেন। ঐ বায়ু জীবাত্মাকেও আপনার বশী-ভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজঃ-সম্পন্ন এবং তদীয় বর্ণ বান্ধূলীকুসুমাপেক্ষাও লোহিত। ইহার তাৎপর্য্যে বোধগম্য হইতেছে যে, মূলাধারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে তড়িদ্বর্ণ ত্রিকোণযন্ত্র এবং তাহার চারিদিকে কন্দর্পনামা লোহিতবর্ণ বায়ু অধিষ্ঠিত আছে। ৯

তন্মধ্যে লিঙ্গরূপী দ্রুতকনককলাকোমলঃ পশ্চি-
মাস্যো,
জ্ঞান-ধ্যান-প্রকাশঃ প্রথমকিসলয়াকাররূপঃ স্বয়ম্ভূঃ
উদ্যৎ-পূর্ণেন্দুবিম্বপ্রকরকরচয়স্নিগ্ধসন্তানহাসী,
কাশীবাসী বিলাসী বিলসতি সরিদাবর্ত্তরূপপ্রকারঃ

তন্মধ্যে ইতি। তন্মধ্যে তত্ত্রিকোণস্য মধ্যে লিঙ্গরূপী লিঙ্গাকারঃ স্বয়ম্ভুঃ বিলসতি। কীদৃশঃ দ্রুতকনক-কলাকোমলঃ দ্রুতা দ্রবীভূতা যা কনককলা স্বর্ণসমূহস্তদ্বৎ কোমলঃ স্বর্ণবর্ণঃ কমনীয়মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পশ্চিমাস্যঃ অধোমুখঃ। পুনঃ কীদৃশঃ জ্ঞানধ্যানপ্রকাশঃ জ্ঞানেন তত্ত্বজ্ঞানেন চিন্তয়া প্রকাশো যস্য তাদৃশঃ তথাচ জ্ঞানধ্যানগম্য ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রথমকিসলয়াকাররূপঃ প্রথমং নবীনং যৎ কিসলয়ং তদাকারং তদ্রূপং যস্য তাদৃশঃ নবপল্লববর্ণ ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ উদাদিত্যাদি প্রকাশ-মানঃ পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলসমূহরশ্মিরাশিস্নিগ্ধসন্তানহাস্যযুক্তঃ। পুনঃ কীদৃশঃ কাশীবাসী কাশ্যাং বাসশীলঃ। পুনঃ কীদৃশঃ বিলাসী বিলাসযুক্তঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সরিদাবর্ত্তঃ নদী-জলভ্রমঃ তদ্রূপপ্রকারঃ সাদৃশ্যং যস্য তাদৃশঃ। তথাচ মূলাধারপদ্মকর্ণিকামধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণমধ্যে অধোমুখনব-পল্লববর্ণস্বয়ম্ভুলিঙ্গং বর্ত্ততে ইতি বাক্যার্থঃ॥ ১০॥

উল্লিখিত ত্রিকোণযন্ত্রের মধ্যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, অধোমুখ, জ্ঞানধ্যানগম্য, নবীনপল্লববর্ণ, পূর্ণচন্দ্রমাচন্দ্রিমাবৎ কান্তি-মান, কাশীবাসী, বিলাসী ও সরিদাবর্ত্তরূপ বৃত্তাকার

স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন, অর্থাৎ উপরোক্ত ত্রিকোণ-যন্ত্রের মধ্যে লিঙ্গরূপী স্বয়ম্ভু অধোবদনে বিরাজিত আছেন। তিনি বিগলিত কাঞ্চনবৎ কোমল, (কমনীয় মূর্ত্তি), অভি-নব পল্লববর্ণ, পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় কান্তিমান্, কাশীবাসে একান্ত অনুরাগী, বিলাসশীল ও নদীর আবর্ত্তের ন্যায় বৃত্তাকার। কেবলমাত্র তত্ত্বজ্ঞান ও ধ্যান দ্বারাই তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্যে এইমাত্র উপলব্ধি হইতেছে যে, মূলাধার—কমলের কর্ণিকামধ্যস্থ ত্রিকোণা-ভ্যন্তরে অধোবদন, নবকিসলয়বর্ণ স্বয়ম্ভুলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। ১০

তস্যোর্দ্ধে বিষতন্তুসোদরলসৎসূক্ষ্মা জগন্মোহিনী,
ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং সাচ্ছাদয়ন্তী স্বয়ং।
শঙ্খাবর্ত্তনিভা নবীনচপলা মালাবিলাসাস্পদা,
সুপ্তা সর্পসমা শিরোপরিলসৎসার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতিঃ॥
কূজন্তী কুলকুণ্ডলী চ মধুরং মত্তালিমালাস্ফুটং,
বাচঃ কোমলকাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তনেন জগতাং জীবো যথা ধার্য্যতে
সা মূলাম্বুজগহ্বরে বিলসতি প্রোদ্দামদীপ্তাবলী॥

তস্যোর্দ্ধে ইতি কূজন্তীতি চ। দ্বাভ্যাং কুলকং। কুলকুণ্ডলিনী মূলাম্বুজগহ্বরে মূলাধারপদ্মমধ্যে বিলসতি বিলাসং করোতি ইত্যর্থঃ। পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। সা কীদৃশী তস্য স্বয়ম্ভুলিঙ্গস্য ঊর্দ্ধে উপরিদেশে স্থিতেতি শেষঃ। পুনঃ কীদৃশী বিষতন্তুসোদরলসৎসূক্ষ্মা বিষতন্তু পদ্মমৃণালমধ্য-

সূত্রং তৎসোদরা তৎসদৃশী লসৎসূক্ষ্মা প্রকাশমানা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী জগন্মোহিনী সংসারমোহজনিকা। পুনঃ কীদৃশী ব্রহ্মদ্বারমুখং মূলাধারপদ্মস্থস্বয়ম্ভুচ্ছিদ্রং মুখেন মধুরং স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী আচ্ছাদয়ন্তী। পুনঃ কীদৃশী শঙ্খস্যাবর্ত্তো বেষ্টনং তন্নিভা তৎসদৃশী শঙ্খাবর্ত্তবদ্বেষ্টন-যুক্তা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী নবীনেতি নবীনা দেদীপ্য-মানা যা চপলামালা বিদ্যুৎসমূহস্তস্যা বিলাসাস্পদা ক্রীড়াস্থানস্বরূপা তত্তুল্যা ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশী সুপ্তা কৃতশয়না। পুনঃ কীদৃশী সর্পসমা সর্পাকারা। পুনঃ কীদৃশী শিরোপরি স্বয়ম্ভুলিঙ্গোপরি লসতী সার্দ্ধত্রিবৃত্তা সার্দ্ধত্রয়-বেষ্টনবিশিষ্টা আকৃতির্যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী কোমল-কাব্যবন্ধরচনাভেদাতিভেদক্রমৈঃ কোমলা কমনীয়ত্ববিশিষ্টা যা কাব্যবন্ধরচনা তস্যা অতিশয়ক্রমৈর্বিশিষ্টা বাচঃ। মত্তালিমালাস্ফুটং মত্তা যা অলিমালা ভ্রমরসমূহস্তদ্বৎ অস্ফুটং যথা স্যাৎ তথা কুজন্তী অব্যক্তমধুরধ্বনিং কুর্ব্বতী-ত্যর্থঃ ইতি পূর্ব্বার্দ্ধস্যায়ং ব্যাখ্যা। সা কা ইত্যাকাঙ্ক্ষায়া-মাহ। যথা কুলকুণ্ডলিন্যা শ্বাসোচ্ছ্বাসয়োর্বিবর্ত্তনেন গমনা-গমনেন জগতাং সংসরাণাং জীবঃ প্রাণো ধার্য্যতে। পুনঃ কীদৃশী প্রোদ্দামদীপ্তাবলী প্রকৃষ্টোজ্জ্বলদীপ্তিশ্রেণীস্বরূপা। তথাচ মূলাধারপদ্মে সর্পাকারসার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনবিশিষ্টা বিদ্যুৎসমূহরূপা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১১—১২

মূলাধারপদ্মে স্বয়ম্ভুলিঙ্গোপরিস্থিতা, মৃণালসূত্রবৎ প্রকাশমানা, সংসারমোহিনী, ব্রহ্মদ্বাররূপ মুখের আচ্ছা-দনকারিণী, শঙ্খাবর্ত্তবৎ বেষ্টনযুক্তা, নবীনচপলামালার

ন্যায় দেদীপ্যমানা, নিদ্রিতা, সর্পাকারা, শিরোপরি বিরাজিতা, সার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনান্বিতা, মনোরম কাব্যবন্ধনরচনাযুক্তা ও মত্ত অলিমালাবৎ অস্ফুটমধুরনিনাদকারিণী, স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমনদ্বারা জগতের প্রাণরক্ষাকর্ত্রী, সমুদ্ভাসিত দীপ্তিমালাস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অর্থাৎ স্বয়ম্ভূলিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে মৃণালতন্তুর ন্যায় অতীব সূক্ষ্মা, জগন্মোহনকারিণী মহামায়া বিরাজিতা থাকিয়া নিরন্তর মূলাধার—কমলাভ্যন্তরে বিলাসানুভব করিতেছেন। তিনি স্বীয় বদন ব্যাদানকরত ব্রহ্ম দ্বারের মুখদেশ সমাবৃত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মনাড়ী—বিগলিত অমৃতধারা পানে আসক্ত রহিয়াছেন। তিনি শঙ্খের আবর্ত্ত সদৃশ বেষ্টন দ্বারা পরিবেষ্টিতা, সমুদ্দীপ্ত দীপ্তিমালাস্বরূপা এবং নবোদিতা সৌদামিনীমালার ন্যায় বিরাজমানা। তিনি সর্পের ন্যায় সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বয়ম্ভূলিঙ্গের মস্তকোপরি প্রসুপ্তা রহিয়াছেন। ইহাঁরই নাম কুলকুণ্ডলিনী। এই তেজোময়ী কুণ্ডলিনী মূলাধার কমলে অধিষ্ঠান করত কোমল কাব্যরূপ প্রবন্ধরচনার ভেদাভেদক্রম দ্বারা মত্ত ভ্রমরপুঞ্জের কূজনবৎ সতত অস্ফুট মধুর নাদ করিতেছেন আর এই কুণ্ডলিনীই স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বাসের গমনাগমন দ্বারা জগতীস্থ জীবকুলের জীবনরক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, মূলাধার কমলে সার্দ্ধত্রিতয় বেষ্টনান্বিতা, সৌদামিনীমালাস্বরূপা, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজমানা রহিয়াছেন।১১—১২।

তন্মধ্যে পরমাকলাতিকুশলা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা পরা,

নিত্যানন্দপরম্পরাতিচপলামালালসদ্দীধিতিঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহমেব সকলং যদ্ভাসয়া ভাসতে,
সেয়ং শ্রীপরমেশ্বরী বিজয়তে নিত্যপ্রবোধোদয়া।

তন্মধ্যে ইতি। তন্মধ্যে তস্যাঃ কুণ্ডলিন্যা দেহমধ্যে অতিশয়জ্ঞানদায়িকা পরমা কলা আস্তে ইতি শেষঃ। কীদৃশী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা অতিশয়ক্ষীণা। পুনঃ কীদৃশী পরা শ্রেষ্ঠা। পুনঃ কীদৃশী নিত্যানন্দপরম্পরা নিত্যানন্দসমূহ-স্বরূপা। পুনঃ কীদৃশী অতিচপলামালালসদ্দীধিতিঃ অতি-চপলামালা ইব অতিশয়বিদ্যুৎসমূহ ইব লসন্তী প্রকাশমানা দীধিতিঃ রশ্মির্যস্যাস্তাদৃশী। ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডাদিকটাহং তৎপর্য্যন্তং সকলং সর্বমেব যস্তাসয়া দীপ্তি-রূপেণ ভাসতে শোভতে সা ইয়ং পরমেশ্বরী বিজয়তে বিশেষেণ জয়যুক্তা ভবতি। কীদৃশী নিত্যপ্রবোধোদয়া নিত্যপ্রবোধস্য নিত্যজ্ঞানস্য উদয়ঃ প্রকাশো যস্যাস্তাদৃশী ॥ ১৩ ॥

সেই কুলকুণ্ডলিনীর দেহমধ্যে অতীব কুশলা, (অতিজ্ঞান-দায়িনী) অতীব সূক্ষ্মা, শ্রেষ্ঠা, নিত্যানন্দসমূহস্বরূপা, অতিশয় চপলামালার ন্যায় প্রকাশমানা, স্বীয় তেজোদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ পর্য্যন্ত অখিল সংসারের শোভাসম্পাদয়িত্রী, নিত্য-জ্ঞানের প্রকাশরূপিণী পরমাকলা পরমেশ্বরী অধিষ্ঠানপূর্ব্বক জয়যুক্ত হইতেছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত কুলকুণ্ডলিনীর অভ্য-ন্তরে অতীব জ্ঞানদায়িনী, পরমসূক্ষ্মা, নিত্যানন্দস্বরূপিণী, সৌদামিনীমালাবৎ দেদীপ্যমানা, পরমাকলা অর্থাৎ

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি শোভমানা রহিয়াছেন। তদীয় সমুদ্দীপিত তেজোরাশি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকাশমান হইতেছে। এই প্রকৃতিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন। ইহার তাৎপর্য্যে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, আধারপদ্মে নিরন্তর যে চৈতন্যের জ্যোতিঃ উপলব্ধি হয়, সেই চৈতন্যময়ী প্রকৃতিই তত্ত্বজ্ঞানীবর্গের জ্ঞানপ্রাপ্তির একমাত্র কারণস্বরূপ পরমেশ্বরী সন্দেহ নাই। ১৩

ধ্যাত্বৈতৎ মূলচক্রান্তরবিবরলসৎকোটিসূর্য্যপ্রকাশং
বাচামীশো নরেন্দ্রঃ স ভবতি সহসা সর্ব্ববিদ্যা-
বিনোদী।
আরোগ্যং তস্য নিত্যং নিরবধি চ মহানন্দচিত্তা-
ন্তরাত্মা,
বাক্যৈঃ কাব্যপ্রবন্ধৈঃ সকলসুরগুরূন্ সেবতে
শুদ্ধশীলঃ॥ ১৪॥

ধ্যাত্বৈতদিতি। ইদানীং কুলকুণ্ডলিনীচিন্তনস্য ফলমাহ। এবম্ভূতাং কুলকুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা চিন্তয়িত্বা স সাধকঃ এবম্ভূতো ভবতি। কীদৃশঃ বাচামীশো বৃহস্পতিতুল্যঃ। পুনঃ কীদৃশঃ নরেন্দ্রঃ মনুষ্যশ্রেষ্ঠঃ সহসা তৎক্ষণমেব সর্ব্ববিদ্যাবিনোদী সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ভবতি। কুলকুণ্ডলিনীং কীদৃশীং এতৎ মূলচক্রং মূলাধারপদ্মং তস্যান্তরং তন্মধ্যং ত্রিকোণং তত্র যদ্বিবরং ছিদ্রং তত্র লসন্তী। অথ কোটিসূর্য্যপ্রকাশ ইব প্রকাশো যস্যাস্তাদৃশী এতৎমূলচক্রান্তরবিবরং লসন্তী

চাসৌ কোটিসূর্য্যপ্রকাশা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তস্যাঃ কুল কুণ্ডলিন্যা ধ্যানতৎপরস্য সাধকস্য নিত্যং প্রতিদিনমেব, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং ভবতি। স জনঃ নিরবধি প্রতিক্ষণং মহানন্দবিশিষ্টং চিত্তং অন্তরাত্মা যস্য তাদৃশঃ সন্‌ কাব্য-প্রবন্ধৈর্ব্বাক্যৈঃ সকলসুরগুরূন্‌ সকলদেবতান্‌ গুরূংশ্চ সেবতে স্তৌতীত্যর্থঃ। কীদৃশঃ শুদ্ধশীলঃ শুদ্ধং শীলং যস্য তাদৃশঃ ॥ ১৪ ॥

কুলকুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিলে কিরূপ ফল হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—সেই মূলাধারপদ্মস্থ ত্রিকোণযন্ত্র-বিবরে বিরাজিতা, কোটিসূর্য্যপ্রকাশা কুণ্ডলিনীকে চিন্তা করিলে সেই নরশ্রেষ্ঠ বাচস্পতি সদৃশ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশা-রদ হয়, সে নিত্য আরোগ্য লাভ করে, তাহার অন্তরাত্মা নিরবধি মহানন্দে প্রফুল্ল থাকে এবং সেই ব্যক্তি শুদ্ধশীল হইয়া কাব্যপ্রবন্ধপূর্ণ বাক্য দ্বারা অখিল দেবতা ও গুরুজনের স্তব করে। ১৪

ইতি মূলাধারপদ্ম বর্ণন।

অথ স্বাধিষ্ঠানপদ্মং।

সিন্দূরপূররুচিরারুণপদ্মমন্যৎ,
সৌসুম্নমধ্যঘটিতং ধ্বজমূলদেশে।
অঙ্গচ্ছদৈঃ পরিবৃতং তড়িদাভবর্ণৈ-
র্ব্বাদ্যৈঃ সবিন্দুলসিতৈশ্চ পুরন্দরান্তৈঃ ॥ ১৫

সিন্দূরেতি। অন্যৎ পদ্মং অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানং ধ্বজমূলদেশে

লিঙ্গমূলদেশে চিন্তয়েদিতি শেষঃ। কীদৃশঃ সিন্দূরপূর-রুচিরারুণং সিন্দূরপূরস্যেব সিন্দুরসমূহস্যেব রুচিরারুণং মনোজ্ঞারুণবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং সৌষুম্নমধ্যঘটিতং সুষুম্না-মধ্যবর্ত্তিনী যা চিত্রিণী নাড়ী তদ্‌ঘটিতং। পুনঃ কীদৃশং অঙ্গচ্ছদৈঃ ষট্‌পত্রৈঃ পরিবৃতং ষট্‌পত্রবিশিষ্টমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং তড়িদাভবর্ণৈর্বিশিষ্টং কীদৃশৈর্ব্বাদ্যৈঃ বকার এবাদ্যো যেষাং তাদৃশৈঃ পুরন্দরান্তৈঃ পুরন্দরো লকার এব অন্তো যেষাং তাদৃশৈঃ ব ভ ম য র ল ইত্যেতৈর্ব্বর্ণৈর্যুক্তং স্বাধি-ষ্ঠানপদ্মমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ সবিন্দুলসিতৈঃ বিন্দুনা সহ বর্ত্তমানঃ সবিন্দুঃ প্রথমোপস্থিতত্বাৎ অকারঃ তেন লসিতৈ-র্যুক্তৈঃ। তথাচ অকারানুস্বারযুক্ত ব ভ ম য র ল ইত্যেতৈর্ব্বর্ণৈঃ স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য ষট্‌পত্রেষু প্রত্যেকং স্থিতমিত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥

এক্ষণে স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বর্ণিত হইতেছে।—ধ্বজমূলদেশে (লিঙ্গের মূলভাগে) সুষুম্নামধ্যস্থ চিত্রিণী নাড়ীতে স্থিত, সিন্দূরপুঞ্জবৎ মনোরম অরুণবর্ণ, ষট্‌পত্র দ্বারা পরিবৃত, বিদ্যুদ্বর্ণ অন্য একটী পদ্ম আছে। (ইহারই নাম স্বাধি-ষ্ঠান পদ্ম) এই পদ্ম বকারাদি পুরন্দরান্ত (লকারান্ত) বিন্দুসমন্বিত বর্ণষট্‌কে বিরাজিত। অর্থাৎ লিঙ্গের মূলভাগে সুষুম্নামধ্যবর্ত্তিনী চিত্রিণীনাড়ীতে সিন্দূরের ন্যায় শোণিতবর্ণ, মনোজ্ঞ, ষড়দলসমন্বিত একটী পদ্ম বিরাজিত আছে। উহা তড়িতের ন্যায় সমুদ্ভাসিত। ঐ ছয়টী দল অনুস্বার-যুক্ত ব ভ ম য র ল এই ছয়টী অক্ষরে সমন্বিত। ইহারই নাম স্বাধিষ্ঠান পদ্ম। এই পদ্মের দলষট্‌কে যথাক্রমে বং

ং মং যং রং লং এই বর্ণসকল সন্নিবেশিত আছে। সাধক স্বাধিষ্ঠানপদ্মকে এইরূপে চিন্তা করিবে। ১৫

অস্যান্তরে প্রবিলসদ্বিষদপ্রকাশ-
মম্ভোজমণ্ডলমথো বরুণস্য তস্য।
অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং শরদিন্দুশুভ্রং,
বংকারবীজমমলং মকরাধিরূঢ়ং ॥ ১৬

অস্যান্তর ইতি। অস্য স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য অন্তরে মধ্যে অর্দ্ধেন্দুরূপলসিতং অর্দ্ধচন্দ্রাকারং বরুণস্য অম্ভোজমণ্ডলং জলজমণ্ডলং চিন্তয়েৎ। অথোঽনন্তরং তস্য বরুণস্য বংকার-বীজং ধ্যায়েদিতি শেষঃ। অম্ভোজমণ্ডলং কীদৃশং প্রবিলসৎ-বিষদপ্রকাশং প্রকর্ষেণ বিলসৎ বিষদো নির্ম্মলঃ প্রকাশো যস্য তাদৃশং শুক্লবর্ণমিত্যর্থঃ। বংকারবীজং কীদৃশং শরদিন্দু-শুভ্রং শরৎকালীনো য ইন্দুশ্চন্দ্রস্তদ্বৎ শুভ্রং শুক্লবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং অমলং নির্ম্মলং। পুনঃ কীদৃশং মকরাধিরূঢ়ং মকরবাহনং। বরুণস্য মকরবাহনত্বাৎ। তথাচ এতদ্বিশেষ-ণেন নাত্র বরুণচিহ্নমপি প্রাপ্তং। যদ্বা বরুণস্য মকর-বাহনত্বাৎ তদ্বীজস্য মকরবাহনত্বমিতি মন্যতে ॥ ১৬ ॥

এই স্বাধিষ্ঠানপদ্মের মধ্যস্থলে বরুণদেবের প্রকৃষ্টরূপ বিমল-প্রকাশবান্, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অম্ভোজমণ্ডল বিরাজিত আছে। তন্মধ্যে শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্রবর্ণ, মকর-বাহন, বিমল বংকারবীজ অধিষ্ঠিত। অর্থাৎ সাধক এই—রূপ ভাবনা করিবে যে, স্বাধিষ্ঠানপদ্মের মধ্যে বরুণদেবের জলজমণ্ডল বা বারুণচক্র বিরাজিত আছে। উহা শুভ্রবর্ণ

ও অর্দ্ধচন্দ্রাকার। সেই মণ্ডলের মধ্যে শারদীয় চন্দ্রমাবৎ শুভ্রবর্ণ, বিমল মকরবাহন "বং" এই বীজ বিন্যস্ত রহিয়াছে। (বরুণের মকরবাহনত্ব নিবন্ধন তদ্বীজকেও মকরবাহন বলিয়া উল্লিখিত হইল।) ১৬

তস্যাঙ্কদেশকলিতো হরিরেব পায়াৎ,
নীলপ্রকাশরুচিরশ্রিয়মাদধানঃ।
পীতাম্বরঃ প্রথমযৌবনগর্ব্বধারী,
শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো ধৃতবেদবাহুঃ ॥ ১৭ ॥

তস্যাঙ্কেতি। তস্য স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য বরুণবীজস্যাধার-স্বরূপস্য বরুণস্য অঙ্কদেশকলিতঃ ক্রোড়দেশগতো হরিরেব পায়াৎ যুস্মান্ রক্ষতু ইত্যর্থঃ। হরিঃ কীদৃশঃ নীলপ্রকাশ-রুচিরশ্রিয়ং নীলপ্রকাশেন নীলবর্ণপ্রদীপ্তাং মনোজ্ঞাং শ্রিয়ং আদধানঃ নীলবর্ণ ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশঃ পীতাম্বরঃ পীতে পীতবর্ণে অম্বরে বস্ত্রে যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রথম-যৌবনগর্ব্বধারী প্রথমযৌবনস্য গর্ব্বধারী অহঙ্কারবিশিষ্টঃ নবযৌবনান্বিত ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভধরঃ শ্রীবৎসঃ চিহ্নবিশেষঃ কৌস্তুভো মণিঃ তদ্দ্বয়বিশিষ্টঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ধৃতবেদবাহুঃ ধৃতা বেদাঃ চতুঃসংখ্যকা বাহবো যেন তাদৃশঃ চতুর্ভুজ ইত্যর্থঃ। তথা স্বাধিষ্ঠানপদ্মে চতুর্ভুজো নীলবর্ণো নবযৌবনান্বিতো হরিরাস্তে ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

এই পদ্মে বরুণের অঙ্কদেশে নীলবর্ণপ্রদীপ্ত—মনোহর—শ্রীধারী, পীতাম্বর, প্রথমযৌবনগর্ব্বধারী, শ্রীবৎসকৌস্তুভ দ্বারা বিরাজিত, চতুর্ভুজ হরি বিরাজিত আছেন। তিনি তোমা-

দিগকে রক্ষা করুন। অর্থাৎ উক্ত স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্মে বরুণবীজের আধারীভূত বরুণদেবের ক্রোড়ে নীলবর্ণ পীতবাসা, শ্রীবৎসবিরাজিত, কৌস্তুভধারী, নবযুবা, চতুর্ভুজ দেবদেব হরি অধিষ্ঠিত আছেন। এই পদ্মই শ্রীহরির বাসস্থান। এই পদ্মকে এইরূপে চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলেই বিঘ্নবিনাশ হইয়া থাকে। ১৭

অত্রৈব ভাতি সততং খলু রাকিনী সা,
নীলাম্বুজোদরসহোদরকান্তিশোভা।
নানায়ুধোদ্যতকরৈর্ল সিতাঙ্গলক্ষ্মী-
র্দিব্যাম্বরাভরণভূষিতমত্তচিত্তা ॥ ১৮

অত্রৈবেতি। খলু নিশ্চিতং অত্র স্বাধিষ্ঠানপদ্মে সা প্রসিদ্ধা রাকিনী নাম্নী শক্তিঃ সততং নিরন্তরং ভাতি দীপ্যতে। কীদৃশী নীলাম্বুজেতি নীলাম্বুজস্য নীলপদ্মস্য উদরং মধ্যদেশঃ তস্য সহোদরা সাদৃশী যা কান্তিস্তদ্বৎ শোভা যস্যাস্তাদৃশী নীলবর্ণা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী নানা ইতি নানাপ্রকারাস্ত্রবিশিষ্টহস্তৈশ্চতুর্ভুজৈর্ল সিতা প্রকাশিতাঙ্গ লক্ষ্মীঃ শরীরশোভা যস্যাস্তাদৃশী। পুনঃ কীদৃশী দিব্যেতি দিব্যানি মনোজ্ঞানি যানি অম্বরাণি তৈর্ভূষিতা মত্তং হর্ষবিশিষ্টং চিত্তং যস্যাঃ সা চাসৌ সা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তথাচ অস্মিন্ পদ্মে নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী শক্তিরাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

এই পদ্মে নীলোৎপলোদরবৎ নীলকান্তিমতী, বিবিধ আয়ুধশোভিত হস্তচতুষ্টয় দ্বারা শোভমানা, দিব্যবসন-ভূষণে

সমলঙ্কৃতা, প্রফুল্লচিত্তা রাকিনী নাম্নী শক্তি বিদ্যমান আছেন। অর্থাৎ সাধক এইরূপ ভাবনা করিবে যে, এই স্বাধিষ্ঠানপদ্মে বরুণদেবের বারুণচক্রে নীলেন্দীবর সদৃশ কান্তিমতী, নানারূপ অস্ত্রধারিণী, দিব্যবসনা, দিব্যাভরণা ও উন্মত্তচিত্তা রাকিনী নাম্নী শক্তি অবস্থান করেন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন কর্ম্ম হউক্ না কেন, শক্তি ব্যতীত সমাধা হইবার সম্ভব নাই: সুতরাং প্রত্যেক পদ্মেই এক একটী শক্তি বিরাজমান আছে। এই স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়দলপদ্মে রাকিনী নাম্নী শক্তি অবস্থিত। তিনি নীলবর্ণা ও চতুর্ভুজা। ১৮

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমেতৎ সরসিজমমলং চিন্তয়েৎ যো মনুষ্য-
স্তস্যাহঙ্কারদোষাদিকসকলরিপুঃ ক্ষীয়তে তৎ-ক্ষণেন।
যোগীশঃ সোঽপি মোহাদ্ভুতিমিরচয়ে ভানুতুল্য-প্রকাশো,
গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈর্বিরচয়তি সুধাকাব্যসন্দোহ-লক্ষ্মীং॥ ১৯

স্বাধিষ্ঠানাখ্যমিতি। স্বাধিষ্ঠানপদ্মচিন্তনস্য ফলমাহ। যো মনুষ্যঃ স্বাধিষ্ঠানাখ্যং এতৎ সরসিজং পদ্মং চিন্তয়েৎ তস্য মনুষ্যস্য অহঙ্কারাদিসকলরিপুস্তৎক্ষণেন ক্ষীয়তে স্বয়মেব নশ্যতি। যোগীশো যোগশ্রেষ্ঠঃ সোপি জনঃ মোহান্ধতিমিরচয়ে মোহোঽজ্ঞানং এবম্ভূততিমিরচয়ো মহান্ধকার-

সমুহস্তত্র ভানুতুল্যপ্রকাশঃ তাদৃশপ্রকাশো ভবতীত্যর্থঃ। প্রকৃতসূর্য্যোঽপি মহান্ধকারং নাশয়তি অস্যাপি মহান্ধকার-নাশকতয়া তথাত্বং প্রতিপাদিতমিতি। তথা স জনঃ গদ্যৈ-পদ্যৈঃ প্রবন্ধৈঃ সুধাকাব্যসন্দোহলক্ষ্মীং অমৃতময়কবিতাসমূহ-শোভাং বিরচয়তি। তথা চ সৌষুম্নামধ্যবর্ত্তি লিঙ্গমূলস্থং বিদ্যুৎ দ্বর্ণ ব ভ ম য র ল ইতি ষড়্‌বর্ণবিশিষ্টং রক্তবর্ণং স্বাধি-ষ্ঠানপদ্মং তত্র শুক্লবর্ণবরুণমণ্ডলং শরচ্চন্দ্রবর্ণং বংবীজঞ্চ তন্মধ্যে নীলবর্ণশ্চতুর্ভুজঃ শ্রীহরিঃ নীলবর্ণা চতুর্ভুজা রাকিনী শক্তিশ্চ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অধুনা স্বাধিষ্ঠানপদ্মচিন্তনের ফল কথিত হইতেছে।—যিনি এই স্বাধিষ্ঠানাখ্য পদ্ম ভাবনা করেন, তাঁহার অহঙ্কা-রাদি যাবতীয় রিপু অনতিকালমধ্যেই নিধন প্রাপ্ত হয়; তিনি যোগীশ্বর হইয়া মোহরূপ অদ্ভুত তিমিরে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন এবং গদ্যপদ্যাদি প্রবন্ধদ্বারা সুধাময়ী কবিতাকুঞ্জ রচনা করিয়া শ্লোকসুষমা প্রদর্শন করিতে পারেন অর্থাৎ এই পদ্ম চিন্তা করিলে সাধকের যাবতীয় রিপু বিনষ্ট হয়, তিনি যোগিগণের প্রাধান্য লাভ করেন, তাঁহার অদ্ভুত কবিত্বশক্তি জন্মে এবং সূর্য্য যেরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, তিনিও সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ তিমির দূর করিয়া দিতে সক্ষম হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লিঙ্গের মূলদেশে সুষুম্নার মধ্যে চিত্রিণী নামে যে নাড়ী আছে, তাহাতে তড়িদ্বর্ণ ব ভ ম য র ল এই বর্ণষট্‌কযুক্ত লোহিতবর্ণ স্বাধিষ্ঠানাখ্য পদ্ম বিরাজ-মান আছে। সেই স্বাধিষ্ঠানপদ্মে শুভ্রবর্ণ বারুণমণ্ডল ও

শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রমাবৎ শ্বেতবর্ণ বং বীজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে নীলবর্ণ, চতুর্হস্ত, নারায়ণ এবং নীলবর্ণা চতুর্হস্তা রাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিত। এই সশক্তি হরিকে চিন্তা করিলেই উল্লিখিত ফলসমূহ লাভ করা যায়। ১৯

ইতি স্বাধিষ্ঠানপদ্মবর্ণন।

অথ মণিপূরপদ্মং।

তস্যোর্দ্ধে নাভিমূলে দশদললসিতে পূর্ণমেঘপ্রকাশে,
নীলাম্ভোজপ্রকাশৈরুপকৃতজঠরে ডাদিফান্তৈঃ সচন্দ্রৈঃ।
ধ্যায়েদ্বৈশ্বানরস্যারুণমিহিরসমং মণ্ডলং তৎ ত্রিকোণং,
তদ্বাহ্যে স্বস্তিকাখ্যৈস্ত্রিভিরভিলসিতং তত্র বহ্নেঃ স্ববীজং॥ ২০

তস্যোর্দ্ধে ইতি। স্বাধিষ্ঠানপদ্মস্য উর্দ্ধে উপরি নাভিমূলে দশদললসিতে দশপত্রবিশিষ্টে অর্থাৎ মণিপূরকে পদ্মে বৈশ্বানরস্য প্রসিদ্ধং ত্রিকোণমণ্ডলং ধ্যায়েৎ চিন্তয়েৎ। মণিপূরে কীদৃশে পূর্ণমেঘপ্রকাশে পূর্ণমেঘ ইব প্রকাশো দীপ্তির্যস্য তাদৃশে সম্পূর্ণমেঘ ইত্যর্থঃ। এবম্ভূতৈর্বর্ণৈ রুপকৃতজঠরে উপকৃতং যৎ জঠরং পদ্মপত্রদলরূপমুদরং যস্য তাদৃশৈর্বর্ণৈঃ কীদৃশৈঃ ডাদিফান্তৈঃ ড এব আদির্যেষাং তে ডাদয়ঃ ফ এব অন্তো যেষাং তে ফান্তা ডাদয়শ্চ তে ফান্তাশ্চেতি

কর্ম্মধারয়ঃ। ডাদিফান্তৈঃ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ইত্যেতৈ-
র্দশভির্ব্বর্ণৈর্যুক্তং ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশৈঃ নীলাম্ভোজমিব
প্রকাশো দীপ্তির্যেষাং তাদৃশৈর্নীলবর্ণৈরিত্যর্থঃ। চন্দ্রেণ
বিন্দুনা সহ বর্ত্তমানৈঃ সচন্দ্রৈর্বিন্দুবিশিষ্টৈঃ ইত্যর্থঃ।
ত্রিকোণং কিম্ভূতং তদ্বাহ্যে তস্য ত্রিকোণস্য বাহ্যে বহি-
র্দ্দেশাবচ্ছেদে ত্রিভিঃ ত্রিসংখ্যকৈঃ স্বস্তিকাখ্যৈর্দ্বারৈর্লসিতং
যুক্তং বহির্দ্দেশাবচ্ছিন্নদ্বারত্রয়যুক্তং ত্রিকোণমিত্যর্থঃ।
পুনঃ কিম্ভূতং অরুণমিহিরসমং অরুণেন যুক্ত অরুণবর্ণো বা
যো মিহিরঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্য ইতি যাবৎ তৎসমং তৎসদৃশং
রক্তবর্ণমিত্যর্থঃ। তত্র ত্রিকোণে বহ্নেঃ স্ববীজং ধ্যায়েদিতি
পরশ্লোকেনান্বয়ঃ। তথাচ নাভিমূলে মেঘবর্ণং মণিপূরাখ্য
পদ্মং নীলবর্ণ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ইতি দশবর্ণযুক্তং
দশপত্রবিশিষ্টং তত্র রক্তবর্ণবহ্নিদৈবতং রংবীজমিতি
বাক্যার্থঃ॥ ২০॥

অধুনা মণিপূরাখ্য পদ্ম বর্ণিত হইতেছে।—উপরোক্ত
ষড়্‌দলসমন্বিত স্বাধিষ্ঠান নামক পদ্মের ঊর্দ্ধভাগে নাভির
মূলদেশে আর একটী পদ্ম বিরাজিত আছে। উহা দশ-
সংখ্যক দলে সুশোভিত, ঘনজলদবৎ নীলবর্ণ আর ঐ
পদ্মের দলসমূহে ক্রমান্বয়ে বিন্দুসমন্বিত (অনুস্বারযুক্ত)
ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশটী বর্ণ সন্নিবেশিত আছে।
ঐ সকল বর্ণ নীলোৎপলের ন্যায় দীপ্তিমান্‌। এই পদ্মেরই
নাম মণিপূর। এই পদ্মে অগ্নিদেবের ত্রিকোণমণ্ডল বিরা-
জিত আছে। ঐ মণ্ডল শোণিতবর্ণ এবং প্রভাতকালীন
ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিশালী। এই ত্রিকোণমণ্ডলের বহির্ভাগে

তিনটী যার বিরাজিত আছে এবং উল্লিখিত মণ্ডলে "রং" এই অগ্নিবীজ বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধক মণিপূরাখ্য পদ্মকে এইরূপেই ভাবনা করিবে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, নাভিপ্রদেশের মূলে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ মণিপুর নামক পদ্ম বিদ্যমান আছে, তাহার দশসংখ্যা দলে নীলবর্ণ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং এই দশটী বর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে এবং এই পদ্ম শোণিতবর্ণ বহ্নিদৈবত ও রং বীজাত্মক। ২০

ধ্যায়েন্মেষাধিরূঢ়ং নবতপননিভং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং,
তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তির্নিবসতি সততং শুদ্ধসিন্দূররাগঃ
ভস্মালিপ্তাঙ্গভূষাভরলসিতবপুর্বৃদ্ধরূপী ত্রিনেত্রঃ,
লোকানামিষ্টদাতাভয়লসিতকরঃ সৃষ্টিসংহারকারী॥ ২১

ধ্যায়েদিতি। বহ্নেঃ স্ববীজং কীদৃশং ইত্যাহ ধ্যায়েদিতি। মেষাধিরূঢ়ং ছাগবাহনং। পুনঃ কীদৃশং নবতপননিভং নবো নবীনো যস্তপনঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্যস্তস্যেব নিভা দীপ্তির্যস্য তাদৃশং প্রাতঃকালীনসূর্য্যতুল্যরক্তবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গং বেদাশ্চতুঃসংখ্যকা বাহবো যস্য তৎ উজ্জ্বলানি দীপ্তিযুক্তানি অঙ্গানি যস্য বেদবাহুশ্চ উজ্জ্বলাঙ্গশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। যদ্বা বেদৈশ্চতুঃসংখ্যকৈর্বাহুভিরুজ্জ্বলানি অঙ্গানি যস্য তাদৃশঃ উভয়থৈব চতুর্হস্তযুক্তত্বমর্থঃ নচ বহ্নিবীজস্য ছাগবাহনং চতুর্হস্তঞ্চ উক্তং বহ্নেরেব তথা উচিত্যাদিতে বহ্নিবীজস্য বিশেষণদ্বয়মেতৎ যুক্তমিতি বাচ্যং,

মন্ত্রদেবতয়োরভেদাদিতি পূর্ণানন্দাশয়ঃ। তথা চ দেবতা-গুরুমন্ত্রাণাং ঐক্যং সম্ভাবয়েদিত্যাদি। যদ্বা বহ্নিবীজমেব বহ্নি-রিত্যভিপ্রায়েণৈতৎ বিশেষণদ্বয়ং তথা মন্ত্রাণাং দেবতা জ্ঞেয়া ইতি ন চাত্র কল্পে ভেদগ্রাহপদমযুক্তং ইতি বাচ্যং। রংবীজং বহ্নিদৈবতমিতি পরিচায়কত্বাৎ তস্যেতি তৎক্রোড়ে রুদ্রমূর্ত্তিঃ শিবঃ সততং নিরন্তরং নিবসতি। কীদৃশঃ শুদ্ধ-সিন্দূররাগঃ শুদ্ধং নির্ম্মলং যৎ সিন্দূরং তস্যেব রাগো লোহিত্যং যস্য তাদৃশঃ উত্তমসিন্দূরতুল্যরক্তবর্ণ ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ভস্মেতি ভস্মালিপ্তং অঙ্গভূষাভরোঽলঙ্কার-সমূহস্তাভ্যাং লসিতং কান্তং বপুর্যস্য তাদৃশঃ। যদ্বা ভস্মালে-পনমেব অঙ্গভূষাভরণস্তেন লসিতং বপুর্যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ বৃদ্ধরূপী বৃদ্ধাকারঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ত্রিনেত্রঃ। পুনঃ কীদৃশঃ লোকানামিষ্টদাতা ইষ্টো বরস্তং দদাতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ অভয়লসিতকরঃ লোকানাং অভয়লসিতযুক্তঃ করো যস্য তাদৃশঃ বরাভয়দায়কঃ হস্তদ্বয়বিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। সৃষ্টিসংহারৌ কর্ত্তুং শীলং যস্য তাদৃশঃ। ২১।

ইতি মণিপূরপদ্মং।

সাধক এইরূপ ধ্যান করিবে যে, উপরোক্ত বহ্নিবীজ মেষবাহন, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী ও চতুর্ভুজ।*

---

* অগ্নিদেব মেষবাহন ও নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন এবং চতুর্ভুজধারী, এই জন্যই তদ্বীজকেও মেষবাহ-নাদি বলিয়া বর্ণিত হইল, কারণ শাস্ত্রেই কথিত আছে যে, "দেবতাগুরুমন্ত্রাণাং ঐক্যং সম্ভাবয়েৎক্রিয়া" অর্থাৎ দেবতা গুরু ও মন্ত্র ইহাদিগকে পরস্পর অভেদ জ্ঞান করিবে।

অস্কপ্রদেশে রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল বিরাজিত আছেন। তিনি বিশুদ্ধ সিন্দূরের ন্যায় লোহিতবর্ণ, ভস্মভূষিত বপু, সৃষ্টিসংহারক, বৃদ্ধ, ত্রিনয়নসম্পন্ন, জীবকুলের ইষ্টদাতা ও বরাভয়হস্ত। ২১

অত্রাস্তে লাকিনী সা সকলশুভকরী বেদবাহূ-জ্জ্বলাঙ্গী
শ্যামা পীতাম্বরাদ্যৈর্বিবিধবিরচনালঙ্কৃতা মত্তচিত্তা।
ধ্যাত্বৈবং নাভিপদ্মং প্রভবতি সুতরাং সংহৃতৌ পালনে বা,
তস্যাননাব্জে বিলসতি সততং জ্ঞানসন্দোহলক্ষ্মীঃ॥

অত্রাস্তে ইতি। অত্র ত্রিকোণে সা প্রসিদ্ধা লাকিনী শক্তি-স্থাস্তে। কীদৃশী সকলশুভকরী সর্ব্বমঙ্গলদায়িকা। পুনঃ কীদৃশী বেদবাহূজ্জ্বলাঙ্গী বেদৈশ্চতুর্ভির্বাহুভিরুজ্জ্বলানি অঙ্গানি যস্যাস্তাদৃশী চতুর্ভুজা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী শ্যামা সুবর্ণবর্ণা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা। পুনঃ কীদৃশী পীতাম্বরাদ্যৈঃ পীতবর্ণবস্ত্রাদিভির্যা বিবিধরচনা নানাপ্রকার-বেশবিন্যাসঃ তয়া অলঙ্কৃতা ভূষিতা। পুনঃ কীদৃশী মত্তং হর্ষযুক্তং চিত্তং যস্যাস্তাদৃশী। তথা চ মণিপূরপদ্মে চতুর্হস্ত-বিশিষ্টা তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা লাকিনী শক্তিশ্চ বর্ত্ততে। এতন্না-ভিপদ্মং মণিপূরাখ্যকং পদ্মং ধ্যাত্বা সংহৃতৌ জগৎসংহরণে জগৎপালনে চ সুতরাং প্রভবতি সম্যক্প্রকারেণ অধিকারী ভবতি সাধক ইতি শেষঃ। তস্য আননাব্জে মুখপদ্মে বাণী নিরন্তরং বিলসতি বিলাসং করোতি। বাণী কীদৃশী জ্ঞান-সন্দোহলক্ষ্মীঃ জ্ঞানসমূহ এব লক্ষ্মী শোভা যস্যাস্তাদৃশী॥ ২২॥

ষট
চক্র
শীতা
মাতৃকা
বালা
কালী
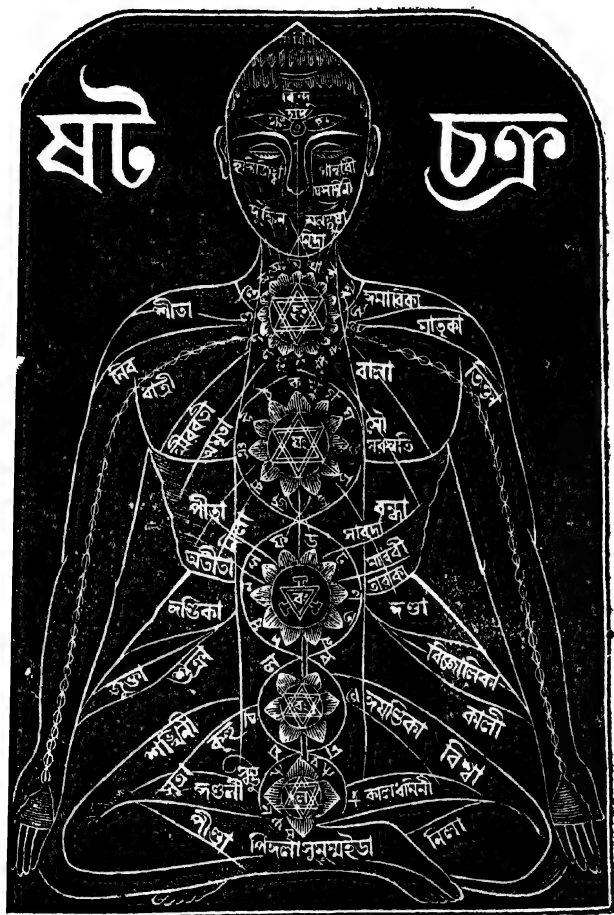
এই ত্রিকোণমণ্ডলে সর্ব্বমঙ্গলকারিণী, চতুর্ব্বাহু দ্বারা শোভমানা, শ্যামবর্ণা, (তপ্তস্বর্ণবর্ণা) * পীতাম্বরাদি বিবিধ বেশবিন্যাসে সমলঙ্কৃতা ও মত্তচিত্তা (প্রফুল্লচিত্তা) লাকিনী শক্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। (অর্থাৎ এই ত্রিকোণে যে শক্তি বিদ্যমান আছেন, তাঁহার নাম লাকিনী দেবী. তিনি সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী, চতুর্ভুজা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পীতাম্বরধারিণী, বিবিধ বিভূষণে বিভূষিতা ও নিরন্তর হৃষ্টচিত্তা।) যে সাধক এই নাভিপদ্মকে ভাবনা করে, সে ব্যক্তি জগৎপালনে বা জগৎ-সংহারে সম্যক্ সক্ষম হইয়া থাকে এবং তদীয় বদনকমলে নিরন্তর জ্ঞানশোভাত্মিকা বাগ্‌দেবী অধিষ্ঠান করেন সন্দেহ নাই। ২২

ইতি মণিপূরপদ্ম বর্ণন।

অথ অনাহতপদ্মং।

তস্যোর্দ্ধে হৃদি পঙ্কজং সুললিতং বন্ধূককান্ত্যুজ্জ্বলং,
কাদ্যৈর্দ্বাদশবর্ণকৈরুপহৃতং সিন্দূররাগাঙ্কিতৈঃ।
নাম্নানাহতসংজ্ঞকং সুরতরুং বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং,
বায়োর্মণ্ডলমত্র ধূমসদৃশং ষট্‌কোণশোভান্বিতং ॥২৩

---

* শ্যামা।—শ্যামাশব্দে অনেকে কৃষ্ণবর্ণা বিবেচনা করিতে পারেন, বস্তুতঃ তাহা নহে। শ্যামা শব্দে তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে ইহার প্রমাণও আছে, যথা—
" তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা। "

তস্যোর্দ্ধে ইতি। তস্য নাভিপদ্মস্য ঊর্দ্ধে উপরিদেশে হৃদয়মধ্যে নাম্না করণভূতেন অনাহতসংজ্ঞকং অনাহতাখ্যং পদ্মং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং বন্ধূককাঙ্ক্যুজ্জ্বলং বন্ধূকস্যেব যা কান্তিস্তয়া উজ্জ্বলং বন্ধূকপুষ্পমিব রক্তবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং কাদ্যৈঃ কাদিঠান্তৈঃ ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ইত্যেতৈঃ দ্বাদশবর্ণৈরুপহৃতং যুক্তং কীদৃশৈঃ সিন্দূররাগাঞ্চিতৈঃ সিন্দূরস্যেব যো রাগঃ রক্তিমা তেনাঞ্চিতৈর্যুক্তৈঃ সিন্দূরবর্ণৈরিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং সুরতরুং কল্পবৃক্ষস্বরূপং প্রকৃতকল্পবৃক্ষবাঞ্ছিতং দদাতি তস্য পুনস্তস্মাদপ্যধিকদাতৃত্ববোধনায় বিশেষণমাহ বাঞ্ছাতিরিক্তপ্রদং বাঞ্ছায়াঃ যৎ অধিকং তদপি দদাতীত্যর্থঃ। যদ্বা বাঞ্ছায়াঃ অতিরিক্তং অধিকং যদধিকা বাঞ্ছা নাস্তি সা মোক্ষমিতি যাবৎ তৎ দদাতি।অনাহতপদ্মে ষট্‌কোণশোভান্বিতং ষট্‌কোণাকারং বায়োর্মণ্ডলং চিন্তয়েৎ। মণ্ডলং কীদৃশং ধূমসদৃশং ধূম্রবর্ণং ॥২৩

অনন্তর অনাহত নামক পদ্ম বর্ণিত হইতেছে।—নাভিপদ্মের ঊর্দ্ধভাগে হৃদয়ে বন্ধূককুসুমবৎ লোহিতবর্ণ, সিন্দূররাগাঞ্চিত ককারাদি দ্বাদশবর্ণযুক্ত, কল্পতরু সদৃশ, বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলপ্রদ অনাহতসংজ্ঞক একটী সুললিত পদ্ম আছে। সেই পদ্মে ধূমসদৃশ, ষট্‌কোণান্বিত বায়ুমণ্ডল বিরাজমান। অর্থাৎ মণিপূর নামক নাভিপদ্মের ঊর্দ্ধে হৃদয়প্রদেশে বন্ধূকপুষ্পের ন্যায় অরুণবর্ণ একটী দ্বাদশদলবিশিষ্ট পদ্ম বিরাজমান আছে, ইহারই নাম অনাহত পদ্ম। এই পদ্ম দ্বাদশটী দলে সমাযুক্ত, সেই দ্বাদশদলে যথাক্রমে ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশটী বর্ণ সন্নিবেশিত আছে।

ঐ সমস্ত বর্ণ সিন্দূরবৎ শোণিতবর্ণ। এই পদ্ম কল্পতরুস্বরূপ এবং উহা দ্বারা অভিলাষাতিরিক্ত ফল অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে। এই পদ্মাভ্যন্তরে বায়ুমণ্ডল বিরাজমান আছে, ঐ মণ্ডল ধূম্রবর্ণ ও ষট্‌কোণসমন্বিত। সাধক ব্যক্তি অনাহত পদ্মকে এইরূপে ভাবনা করিবে। ২৩

তন্মধ্যে পবনাক্ষরঞ্চ মধুরং ধূমাবলীধূসরং,
ধ্যায়েৎ পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং পরং
তন্মধ্যে করুণানিধানমমলং হংসাভমীশাভিধং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিদধল্লোকত্রয়াণামপি ॥ ২৪

তন্মধ্যে ইতি। তস্য ষট্‌কোণমধ্যে পবনাক্ষরং যংবীজং ধ্যায়েৎ। কীদৃশং মধুরং মাধুর্য্যবিশিষ্টং। পুনঃ কীদৃশং ধূমাবলীধূসরং ধূমসমূহসদৃশবর্ণমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং পাণিচতুষ্টয়েন লসিতং যুক্তং। পুনঃ কীদৃশং কৃষ্ণাধিরূঢ়ং কৃষ্ণসারবাহনং। অত্রাপি বীজস্য হস্তবত্তা বাহনবত্তা চ পূর্ব্ববদনুমেয়া। পুনঃ কীদৃশং পরং শ্রেষ্ঠং। তন্মধ্যে ষট্‌কোণমধ্যে করুণানিধানং করুণাময়ং অমলং হংসাভং শুক্লবর্ণং ঈশাভিধং ঈশনামানং শিবং ধ্যায়েৎ চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং লোকত্রয়াণামপি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালস্থজনানামপি অভয়ং বরঞ্চ বিদধৎ বিধানং কুর্ব্বৎ। ২৪ ॥

সেই ষট্‌কোণমধ্যে মধুর, (মাধুর্য্যবিশিষ্ট) ধূমাবলী ধূসর, (ধূম্রপুঞ্জবৎ বর্ণবিশিষ্ট) পাণিচতুষ্টয়যুক্ত কৃষ্ণাধিরূঢ়, (কৃষ্ণসারবাহন) শ্রেষ্ঠ পবনাক্ষরকে (যংবীজকে) চিন্তা করিবে এবং উক্ত ষট্‌কোণমধ্যে করুণানিধান, অমল, হংসাভ, (শুভ্রবর্ণ) ত্রিভুবনের অভয়প্রদ ও বরদাতা ঈশ

নাসাশিরকে ধ্যান করিতে হয়। অর্থাৎ এই অনাহত নামক পদ্মের ষট্‌কোণমধ্যে "যং" এই বায়ুবীজকে চিন্তা করিবে। এই বীজ ধূম্রবর্ণ, মাধুর্য্যসম্পন্ন, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারাধিরূঢ়, ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আর ঐ ষট্‌কোণমধ্যে ঈশান নামক শিবকেও এইরূপ ভাবনা করিবে যে, তিনি করুণার একমাত্র নিধান, বিমল, শুভ্রবর্ণ এবং তিনি হস্তদ্বয় দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকবাসী জীবকুলের প্রতি অভয় ও বরদান করিতেছেন। ২৪

অত্রাস্তে খলু কাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা,
সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা হিতকরী যোগান্বিতানাং মুদা।
হস্তৈঃ পাশকপালখট্টাঙ্গবরান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং,
মত্তা পূর্ণসুধারসার্দ্র হৃদয়া কঙ্কালমালাধরা॥ ২৫

অত্র ইতি। অত্র অনাহতাখ্যে পদ্মে খলু নিশ্চিতং কাকিনী শক্তিরাস্তে তিষ্ঠতি। কীদৃশী নবতড়িৎপীতা নির্ম্মলবিদ্যুদিব পীতবর্ণা। পুনঃ কীদৃশী ত্রিনেত্রা ত্রিনয়না। পুনঃ কীদৃশী শুভা মঙ্গলদায়িকা। পুনঃ কীদৃশী সর্ব্বালঙ্করণান্বিতা সর্ব্বালঙ্কারযুক্তা। পুনঃ কীদৃশী মুদা হর্ষেণ যোগান্বিতানাং যোগিজনানাং সম্যক্ প্রকারেণ হিতকারিণী। পুনঃ কীদৃশী হস্তৈর্হস্তচতুষ্টয়েন পাশকপালখট্টাঙ্গবরান্ পাশকপালখট্টাঙ্গশ্রেষ্ঠান্ অভয়ঞ্চ সংবিভ্রতী। পুনঃ কীদৃশী মত্তা হর্ষবিশিষ্টা। পুনঃ কীদৃশী পূর্ণসুধারসার্দ্র হৃদয়া পূর্ণসুধারসেন সংপূর্ণা অমৃতরসেনার্দ্রং স্নিগ্ধং হৃদয়ং যস্যাস্তাদৃশী অমৃতময়-

হৃদয়া ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী কঙ্কালমালাধরা অস্থি-মালাধারিণী॥ ২৫॥

এই পদ্মে নির্ম্মলবিদ্যুদ্বৎ পীতবর্ণা, ত্রিনয়না, মঙ্গলকারিণী, বিবিধ ভূষণে সমলঙ্কৃতা, সানন্দে যোগীজনের হিত-কারিণী, করচতুষ্টয় দ্বারা পাশ কপাল খট্টাঙ্গ ও অভয়-ধারিণী, সদানন্দময়ী, অমৃতময়হৃদয়া, কঙ্কালমালাধারিণী কাকিনী নাম্নী শক্তি বিরাজমানা রহিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্য সমাধা হয় না। সুতরাং সাধক এইরূপ ভাবনা করিবে যে,এই অনা-হত নামক পদ্মে কাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি নির্ম্মল সৌদামিনীবৎ পীতবর্ণা, শুভকারিণী, নানারূপ অলঙ্কারে সমলঙ্কৃতা, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তা, যোগি-জনের মঙ্গলকারিণী, চতুর্ভুজা, আনন্দে উন্মত্তা ও কঙ্কাল-মালাধারিণী। তাঁহার হস্তচতুষ্টয়ে পাশ কপাল খট্টাঙ্গ ও অভয় বিরাজমান রহিয়াছে, তদীয় হৃদয় সর্ব্বদা অমৃত-রসে স্নিগ্ধ। ২৫

এতন্নীরজকর্ণিকান্তরলসংশক্তিস্ত্রিকোণাভিধা,
বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলবপুঃ সাস্তে তদন্তর্গতা
বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি কনকাকারাঙ্গরাগো-
জ্জ্বলঃ,
মৌলৌ সূক্ষ্মবিভেদযুঙ্মণিরিব প্রোল্লাসলক্ষ্ম্যালয়ঃ॥ ২৬

এতদিতি। এতন্নীরজকর্ণিকান্তরলসৎশক্তিঃ এতন্নীর-

জস্য অনাহতপদ্মস্য যা কর্ণিকা তস্যা অন্তরে লসন্তী বিলসন্তী বিলাসং করোতি তাদৃশী চাসৌ শক্তিশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। সা তথা ত্রিকোণাভিধা ত্রিকোণাখ্যা শক্তিঃ অস্তীতি শেষঃ। অনাহতকর্ণিকামধ্যে ত্রিকোণা বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তদন্তর্গতা তস্যা ত্রিকোণাভিধায়া অন্তর্গতা সা প্রসিদ্ধা শক্তিরাস্তে। কীদৃশী বিদ্যুৎকোটিসমানকোমলবপুঃ বিদ্যুৎকোটিতুল্যং কোমলং বপুর্যস্যাস্তাদৃশী। বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গোঽপি বাণনামা শিবোঽপি ন কেবলং প্রসিদ্ধা শক্তিস্তদন্তর্গতা কিন্তু বাণাখ্যঃ শিবলিঙ্গকোঽপি তদন্তর্গত ইতি পরমার্থঃ। শিবলিঙ্গকঃ কীদৃশঃ কনকাকাররাঙ্গরাগোজ্জ্বলঃ কনকাকারঃ স্বর্ণবর্ণঃ যোঽঙ্গরাগঃ তেন উজ্জ্বলো দীপ্তিবিশিষ্টঃ। পুনঃ কীদৃশঃ মৌলৌ উপরিদেশে সূক্ষ্মবিভেদং সূক্ষ্মছিদ্রং যুণক্তি ইতি ক্বিপ্‌ সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। ইদৃশমণিরিব যথা মণীনাং উপরি সূক্ষ্মছিদ্রং তথা সোঽপি ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রোল্লাসলক্ষ্যালয়ঃ প্রকর্ষেণ উল্লাসবিশিষ্টা যা লক্ষ্মীঃ অতিশয়শোভা তস্যা আলয় ইত্যর্থঃ। তথা চ হৃদয়দেশে বন্ধূকপুষ্পতুল্যরক্তবর্ণসিন্দূরবর্ণং ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ইতি দ্বাদশবর্ণবিশিষ্ট—দ্বাদশপত্র—বিশিষ্টং অনাহতপদ্মং তত্র পদ্মে ধূম্রবর্ণং ষট্‌কোণাকারং বায়ুমণ্ডলং ষটকোণমধ্যে ধূম্রবর্ণং যংবীজং চতুর্হস্তং কৃষ্ণমৃগবাহনং তন্মধ্যে হস্তদ্বয়বিশিষ্টশুক্লবর্ণ ঈশঃ চতুর্হস্তা বিদ্যুদাকারা কাকিনী শক্তিশ্চ। এতৎপদ্মস্য কর্ণিকামধ্যে সা প্রসিদ্ধা বিদ্যুদ্বর্ণা ত্রিনেত্রা শক্তিঃ বাণনামা শিবশ্চ বর্ত্ততে ইতি বাক্যার্থঃ। ২৬॥

এই অনাহতপদ্মের কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুৎকোটি সদৃশ কোমলাঙ্গী ত্রিকোণা নাম্নী শক্তি এবং স্বর্ণবর্ণ অঙ্গরাগ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, উপরিভাগে সূক্ষ্মছিদ্রবিশিষ্ট মণির সদৃশ সমুল্লসিত শোভার আধারস্বরূপ বাণাখ্য শিবলিঙ্গও বিরাজিত আছেন। অর্থাৎ এই অনাহতপদ্মের কর্ণিকা-ভ্যন্তরে ত্রিকোণা নাম্নী একটী শক্তি ও বাণ নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত আছেন। সেই শক্তি বিদ্যুৎকোটি সদৃশ কোমলাঙ্গ এবং সেই শিবলিঙ্গ শোভার একমাত্র আধার, তদীয় অঙ্গ স্বর্ণবর্ণ অঙ্গরাগে সমুদ্ভাসিত আর মণির উপরিভাগে যেরূপ সূক্ষ্মছিদ্র থাকে, তাঁহার মৌলিপ্রদেশও সেইরূপ ছিদ্র-সম্পন্ন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, হৃৎপ্রদেশে বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ, দ্বাদশাক্ষরবিশিষ্ট দ্বাদশদলযুক্ত অনাহত নামক পদ্ম অধিষ্ঠিত আছে। সেই পদ্মে ধূম্রসদৃশ ষট্‌কোণান্বিত বায়ুমণ্ডল, ষট্‌কোণের মধ্যে ধূম্রবর্ণ, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারারূঢ় যংবীজ, তন্মধ্যে দ্বিভুজ শ্বেতবর্ণ ঈশান ও চতুর্হস্তা তড়িদ্বর্ণা কাকিনী শক্তি এবং পদ্মকর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রিকোণা নাম্নী তড়িদ্বর্ণা শক্তি ও বাণাখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজ-মান আছেন। সাধক এইরূপ ভাবনা করিবে। ২৬

ধ্যায়েদ্‌যো হৃদি পঙ্কজং সুরতরুং শর্ব্বস্য পীঠালয়ং,
ভানোর্মণ্ডলমণ্ডিতান্তরলসৎকিঞ্জল্কশোভাধরং,
দেবস্যানিলহীনদীপকলিকাহংসেন সংশোভিতং
বাচামীশ্বর ঈশ্বরোঽপি জগতীরক্ষাবিনাশক্ষমঃ ॥২৭

ধ্যায়েদিতি। যো জন এবম্ভূতং পঙ্কজং অনাহতং পদ্মং হৃদি ধ্যায়েৎ স জনঃ বাচাং ঈশ্বরঃ বৃহস্পতিতুল্যো ভবতি স জন ঈশ্বরোঽপি সন্‌ জগত্যাঃ স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালানাং রক্ষণে নাশে চ ক্ষমো যোগ্যো ভবতি। প্রকৃত-ঈশ্বরো হরঃ সংসারনাশকরণে নিযুক্তঃ হররূপেণ ইত্যাদি দর্শনাৎ। এতজ্‌জ্ঞানপ্রভবো হরঃ পুনর্জ্জগৎরক্ষণেঽপি ক্ষম ইত্যাশ্চর্য্যং ঈশ্বরোঽপি ইত্যত্রাপরাশয়ঃ। যদ্বা ন কেবলং বাচামীশ্বরঃ জগতামপি ঈশ্বর ইতি ব্যাখ্যাশয়েনান্বয়ঃ। কীদৃশঃ রক্ষা-বিনাশক্ষমঃ যথা যো জন এতৎ পদ্মং ধ্যায়েৎ স জগতাং রক্ষাবিনাশক্ষম ঈশ্বরো ভবতি অপিশব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থে রুচ্যর্থেঽয়ং ভাবঃ। ঈশ্বরোঽধিকারী ভবতি সোঽবশ্যং সৃজতি চ এতেন জগৎসৃষ্টিকর্ত্তৃত্বং রক্ষাপদেন পালনকর্ত্তৃত্বং বিনাশপদেন সংহারকর্ত্তৃত্বঞ্চ লব্ধং। তথা চ এতৎপদ্মধ্যানাৎ সৃষ্টি স্থিতি—প্রলয়কর্ত্তা ভবতীতি বাক্যার্থঃ। পঙ্কজং কীদৃশং সুরতরুং কল্পবৃক্ষতুল্যং অভীষ্টসম্পাদকত্বাদিতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশং দেবস্য ক্রীড়নশীলস্য শর্ব্বস্য শিবস্য পীঠালয়ং নিবাসস্থানং। পুনঃ কীদৃশং অনিলহীনদীপশিখা-কারহংসেন জীবাত্মনা সংশোভিতং যুক্তং। পুনঃ কীদৃশং ভানোঃ সূর্য্যস্য মণ্ডলেন মণ্ডিতং ভূষিতং অন্তরং মধ্যস্থানং তত্র লসন্‌ যঃ কিঞ্জল্কস্তস্য শোভাবিশিষ্টং। কেচিত্তু হৃদি দ্বাদশদলপদ্মাভ্যন্তরে অন্যৎ গুপ্তং অষ্টদলপদ্মং বদন্তি। তৎপদ্মং সুরতরুঃ কল্পতরুস্বরূপং। পুনঃ কীদৃশং শর্ব্বস্য শিবস্য দেবস্য চ পীঠালয়ং বাসস্থানং। পুনঃ কীদৃশং হংস-রূপীজীবাত্মনা সংশোভিতং অধিষ্ঠিতং। পুনঃ কীদৃশং

সূর্য্যমণ্ডলবৎ প্রভাসম্পন্নং। যো জন এতৎ পদ্মং ধ্যায়েৎ সঃ উক্তং ফলং লভতে॥ ২৭

ইতি অনাহতপদ্মং।

অনাহতপদ্ম ধ্যান করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে। — যে ব্যক্তি কল্পতরুস্বরূপ, দেবদেব শিবের আবাসভূমি, অনিলহীন দীপশিখার ন্যায় জীবাত্মা দ্বারা সংশোভিত, সূর্য্যমণ্ডলমণ্ডিত-মধ্যস্থলস্থ কিঞ্জল্কের শোভাবিশিষ্ট এই অনাহত পদ্মকে হৃদয়দেশে চিন্তা করে, সে ব্যক্তি বৃহস্পতিসদৃশ হয় এবং জগতের রক্ষা ও বিনাশ সাধনে তাহার শক্তি জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ এই অনাহত নামক পদ্ম বায়ুশূন্য দীপশিখার ন্যায় জীবাত্মা দ্বারা পরিশোভিত, (জীবাত্মা বায়ুহীন স্থানস্থ দীপশিখার ন্যায় স্থিরভাবে এই স্থানে অবস্থিত আছেন।) ভাস্কর-মণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, কল্পবৃক্ষের ন্যায় যাবতীয় অভিলষিতসাধক এবং এই স্থান ক্রীড়নশীল শিবের আবাস-ভূমি। যে ব্যক্তি এই অনাহতপদ্মকে এইরূপে চিন্তা করেন, তিনি বাক্‌পতির সদৃশ হন এবং জগতের স্থিতি-সংহারে তাঁহার বিলক্ষণ সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে। ২৭ *

---

* কেহ কেহ এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, হৃৎ-প্রদেশস্থ দ্বাদশদল পদ্মের মধ্যে আর একটী গুপ্ত পদ্ম বিরাজিত আছে, উহা অষ্টদলে বিভূষিত। সেই পদ্ম কল্পবৃক্ষস্বরূপ, সেই সুরতরুর মূলদেশে শিবাদি সুরগণ অবস্থিতি করিয়া থাকেন এবং তাহাতে হংসরূপী জীবাত্মা

যোগীশো ভবতি প্রিয়াৎ প্রিয়তমঃ কান্তাকুল-
স্যানিশং,
জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জিতেন্দ্রিয়গণো ধ্যানাবঃ
ধানে ক্ষমঃ।
গদ্যৈঃ পদ্যৈঃ পদাদিভিশ্চ সততং কাব্যাম্বুধারাবহঃ
লক্ষ্মীরঙ্গনদৈবতং পরপুরে শক্তঃ প্রবেষ্টুং ক্ষণাৎ॥

যোগীশ ইতি। যো জন এতৎ পদ্মং ধ্যায়েৎ ইতি পূর্ব্বেণানুসঙ্গঃ স জনঃ যোগীশো যোগীশ্রেষ্ঠো ভবতি অনিশং নিরন্তরং কান্তাকুলস্য যোষিল্লোকস্য প্রিয়াৎ স্বামিনঃ প্রিয়তমো ভবতি জ্ঞানীশোঽপি কৃতী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠো ভবতি। কীদৃশঃ জিতেন্দ্রিয়গণঃ জিত ইন্দ্রিয়গণো যেন তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ধ্যানাবধানে ক্ষমঃ ধ্যানকরণে যোগ্যঃ। পুনঃ কীদৃশঃ গদ্যৈঃ অনুপ্রাসাদিদ্ধসমুদ্ভূতবাক্যৈঃ পদ্যপদাদিভিশ্চ শ্লোকপদাদিভিশ্চ করণভূতৈঃ সততং নিরন্তরং কাব্যাম্বুধারাবহঃ কবিস্বরূপামৃতধারাবহঃ বিলক্ষণকাব্যবক্তেত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ লক্ষ্ম্যা রঙ্গনং ক্রীড়নং যেন তদ্দৈবতং নারায়ণস্তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ। তথা চ এতৎপদ্মধ্যানাৎ নারায়ণো ভবতীতি ভাবঃ। যদ্যপি জনবিশেষণতয়া দৈবতমিত্যস্য পুংস্ত্বং ভবিতুমর্হতি তথাপি

অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। সেই জীবাত্মাকে অভীষ্টদেবের ন্যায় চিন্তা করিতে হয়, তাহা হইলেই সাধক উপরোক্ত মহাফলসমূহ লাভ করিতে পারেন।

অজহল্লিঙ্গত্বাৎ নপুংসকত্বং। ক্ষণাৎ তৎক্ষণাৎ পরশরীরে প্রবেষ্টুং প্রবেশং কর্ত্তুং শক্তো ভবতীতি শেষঃ ॥২৮॥

যে ব্যক্তি এই অনাহত পদ্মের চিন্তা করেন, তিনি যোগীশ্বর হন, সর্ব্বদা কান্তাকুলের নিকট তাহাদিগের স্ব স্ব পতি অপেক্ষাও প্রিয়তম হইয়া থাকেন অর্থাৎ কামিনীরা নিজ নিজ পতি অপেক্ষাও তাঁহাকে সমধিক ভাল বাসেন, সেই সাধক জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, কৃতী, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানাবধানে সক্ষম, গদ্যপদ্যাদি পদ দ্বারা কাবতারচনায় পারদর্শী এবং নারায়ণ সদৃশ হইতে পারে, আর পরশরীরপ্রবেশে তাঁহার শক্তি সঞ্জাত হইয়া থাকে। ২৮

ইতি অনাহতপদ্ম বর্ণন।

অথ বিশুদ্ধাখ্যপদ্মং।

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সররিজমমলং ধূমধূম্রাভভাসং,
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দলপরিলসিতৈর্দীপিতং দীপবুদ্ধেঃ।
সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং
হিমচ্ছায়ানাগোপরিলসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য
ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ শোভিতাঙ্গস্য তস্য,
মনোরক্ষে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহো হিমাভঃ।

ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো লসিতদশভুজো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্ব-
রাঢ্যঃ।
সদা পূর্ব্বো দেবঃ শিব ইতি সমাখ্যানসিদ্ধ-
প্রসিদ্ধঃ॥ ৩৭

বিশুদ্ধাখ্যমিতি। কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং বিশুদ্ধনামকং সরসিজং পদ্মং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং ধূমধূম্রাভভাসং অতিশয়ধূম্রবর্ণা ভা দীপ্তির্যস্য তাদৃশং। পুনঃ কীদৃশং দলপরিলসিতৈঃ ষোড়শপত্রস্থিতৈঃ শোণৈঃ রক্তবর্ণৈঃ সর্ব্বৈঃ স্বরৈঃ অ আ ইত্যাদি ষোড়শৈঃ স্বরৈঃ দীপিতং যুক্তং। অথ এতৎপদ্মে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং পূর্ণচন্দ্রসদৃশাকাশমণ্ডলং আস্তে। কীদৃশং বৃত্তরূপং বর্ত্তুলাকারং অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্যস্থিতস্য এবম্ভূতস্য প্রসিদ্ধস্য মনোরঙ্কে ক্রোড়ে এবম্ভূতো দেবো নিত্যং নিবসতি ইত্যুত্তরশ্লোকেনান্বয়ঃ। মনোঃ কীদৃশস্য দীপবুদ্ধেঃ দীপবৎ নির্ম্মলতয়া সাদৃশ্যং নির্ম্মলা বুদ্ধির্জ্ঞানং যস্মাত্তাদৃশস্য নির্ম্মলজ্ঞানদানবিশিষ্টস্যেত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশস্য হিমচ্ছায়া-নাগোপরি-লসিত-তনোঃ হিমসদৃশ—নাগোপরি শুক্লবর্ণ-হস্ত্যুপরি লসিতা দীপ্তা তনুর্যস্য তাদৃশস্য হিমচ্ছায়া হিমপ্রতিবিম্বঃ হিমচ্ছায়া ইব যো নাগঃ শুক্লবর্ণগজস্তদুপরীত্যর্থঃ। যদ্বা হিমস্যেব ছায়া যস্য অসৌ হিমচ্ছায়ঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যতয়া হিমচ্ছায়াশব্দস্য ন হ্রস্বত্বং। পুনঃ কীদৃশস্য শুক্লবর্ণাম্বরস্য শুক্লবর্ণং অম্বরং বস্ত্রং যস্য তাদৃশস্য। ভুজৈরিতি। মনোঃ কীদৃশস্য এবম্ভূতৈশ্চতুর্ভিস্তৈঃ শোভিতং অঙ্গং যস্য তাদৃশস্য। ভুজৈঃ কীদৃশৈঃ পাশাভী-

ত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ পাশশ্চ অভীতিশ্চ অঙ্কুশশ্চ বরশ্চ তৈর্যুক্তৈঃ। তথা চ পাশাভীত্যঙ্কুশবরা এতচ্চতুষ্টয়বিশিষ্ট-চতুর্হস্তযুক্তস্যেত্যর্থঃ। দেবঃ কীদৃশঃ গিরিজাভিন্নদেহঃ গিরিজায়াঃ পার্ব্বত্যাঃ অভিন্নো নির্ব্বিশেষো একো দেহো যস্য তাদৃশঃ শিবশক্ত্যোরভেদাৎ। তথা চ শিবশক্তিভ্যাং অভেদেনৈকশরীরমাশ্রিত্য তত্র স্থিত ইত্যর্থঃ। যদ্বা গিরি-জায়াঃ পার্ব্বত্যা ভিন্নসম্বন্ধো দেহো বামদেহঃ শরীরবাম-ভাগো যস্য তাদৃশঃ শক্তের্ব্বামাদিব্যবস্থানাৎ দেহশক্ত্যা দেহৈকদেশে বর্ত্তমানত্বাচ্চ। পুনঃ কীদৃশঃ হিমাভঃ শুক্লবর্ণঃ পুনঃ কীদৃশঃ ত্রিনেত্রঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পঞ্চাস্যঃ পঞ্চমুখঃ। পুনঃ কীদৃশঃ লসিতদশভুজঃ লসিতা মনোরমা দশভুজা দশহস্তা যস্য তাদৃশঃ দশহস্তবিশিষ্টঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ ব্যাঘ্রচর্ম্ম অম্বরং বস্ত্রং তেনাঢ্যঃ যুক্তঃ ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশঃ শিব ইতি যৎ সমাখ্যানং যন্নাম তদেব সিদ্ধপ্রসিদ্ধঃ অতিশয়প্রসিদ্ধো যস্য তাদৃশঃ সদাশিব ইতি যাবৎ॥ ২৯—৩০॥

এক্ষণে বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কথিত হইতেছে। — অনন্তর কণ্ঠপ্রদেশে বিশুদ্ধাখ্য ষোড়শদলসমন্বিত পদ্ম চিন্তা করিবে। এই পদ্ম ধূম্রবর্ণ আর ইহার ষোড়শসংখ্যক দলে ক্রমান্বয়ে অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোলটী স্বর সন্নিবেশিত আছে, এই অকারাদি ষোড়শ স্বর লোহিতবর্ণ। এই পদ্ম গগনমণ্ডলে বিরাজিত আছে, ঐ মণ্ডলে পূর্ণচন্দ্রমাবৎ বৃত্তাকার, উল্লিখিত হকারাত্মক আকাশ-চক্র হিমচ্ছায়াবৎ শ্বেতবারণোপরি সমারূঢ়, শুভ্রবর্ণ এবং

পাশ অঙ্কুশ অভয় ও বরধারী করচতুষ্টয়ে সমলঙ্কৃত। এই চক্রের [অঙ্কপ্রদেশে গৌরীর অর্দ্ধাঙ্গহারী দেবদেব সদাশিব সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি দশহস্ত, দ্বীপিচর্ম্মাম্বর, পঞ্চমুখ ও ত্রিনেত্র। ২৯-৩০

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী—
পীতবস্ত্রা,
শরঞ্চাপং পাশং শৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ।
সুধাংশোঃ সংপূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণি-
কায়াং,
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশীলশুদ্ধেন্দ্রিয়স্য ॥৩১

সুধেতি। কমলে প্রস্তুতত্বাৎ বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে শাকিনী শক্তির্নিবসতি। কীদৃশী শুদ্ধা শুক্লবর্ণা। পুনঃ কীদৃশী চতুর্ভির্হস্তপদ্মৈঃ করণভূতৈঃ শরঞ্চাপং শৃণিং অঙ্কুশমপি দধতী বাণধনুঃপাশাঙ্কুশবিশিষ্টহস্তচতুষ্টয়বতীত্যর্থঃ। অর্থাৎ বিশুদ্ধাখ্যপদ্মস্য কর্ণিকায়াং সুধাংশোশ্চন্দ্রস্য মণ্ডলং সংপূর্ণং বর্ত্ততে। কীদৃশং শশপরিরহিতং শশরূপকলঙ্করহিতং। পুনঃ কীদৃশং এবম্ভূতজনস্য মহামোক্ষদ্বারং মহামোক্ষং নির্ব্বাণং তস্য দ্বারং বর্ত্ম। কীদৃশস্য শ্রিয়ং লক্ষ্মীমভিমতশীলস্য লক্ষ্মীযুক্তস্য। পুনঃ কিম্ভূতস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য জিতেন্দ্রিয়স্য ॥ ৩১

এই বিশুদ্ধ নামক পদ্মে কেবল যে দেবদেব সদাশিব বিরাজিত আছেন, এমন নহে। শাকিনী নাম্নী শক্তিও এই পদ্মে অধিষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার পরিধান পীতাম্বর,

তিনি শশাঙ্কসম্বন্ধীয় সুধাপানে নিরন্তর প্রফুল্লচিত্তা ও চতুর্হস্তা। তদীয় চারি করে যথাক্রমে বাণ, ধনুঃ, পাশ ও অঙ্কুশ বিরাজমান রহিয়াছে। এই বিশুদ্ধপদ্মের কর্ণিকামধ্যে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ শশাঙ্কমণ্ডল শোভা পাইতেছে। যাহারা শ্রীমান্ ও জিতেন্দ্রিয়, এই চন্দ্রমণ্ডল তাহাদিগের মুক্তির দ্বারস্বরূপ। ৩১

ইহ স্থানে চিত্তং নিরবধি নিধায়াত্তপবনো,
যদি ক্রুদ্ধো যোগী চলয়তি সমস্তং ত্রিভুবনং।
ন চ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্ন চ হরিহরো নৈব খমণি-
স্তদীয়ং মসামর্থ্যং শময়িতুমলং নাপি গণপঃ॥

ইহ স্থান ইতি। ইহস্থানে বিশুদ্ধাখ্যপদ্মে নিরবধি প্রতিক্ষণং চিত্তং মনো নিধায় সম্বধ্য আত্তপমনঃ গৃহীতবায়ুঃ সন্ কুম্ভকং কৃত্বা ইতি যাবৎ। যোগীজনো যদি ক্রুদ্ধো ভবতি তদা সমস্তং ত্রিভুবনং চলয়তি। তদীয়ং সামর্থ্যং যোগেন এতাদৃশত্রিভুবনচালনবলং শময়িতুং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুঃ পালনকর্ত্তা হরিহরো হরিহরাত্মক ঈশ্বরঃ খমণিঃ সূর্য্যঃ গণপঃ গণেশঃ এতে নালং ন সমর্থা ইত্যর্থঃ। ৩২

এই বিশুদ্ধনামক পদ্মে নিরন্তর চিত্তনিবেশ পূর্ব্বক কুম্ভকের অনুষ্ঠান করিয়া ক্রোধ প্রদর্শন করিলে সেই যোগী ব্যক্তি ত্রিলোক বিচালিত করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কি ব্রহ্মা, কি হরি কি হরিহরাত্মক ঈশ্বর, কি ভাস্কর, কি গজানন, কেহই সেই যোগীবরের রোষ শান্তি করিতে সক্ষম হইতে পারেন না। ৩২

ইহ স্থানে চিত্তং বিমলমধিনিধায়াত্তসংপূর্ণযোগঃ,
কবির্বাগ্মী জ্ঞানী স ভবতি নিতরাং সাধকঃ
শান্তচেতাঃ।
ত্রিলোকানাং দর্শী সকলহিতকরো রোগশোক-
প্রমুক্তং
শ্চিরঞ্জীবী জীবী নিরবধি বিপদাং ধ্বংসহংস-
প্রকাশঃ॥৩৩

ইতি বিশুদ্ধাখ্যপদ্মং।

ইহস্থানে ইতি। যো জনঃ বিশুদ্ধাখ্যং পদ্মং ধ্যায়েৎ স এবম্ভূতো ভবতি। কীদৃশঃ কবিঃ কাব্যকর্ত্তা। পুনঃ কীদৃশঃ বাগ্মী উত্তমবক্তা। পুনঃ কীদৃশঃ নিতরাং জ্ঞানী অতিশয়-জ্ঞানবান্। পুনঃ কীদৃশঃ শান্তচেতাঃ শান্তং বশীভূতং চেতো যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ ত্রিলোকানাং দর্শী ত্রিলোকজ্ঞো ভবতি। পুনঃ কীদৃশঃ সকলহিতকরঃ। পুনঃ কীদৃশঃ রোগ শোকপ্রমুক্তঃ। স জীবী প্রাণী চিরং যথা স্যাত্তথা জীবিতুং শীলং যস্য তাদৃশঃ সন্ নিরবধি প্রতিক্ষণং বিপদাং ধ্বংসে নাশকরণে হংসস্যেব সূর্য্যস্যেব প্রকাশো যস্য তাদৃশঃ বিপ-দনাশকো ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ কণ্ঠদেশে ধূম্রবর্ণং অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ ইতি ষোড়শস্বরযুক্ত-ষোড়শপত্রবিশিষ্টং বিশুদ্ধনাম পদ্মং বর্ত্ততে। অতএব বর্ত্তুলা-কারং আকাশমণ্ডলং অত্র শুক্লহস্তিবাহনচতুর্হস্তমনুবর্ত্তত মনোঃ ক্রোড়ে পার্ব্বতীসদাশিবাভ্যাং একশরীরমাশ্রিত

স্থিতং অত্র শাকিনী শক্তিঃ নিষ্কলঙ্কচন্দ্রমণ্ডলঞ্চ তদেব মণ্ডলং লক্ষ্মীযুক্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য নির্ব্বাণমার্গং ধ্যাত্বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠো ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৩৩

ইতি বিশুদ্ধাখ্যপদ্মং ।

এই বিশুদ্ধাখ্য কমলে নির্ম্মল মন প্রণিধান করত যোগযুক্ত হইলে অর্থাৎ চিত্তনিবেশ সহকারে বিশুদ্ধাখ্যপদ্মের চিন্তা করিলে সেই যোগী কবিপ্রবর, বাক্‌পটু, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, প্রশান্তমনা, ত্রিভুবনদর্শী, সর্ব্বজনের উপকারী, রোগহীন, শোকহীন ও দীর্ঘজীবী হন এবং ভাস্করদেব যেরূপ তিমিররাশি নিরাস করিয়া থাকেন, সেইরূপ তিনিও বিপদজাল অপসারিত করিয়া থাকেন। এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মবর্ণনের তাৎপর্য্যে বোধগম্য হইতেছে যে, কণ্ঠস্থলে ধূম্রবর্ণ ষোড়শস্বরবর্ণসম্পন্ন ষোড়শদলযুক্ত বিশুদ্ধাখ্য কমল বিদ্যমান আছে। সেই পদ্মে বৃত্তাকার গগনমণ্ডল, সেই মণ্ডলে শুভ্র-গজবাহন, চতুর্হস্ত মন্ত, মন্ত্রর অঙ্কপ্রদেশে একদেহ অবলম্বন করত গৌরী-সদাশিব বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই স্থানে শাকিনী নাম্নী শক্তি ও কলঙ্করহিত শশাঙ্কমণ্ডলও অধিষ্ঠিত আছে, সেই মণ্ডল জিতেন্দ্রিয় মহাত্মার মোক্ষপথস্বরূপ। ৩৩ *

ইতি বিশুদ্ধপদ্মবর্ণন ।

---

* বিশুদ্ধ চক্রের বিষয় স্বয়ং মহেশ্বর এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যথা—

" কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমং ।

অথ আজ্ঞাপদ্মং।

আজ্ঞানামাম্বুজং তদ্ধিমকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং
হক্ষাভ্যাং কেবলাভ্যাং পরিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং
সুশুভ্রং।

সুহেমাভং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতং।
ছগলাণ্ডোঽস্তি সিদ্ধোত্র শাকিনী চাধিদেবতা॥

অর্থাৎ পঞ্চম পদ্ম কণ্ঠপ্রদেশেই অবস্থিত; উহার নাম বিশুদ্ধ চক্র। উহা তপ্তস্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট এবং ষোড়শ দলে সুশোভিত। ঐ ষোড়শদলে ষোড়শ স্বরবর্ণ অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ-বর্ণ সমলঙ্কৃত। এই চক্রে ছগলাণ্ড নামা সিদ্ধলিঙ্গ ও শাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠান করেন।

ধ্যানং করোতি যো নিত্যং স যোগীশ্বরপণ্ডিতঃ।
কিন্তুস্য যোগিনোঽন্যত্র বিশুদ্ধাখ্যে সরোরুহে।
চতুর্ব্বেদা বিভাসন্তে সরহস্যা নিধেরিব॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই বিশুদ্ধ চক্রের ধ্যান করেন, তিনি যোগীশ্বর ও পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। এই পদ্ম চিন্তন করিলে সেই পদ্মমধ্যে সাধক সরহস্য বেদচতুষ্টয়কে নিধি-বৎ সমুদ্ভাসিত দেখিতে পান।

ইহ স্থানে মনো যস্য দৈবাদ্‌যতি লয়ং যদা।
তদা বাহ্যং পরিত্যজ্য সান্তরে রমতে ধ্রুবং॥

যে যোগীর মন এই পদ্মে লয় পায়, তিনি বাহ্যবিষয় সমূহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিজ চিত্তমধ্যেই ক্রীড়া করেন।

তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষট্‌কং দধানা,

বিদ্যামুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥ ৩৪॥

আজ্ঞা ইতি। ভ্রুবোর্মধ্যে তৎ প্রসিদ্ধং আজ্ঞানামাম্বুজং পদ্মং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং হিমকরসদৃশং চন্দ্রতুল্যবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং নেত্রপত্রং হ ক্ষ ইতি বর্ণদ্বয়যুক্তপত্রদ্বয়বিশিষ্টমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং সুশুভ্রং উত্তমশুক্লবর্ণং। তন্মধ্যে তস্য আজ্ঞাচক্রস্য মধ্যে সা প্রসিদ্ধা শশিসমধবলা চন্দ্রতুল্যশুক্লবর্ণা হাকিনী শক্তিরাস্তে। কীদৃশী বক্ত্রষট্‌কং দধানা ষণ্মুখা ইত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী বিদ্যামুদ্রাং জ্ঞানমুদ্রাং কপালং ডমরুং জপবটীং জপমালাং বিভ্রতী এতেন চতুর্হস্তবিশিষ্টা ইতি সূচিতং। পুনঃ কীদৃশী শুদ্ধং নির্ম্মলং চিত্তং যস্যাস্তাদৃশী ॥ ৩৪

অধুনা আজ্ঞাপদ্ম কথিত হইতেছে।— ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে আজ্ঞা নামক আর একটী পদ্ম বিরাজমান আছে, উহা দ্বিদল, চন্দ্রমাবৎ শুক্লবর্ণ, যোগিদিগের ধ্যানস্থলস্বরূপ ও অতীব শুভ্রবর্ণ। ঐ দুইটী দলে যথাক্রমে হ ক্ষ এই বর্ণদ্বয় বিন্যস্ত রহিয়াছে। এই আজ্ঞাখ্য পদ্মের মধ্যে হাকিনী নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি চতুর্ভুজা, শুদ্ধচিত্তা ও ষড়াননা। তাঁহার করচতুষ্টয়ে যথাক্রমে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালা শোভা পাইতেছে। ৩৪

এতৎপদ্মান্তরালে নিবসতি চ মনঃ সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধং
যোনৌ তৎকর্ণিকায়ামিতরশিবপদং লিঙ্গচিহ্ন-প্রকাশং।
বিদ্যুন্মালাবিলাসং পরমকুলপদং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং,
বেদানামাদিবীজং স্থিরতরহৃদয়শ্চিন্তয়েত্তৎ ক্রমেণ॥

এতৎ ইতি। এতৎপদ্মস্য আজ্ঞাচক্রস্যান্তরালে মধ্যে মনো নিবসতি। মনঃ কীদৃশং সূক্ষ্মরূপং প্রসিদ্ধঞ্চ তৎকর্ণিকায়াং তস্যাজ্ঞাচক্রস্য কর্ণিকায়াং ইতরশিবপদং ইতরাখ্যশিবস্থানং চিন্তয়েদিত্যর্থঃ। কীদৃশং লিঙ্গচিহ্নং ইতরাখ্যশিবলিঙ্গচিহ্নং তদেব তেন বা প্রকাশো যস্য তাদৃশং। অনন্তরং পরমকুলপদং পরমশক্তিস্থানং চিন্তয়েদিতি। কীদৃশং বিদ্যুন্মালাবিলাসং বিদ্যুৎসমূহস্যেব বিলাসো দীপ্তির্যস্য তাদৃশং। তদনন্তরং বেদানামাদিবীজং প্রণবং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং ব্রহ্মসূত্রপ্রবোধং ব্রহ্মসূত্রং ব্রহ্মনাড়ী তস্যাঃ প্রবোধো বিকাশো যস্মাত্তাদৃশং। তদেতৎ সর্ব্বং স্থিরতরহৃদয়ঃ অনন্যমনাঃ সন্ ক্রমেণ চিন্তয়েৎ। ক্রমো যথা আদৌ হাকিনীশক্তিস্ততো মনঃ ততঃ কর্ণিকায়াং ইতরাখ্যশিবপদং ততঃ পরমশক্তিস্থানং ততঃ প্রণব ইতি ক্রমেণ চিন্তয়েৎ ইত্যর্থঃ॥ ৩৫

উপরোক্ত দ্বিদল আজ্ঞাখ্য কমলের অভ্যন্তরপ্রদেশে সূক্ষ্মরূপী প্রসিদ্ধ মনঃ অবস্থিতি করিতেছে এবং উহার

যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবলিঙ্গ বিরাজিত রহিয়াছেন। এই লিঙ্গ তড়িন্মালার ন্যায় সমুদ্দীপ্ত হইয়া মানবগণের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রবোধক ও বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রব্যূহের প্রণবস্বরূপ হইয়া রহিয়াছেন। এই হেতু যোগীজনগণ একচিত্তে যথাক্রমে এই কমলস্থিত পদার্থ-সমূহ ধ্যান করিবেন। অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে হাকিনী নাম্নী শক্তি, তৎপরে মনঃ, তদনন্তর কর্ণিকাতে ইতরনামা শিব-লিঙ্গ, সর্ব্বশেষে প্রণব চিন্তা করিতে হয়। ৩৫।

ধ্যানাত্মা সাধকেন্দ্রো ভবতি পরপুরে শীঘ্রগামী মুনীন্দ্রঃ;
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদর্শী সকলহিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা।
অদ্বৈতাচারবাদী বিলসতি পরমাপূর্ব্বসিদ্ধ-প্রসিদ্ধো
দীর্ঘায়ুঃ সোঽপি কর্ত্তা ত্রিভুবনভবনে সংহৃতৌ পালনে বা ॥ ৩৬

চিন্তনফলমাহ ধ্যানাত্মা ইতি। আজ্ঞাপদ্মধ্যানাভিমনাঃ সাধকেন্দ্রঃ সাধকশ্রেষ্ঠঃ পরপুরে পরশরীরে প্রবেশে শীঘ্রগামী ভবতি। স জনঃ মুনীন্দ্রো মুনিশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সমস্তবেত্তা সর্ব্বদর্শনশীলঃ সকলহিতকরঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবেত্তা ভবতি। স জনঃ অদ্বৈতাচারবাদী অবধূতাচারঃ সন্ বিলসতি বিলাসং করোতি। কীদৃশঃ পরমাপূর্ব্বসিদ্ধপ্রসিদ্ধঃ পরমাপূর্ব্ব এব সিদ্ধপ্রসিদ্ধঃ অতিশয়প্রসিদ্ধির্যস্য তাদৃশঃ অয়ং পরমাপূর্ব্ব

ইতি সর্ব্বৈর্ব্যাখ্যায়তে ইতি যাবৎ। সোঽপি সাধকঃ দীর্ঘায়ুঃ সন্ দীর্ঘজীবী ত্রিভুবনভবনে জগৎসৃষ্টিকরণে পালনে বা জগত্ত্রয়পালনে চ কর্ত্তা ভবতি সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়-কর্ত্ত ইত্যর্থঃ। বাশব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থঃ॥ ৩৬

অধুনা এই দ্বিদল পদ্ম ধ্যানের ফল বর্ণিত হইতেছে।—যে যোগী এই দ্বিদলবিশিষ্ট পদ্মের চিন্তা করেন, তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেত্তা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বজনের হিতকারী ও সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিশারদ হইয়া থাকেন; তিনি আশু পরশরীরে প্রবিষ্ট হইবার শক্তি প্রাপ্ত হন; তিনি পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া অদ্বৈতাচারবাদী ও দীর্ঘজীবী হওত ক্রীড়া করেন; এবং সৃষ্টিস্থিতিনিধনে তাঁহার সামর্থ্য সমুৎপন্ন হয়, অর্থাৎ তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্ত্তা শিবের সদৃশ হইয়া থাকেন। ৩৬।

তদন্তশ্চক্রেঽস্মিন্নিবসতি সততং শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা,
প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ।
তদূর্দ্ধে চন্দ্রার্দ্ধস্তদুপরি বিলসদ্বিন্দুরূপী মকার-
স্তদাদ্যে নাদোঽসৌ বলধবলসুধাধারসন্তানহাসী॥

তদন্ত ইতি। অস্মিন্ আজ্ঞানাম্নি চক্রে তদন্তস্য পরম-শক্তিস্থানস্য মধ্যে প্রণববিরচনারূপবর্ণপ্রকাশঃ প্রণববিরচনা-রূপৌ প্রাপ্তসন্ধিকার্য্যৌ যৌ বর্ণৌ অর্থাদকার—উকারয়োঃ প্রকাশো যত্র তাদৃশঃ ওকাররূপ ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ শুদ্ধবুদ্ধান্ত-রাত্মা শুদ্ধঃ শুদ্ধবিশিষ্টঃ বুদ্ধঃ বুদ্ধিবিশিষ্টঃ অন্তরাত্মা যস্য

তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ প্রদীপাভজ্যোতিঃ প্রদীপসদৃশরশ্মিঃ তদূর্দ্ধে তস্য ওকারস্য ঊর্দ্ধে উপরি চন্দ্রার্দ্ধঃ অর্দ্ধচন্দ্র ইত্যর্থঃ। তদুপরি তস্য অর্দ্ধচন্দ্রস্য উপরি বিলসৎবিন্দুরূপী মকারঃ তদাদ্যে বিন্দুপরি অসৌ নাদঃ ধ্বনিরিতি। কীদৃশঃ বলধবল-সুধাধারসন্তানহাসী বলরাম ইব ধবলো বলধবলঃ সুধাধার-সন্তানস্য চন্দ্রসমূহস্য হাসো বিদ্যতে যস্য তাদৃশঃ। বল-ধবলশ্চাসৌ সুধাধারসন্তানহাসী চেতি কর্ম্মধারয়ঃ॥ ৩৭

এই আজ্ঞাখ্য কমলে অন্তশ্চক্রে * শুদ্ধবুদ্ধান্তরাত্মা অর্থাৎ বিশুদ্ধজ্ঞান ও জ্ঞেয় স্বরূপ অন্তরাত্মা বিরাজিত রহিয়াছেন। ঐ অন্তরাত্মা প্রণবাত্মক, (ওঙ্কারাত্মক) ও দীপশিখার সদৃশ। ঐ প্রণবের ঊর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজ করিতেছে এবং তদূর্দ্ধে বিন্দুরূপী মকার শোভা পাইতেছে। ঐ মকারের আদিতে বলদেব সদৃশ শুভ্রবর্ণ শশাঙ্ক সদৃশ নাদ অর্থাৎ শিবলিঙ্গ বিরাজমান রহিয়াছেন, তাঁহার বদন সর্ব্বদা হাস্যে সমলঙ্কৃত। ৩৭।

ইহ স্থানে লীনে সুসুখসদনে চেতসি পুরং,
নিরালম্বাং বদ্ধা পরমগুরুসেবাসুনিরতাং।
সদাভ্যাসাদ্ যোগী পবনসুহৃদাং পশ্যতি কলাং-
স্তুতস্তম্মধ্যান্তঃপ্রবিলসিতরূপানপি সদা॥ ৩৮

ইহ ইতি। ইহ স্থানে উক্তরূপাজ্ঞাখ্যাজ্ঞাচক্রে সুসুখ-

---

* অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রূর ঈষৎ ঊর্দ্ধভাগে।

সদনে পরমসুখময়নিলয়স্বরূপে চেতসি চিত্তে লীনে সতি নিরালম্বাং পুরীং বদ্ধা অন্তরীক্ষস্থাং পুরীং নির্ম্মায় যোগী জনঃ সদাভ্যাসাৎ সদা যোগাভ্যাসাৎ পবনসুহৃদাং অগ্নীনাং কলান্ পশ্যতি। কলান্ কীদৃশান্ তন্মধ্যান্তঃপ্রবিলসিত-রূপান্ তস্য নিরালম্বপূর্য্যা মধ্যাভ্যন্তরে প্রবিলসিতং প্রকর্ষ-বিলাসবিশিষ্টং রূপং যেষাং তান্ সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে ইত্যন্বয়ঃ॥ ৩৮

এই আজ্ঞাখ্য পদ্ম পরমানন্দের নিকেতনস্বরূপ। ইহাতে মনোনিবেশ করিলে পরমগুরুর উপাসনা দ্বারা গগনমার্গস্থ পুরী নির্ম্মাণ করা যায় অর্থাৎ যে সাধক এই আজ্ঞাপদ্মে চিত্তনিবেশ করেন, তিনি নিরালম্ব মুদ্রা অবগত হইয়া থাকেন। নিরন্তর ইহার অভ্যাস করিলে আত্মজ্যো-তির কলাদর্শন হইয়া থাকে এবং সেই যোগী পরিণামে নিখিল বিশ্ব আত্মস্বরূপ দর্শন করেন। ৩৮।

জ্বলদ্দীপাকারং তদপি চ নবীনার্কবহুল-
প্রকাশং জ্যোতির্বা গগনধরণীমধ্যলসিতং।
ইহ স্থানে সাক্ষাদ্ভবতি ভগবান্ পূর্ণবিভবো-
ঽব্যয়ঃ সাক্ষী বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্ম্মণ্ডল ইব ॥৩৯

জ্বলদ্দীপাকারমিতি। তদনন্তরং জ্বলদ্দীপাকারং দেদীপ্য-মানপ্রদীপমিব পশ্যতি। অনন্তরং জ্যোতির্ব্বা এবম্ভূতং জ্যোতিরিব পশ্যতি। বাশব্দ ইবার্থে। জ্যোতিঃ কীদৃশং নবীনার্কবহুলপ্রকাশং প্রাতঃকালীনানেকসূর্য্যাসেব প্রকাশো যস্য তাদৃশং। পুনঃ কীদৃশং গগনধরণীমধ্যলসিতং স্বর্গ-

পৃথিব্যোর্মধ্যস্থিতং উপরি স্বর্গঃ অধঃ পৃথিবী তন্মধ্যে যৎ স্থানং তৎসর্ব্বমেব জ্যোতিষামিত্যর্থঃ। ইহ স্থানে উক্তরূপ-নিরালম্বপূর্য্যাং ভগবান্ ঈশ্বরঃ সাক্ষাদ্ভবতি। কীদৃশঃ অব্যয়ঃ অবিনাশী। পুনঃ কীদৃশঃ পূর্ণবিভবঃ পূর্ণঃ সম্পূর্ণঃ বিভবঃ সৃষ্টিস্থিতিকর্ত্তৃত্বং যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সাক্ষী জগতাং সাক্ষীস্বরূপঃ। পুনঃ কীদৃশঃ বহ্নেঃ শশিমিহিরয়োর্ম্মণ্ডল ইব যথা অগ্নিচন্দ্রসূর্য্যাণাং মণ্ডলং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষো ভবতি তদ্বৎ। যদ্বা যথা বহ্নিমণ্ডলে শশিমিহিরয়োর্ম্মণ্ডলে চ ভগবান্ সাক্ষাদ্ভবতি তথা ইহস্থানেঽপি সাক্ষাৎ ভবতি। এতত্ত্রিতয়-স্থানেষু ঈশ্বরস্য সদাবস্থানাদিতি ভাবঃ॥ ৩৯॥

যে স্থলে ঐ অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, উহা সমুজ্জ্বলিত দীপশিখার সদৃশ এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভা-বান্। উহাকে গগন ও ধরণীমধ্যলসিত বলিয়া ধ্যান করিতে হয় অর্থাৎ ঐ জ্যোতিঃ মস্তিষ্কপ্রদেশ হইতে মূলা-ধার কমলের অভ্যন্তরস্থ ধরাচক্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত। এই স্থলেই অগ্নি, ভাস্কর ও শশাঙ্কমণ্ডলের ন্যায় সমুদ্ভাসিত, জগৎসাক্ষীস্বরূপ, পূর্ণবিভব, অব্যয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৩৯।

ইহ স্থানে বিষ্ণোরতুলপরমামোদমধুরে,
সমারোপ্য প্রাণান্ প্রমুদিতমনাঃ প্রাণনিধনে।
পরং নিত্যং দেবং পুরুষমজমাদ্যং ত্রিজগতাং,
পুরাণং যোগীন্দ্রঃ প্রবিশতি চ বেদান্তবিদিতং॥

ইহেতি। যোগীন্দ্রো যোগীশ্রেষ্ঠো জনঃ প্রাণনিধনে

প্রাণত্যাগসময়ে ইহস্থানে উক্তবিশেষণবিশিষ্ট-আজ্ঞানাম-চক্রে প্রমুদিতমনাঃ হৃষ্টমনাঃ সন্ প্রাণান্ সমারোপ্য এবম্ভূতং পুরুষং প্রবিশতি। পুরুষং কীদৃশং পরং শ্রেষ্ঠং নিত্যং অবিনাশনং অজং জন্মরহিত ত্রিজগতাং আদ্যং প্রণমং পুরাণং চিরন্তনং বেদান্তবিদিতং বেদান্তমতেন জ্ঞাতং। স্থানে কীদৃশে বিষ্ণোরতুলঃ তুলনারহিতো যঃ পরমামোদস্তেন মধুরে মাধুর্য্যবিশিষ্টে ॥ ৪০ ॥

এই আজ্ঞাপদ্ম নিত্যানন্দের ও বিষ্ণুর প্রমোদগৃহ-স্বরূপ। যে ব্যক্তি দেহবিসর্জ্জনকালে এই আজ্ঞাখ্য কমলে চিত্ত সন্নিবেশ করত শরীর ত্যাগ করেন, তিনি অবিনশ্বর, জগদাদি, অজন্মা বেদান্তবেদ্য, পুরাণ পুরুষ হরিতে লয় প্রাপ্ত হয়েন সন্দেহ নাই। ৪০

লয়স্থানং বায়োস্তদুপরি চ মহানাদরূপং শিবার্দ্ধং,
শিবাকারং শান্তং বরদমভয়দং শুদ্ধবোধপ্রকাশং।
যদা যোগী পশ্যেৎ গুরুচরণসেবাসুনিরত-
স্তদা বাচাং সিদ্ধিঃ করকমলতলে তস্য ভূয়াৎ
সদৈব ॥ ৪১

ইতি আজ্ঞাপদ্মং।

লয়স্থানমিতি। অর্থাদাজ্ঞাচক্রে বায়োর্লয়স্থানং বায়োরা-লয়স্থানং তদুপরি চ মহানাদরূপং শিবার্দ্ধং শিবো হকারস্তদর্দ্ধং তথা চ বায়ুস্থানং বায়ুবীজং যকারঃ অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। শিবো মহেশঃ অকারো বিষ্ণুঃ ককারো ব্রহ্মা শিবশ্চ অশ্চ

কশ্চ তে শিবাকারঃ শিববিষ্ণুব্রহ্মাণঃ আরে কোণে যস্য তৎ শিবাকারং শিববিষ্ণুব্রহ্মত্রিতয়াশ্রিতং ত্রিকোণং যংবীজোপরি ইতি শেষঃ। যদা যস্মিন্ কালে যোগীজনঃ গুরুচরণসেবা-সুনিরতঃ পশ্যেৎ ধ্যানেন জানীয়াৎ তদা তস্মিন্ কালে তস্য যোগিনঃ করকমলতলে সদৈব বাচাং সিদ্ধির্ভূয়াৎ তস্য বাক্‌সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা শিবাকারং শিবস্বরূপং শিব-শক্ত্যোরভেদাৎ। তথাচ শিবাভেদেন দুর্গাং যদা যোগী পশ্যেৎ ইতি সম্বন্ধঃ অন্যৎ সমানং। যদ্বা শিবাকারমঞ্চস্থে লক্ষণা তথা চ শিবময়মঞ্চস্থং ব্রহ্মাদিপঞ্চশিবময়স্থং শিবার্দ্ধং দুর্গাং যদা যোগী পশ্যেদিতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মাদিশ্চ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ। শিবাকারমঞ্চ ইত্যাদি শঙ্করাচার্য্যেণাপি। তৎ কীদৃশং শান্তং। পুনঃ কীদৃশং বরদং বরং দদাতি। পুনঃ কীদৃশং অভয়ং দদাতি। পুনঃ কীদৃশং শুদ্ধবোধপ্রকাশং শুদ্ধবোধো নির্ম্মলজ্ঞানস্য প্রকাশ উদয়ো যস্মাৎ এতৎ পদাজ্জানাৎ নির্ম্মলজ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪১

ইতি আজ্ঞাপদ্মং।

এই আজ্ঞানামক দ্বিদলবিশিষ্ট কমলের ঊর্দ্ধপ্রদেশে যে মহানাদসংজ্ঞক শিব বিরাজিত আছেন, তাহার অর্দ্ধ বায়ুর লয়স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ মহানাদ দ্বিভুজ, বিশুদ্ধ ও প্রশান্তমূর্ত্তি। তদীয় হস্তযুগলে অভয় ও বরমুদ্রা শোভা পাইতেছে। সাধক গুরুদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিতে করিতে যৎকালে বায়ুর লয়স্থলস্বরূপ ঐ মহানাদসংজ্ঞক শিবকে নিরীক্ষণ করেন, তৎকালেই বাক্-

সিদ্ধি তদীয় করপদ্মে সমাগত হয় অর্থাৎ তদবধিই তিনি বাক্‌সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ৪১ *

ইতি আজ্ঞাপদ্ম বর্ণন।

অথ সহস্রারপদ্মং।

তদূর্দ্ধে শঙ্খিন্যা নিবসতি শিখরে শূন্যদেশে প্রকাশং,

---

(২) আজ্ঞাপদ্মের বিষয় মতান্তরে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা।—

আজ্ঞাপদ্মং ভ্রুবোর্ম্মধ্যে হক্ষোপেতং দ্বিপত্রকং।
শুক্লাখ্যং তন্মহাকালঃ সিদ্ধো দেব্যত্র হাকিনী॥
শরচ্চন্দ্রনিভং তত্রাক্ষরবীজং বিজৃম্ভিতং।
পুমান্ পরমহংসোঽয়ং যজ্জ্ঞাত্বা নাবসীদতি॥

অর্থাৎ ভ্রূযুগলের মধ্যে একটী পদ্ম আছে, তাহার নাম আজ্ঞাপদ্ম। উহা দ্বিদলে পরিশোভিত, ঐ দুই দলে হ ক্ষ এই দুইটী বর্ণ বিরাজিত আছে। শুক্লনামা সিদ্ধ মহাকাল লিঙ্গরূপে এবং হাকিনী দেবী শক্তিরূপে এই পদ্মে বিরাজিত আছেন। এই পদ্মের মধ্যে শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মল চন্দ্রবীজ অর্থাৎ ঠং এই বীজ বিদ্যমান আছে। এই বীজ ধ্যান দ্বারা পরমহংস পুরুষকে অবসন্ন হইতে হয় না।

এতদেব পরং তেজঃ সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং।
চিন্তয়িত্বা পরাং সিদ্ধিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

পরম তেজঃস্বরূপ এই আজ্ঞাচক্র সর্ব্বতন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত। ইহার ধ্যান করিলে পরমা সিদ্ধি লাভ হয়।

বিসর্গাধঃ পদ্মং দশশতদলং পূর্ণপূর্ণেন্দুশুভ্রং।
অধোবক্ত্রং কান্তং তরুণরবিকলাকান্তকিঞ্জল্ক-
পুঞ্জং,
ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ প্রবিলসিততনুং কেবলানন্দরূপং

তদূর্দ্ধে ইতি। তস্য আজ্ঞাচক্রস্য ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধদেশে শঙ্খিন্যা নাড্যাঃ শিখরে অগ্রভাগে শূন্যদেশে শূন্যাকারস্থানে বিসর্গাধো বিসর্গঃ শক্তিস্তস্যাধঃপ্রদেশে প্রকাশং প্রকাশস্বরূপং দশশতদলং সহস্রদলং পদ্মং নিবসতি। তৎ পদ্মং এবম্ভূতং তিষ্ঠতীতি শেষঃ। কীদৃশং পূর্ণপূর্ণেন্দুশুভ্রং পূর্ণঃ পূর্ণোঽতিশয়পূর্ণো যঃ ইন্দুশ্চন্দ্রস্তদ্বৎ শুভ্রং শুক্লবর্ণং। পুনঃ কীদৃশং অধোবক্ত্রং অধোমুখং। পুনঃ কীদৃশং কান্তং মনোজ্ঞং। পুনঃ কীদৃশং তরুণেতি তরুণা যা রবিকলাঃ প্রাতঃকালীনসূর্য্যরশ্ময়স্তদ্বৎ কান্তং মনোজ্ঞং কিঞ্জল্কপুঞ্জং কেশরসমূহো যস্মিন্ তাদৃশং ললাটাদ্যৈর্বর্ণৈঃ অকারাদিভিঃ প্রবিলসিতা বিশিষ্টা তনুর্যস্য তাদৃশং। বা পুংসি ইত্যাদি দর্শনাৎ পুংস্ত্ববিশিষ্টপদ্মমিত্যস্য বিশেষণাৎ তনুমিত্যস্যাপি পুংস্ত্বং। পুনঃ কীদৃশং নিত্যানন্দস্বরূপং॥ ৪২॥

অধুনা সহস্রারপদ্ম কথিত হইতেছে।—উপরে আজ্ঞাখ্য চক্রে মহানাদ নামা যে শিবলিঙ্গের বিষয় কথিত হইল, তাহার ঊর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ীর শিরোদেশে যে শূন্যাকৃতি স্থান বিদ্যমান আছে, তত্রাধিষ্ঠিত শক্তির নিম্নে প্রকাশমান সহস্রদলবিশিষ্ট একটী পদ্ম অবস্থিত আছে। এই পদ্ম পূর্ণচন্দ্রমাবৎ শুক্লবর্ণ, অধোমুখে প্রস্ফুটিত, মনোহর আর

উহার কেশরসমূহ প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল। এই পদ্ম কেবলানন্দস্বরূপ ও ললাটাদি (অকারাদি) পঞ্চাশর্বর্ণাত্মক। ৪২।

সমাস্তে তত্রান্তঃ শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসংপূর্ণচন্দ্রঃ
স্ফুরজ্জ্যোৎস্নাজালঃ পরমরসচয়ঃ স্নিগ্ধসন্তানহাসঃ
ত্রিকোণং তস্যান্তঃ স্ফুরতি সততং বিদ্যুদাকার-
রূপং,
তদন্তঃ শূন্যন্তৎ সকলসুরগুরুং চিন্তয়েচ্চাতিগুহ্যং॥

সমাস্তে ইতি। তত্র সহস্রদলপদ্মে অন্তর্মধ্যে শশপরিরহিতঃ শুদ্ধসম্পূর্ণচন্দ্রঃ নির্ম্মলচন্দ্রঃ সমাস্তে তিষ্ঠতি। কীদৃশঃ স্ফুরৎজ্যোৎস্নাজালঃ জ্যোৎস্নাসমূহঃ যস্য তাদৃশঃ। পুনঃ কীদৃশঃ পরমো যো রসচয়ঃ অমৃতসমূহঃ স এব স্নিগ্ধসন্তানো হাসো যস্য তাদৃশঃ। চন্দ্রস্যান্তভাগে ত্রিকোণং সততং নিরন্তরং স্ফুরতি দীপ্যতে কীদৃশং বিদ্যুদাকাররূপং বিদ্যুৎসদৃশং তদন্তস্য ত্রিকোণস্য মধ্যে তৎ প্রসিদ্ধং সকলসুরগুরুং সমস্তদেবতাগুরুস্বরূপং শূন্যং চিন্তয়েৎ অতিগুহ্যং অতিশয়গোপনীয়ং॥ ৪৩॥

এই দশশতদলবিশিষ্ট পদ্মের মধ্যে কলঙ্করহিত শশাঙ্ক বিরাজমান রহিয়াছেন। তদীয় চন্দ্রিমাপটল শোভার একমাত্র আধার। ঐ চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ অমৃতরাশি হাস্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে সৌদামিনীবৎ সমুজ্জ্বল একটি ত্রিকোণ যন্ত্র বিরাজিত রহিয়াছে, তন্মধ্যে অখিল সুরগণের গুরুস্বরূপ আত্মার সুগুপ্ত শূন্যস্থান শোভমান। ৪৩।

সুগোপ্যং তদ্ যত্নাদতিশয়পরমামোদসন্তানরাশেঃ,
পরং কন্দং সূক্ষ্মং শশিসকলকলাশুদ্ধরূপপ্রকাশং।
ইহ স্থানে দেবঃ পরমশিবসমাখ্যানসিদ্ধপ্রসিদ্ধঃ,
খরূপী সর্ব্বাত্মা রসবিরসমিতোঽজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ॥

সুগোপ্যমিতি। তৎ শূন্যং যত্নাৎ সুগোপ্যং অতিশয়পরমামোদসন্তানরাশেঃ অতিশয়ো যঃ পরমামোদসন্তানঃ পরমহর্ষসমূহস্তস্য যো রাশিস্তস্য পরং শ্রেষ্ঠং কন্দং মূলং। কীদৃশং শশিসকলকলাশুদ্ধরূপপ্রকাশং শশিনশ্চন্দ্রস্য সকলকলাস্তদ্বৎ শুদ্ধং শুক্লং যদ্রূপং তদেব প্রকাশো যস্য তাদৃশং পূর্ণচন্দ্রপ্রকাশমিত্যর্থঃ। পরমশিব এব সমাখ্যানসিদ্ধপ্রসিদ্ধির্নাম প্রসিদ্ধির্যস্য তাদৃশঃ পরমশিব ইতি ফলিতার্থঃ। এবম্ভূতো দেব আস্তে ইতি শেষঃ। কীদৃশঃ খরূপী আকাশরূপী। পুনঃ কীদৃশঃ সর্ব্বা[illegible] রমাত্মস্বরূপঃ। পুনঃ কীদৃশঃ রসবিরসমিতঃ রসঃ শিবশক্তিযোগানন্দরসঃ তস্য বিরসজ্ঞানং ইতঃ প্রাপ্তঃ বিরসমিতি বিপূর্ব্বস্য গত্যর্থঃ সুধাতো রূপং। রসবিরসমিতি পাঠে রসো মধুরাদি বিরসো বিশিষ্টো রসঃ শিবশক্তিযোগানন্দরসস্তদ্দ্বয়ং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ অজ্ঞানমোহান্ধহংসঃ অজ্ঞানেন যো মোহঃ বৈচিত্র্যং বিষয়াসক্তচিত্তং তেন অন্ধ ইব অন্ধঃ অন্ধো যথা বিশেষজ্ঞানাভাববান্ তদ্বৎ হংস ইব যথা সূর্য্যোঽন্ধকারনাশকঃ তথা অয়মপি অজ্ঞানমোহান্ধনাশকঃ জ্ঞানদাতৃত্বাৎ॥ ৪৪॥

উপরোক্ত শূন্যস্থল পরমানন্দ ভোগের একমাত্র আদি

কারণ, অতীব সূক্ষ্ম ও পূর্ণশশাঙ্কবৎ সমুদ্ভাসিত। অতি যত্ন সহকারে উহা গোপনে রাখা কর্ত্তব্য। ঐ স্থলে গগন-রূপী পরমাত্মস্বরূপ পরংশিব বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনিই জীবকুলের অজ্ঞানান্ধকার ধ্বংসের একমাত্র কারণ ও তিনিই পরম আনন্দস্বরূপ। ৪৪।

> সুধাধারাসারং নিরবধি বিমুঞ্চন্নতিতরাং,
> যতেরাত্মজ্ঞানং দিশতি ভগবান্নির্ম্মলমতেঃ।
> সমাস্তে সর্ব্বেশঃ সকলসুখসন্তানলহরী-
> পরীবাহো হংসঃ পরম ইতি নাম্না পরিচিতঃ॥

সুধেতি। অর্থাৎ সহস্রারে পরম ইতি নাম্না পরিচিতো হংসঃ সমাস্তে তিষ্ঠতি। স ভগবান্ নির্ম্মলমতেঃ শুদ্ধজ্ঞানস্য মতেঃ আত্মজ্ঞানং ঈশ্বরবিষয়কং জ্ঞানং দিশতি দদাতি। কীদৃশঃ সুধাধারাসারং ভাগং নিরবধি প্রতিক্ষণং অতিতরাং অতিশয়েন বিমুঞ্চন। পুনঃ কীদৃশঃ সর্ব্বেষাং ঈশ্বরঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সকলসুখসন্তানলহরীপরীবাহঃ সমস্তসুখসমূহাশ্রয়ঃ॥৪৫

যাবতীয় সুখের একমাত্র আধার, উপরোক্ত সর্ব্বেশ্বর পরমশিব সহস্রার পদ্মে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদা বিশুদ্ধচিত্ত যোগীসমূহকে পীযূষধারা অর্পণ করত আত্মজ্ঞানবিষয়ের উপদেশ দিতেছেন। ৪৫।

> শিবস্থানং শৈবা পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা,
> লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।

পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা,
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতিপুরুষং স্থানমমলং ॥৪৬

শিবস্থানমিতি। শৈবাঃ শিবসেবকা জনা এতৎ সহস্রারং পদ্মং শিবস্থানং ইতি লপন্তি। বৈষ্ণবগণাঃ পরমপুরুষস্থানং সহস্রদলমিতি কথয়ন্তি। অপরে কেচিৎ জনা হরিহরপদং হরিহরস্থানং সহস্রদলমিতি কথয়ন্তি। দেবীচরণারবিন্দার্চ্চনমনসঃ দেব্যাঃ পদং স্থানং সহস্রদলপদ্মং লপন্তি। অন্যে মুনীন্দ্রাঃ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ অমলং নির্ম্মলং প্রকৃতিপুরুষস্থানং লপন্তি কথয়ন্তি ইত্যন্বয়ঃ। তথাচ যে জনা যে দেবতাঃ পূজয়ন্তি তে তদ্দেবতাস্থানমেব সহস্রদলপদ্মমিতি ধ্যাতুমর্হন্তীতি ভাবঃ॥ ৪৬॥

যে সকল ব্যক্তি শৈব, তাঁহারা উল্লিখিত শূন্যপ্রদেশকে শিবস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুভক্তগণ ঐ স্থানকে পরমপুরুষ বিষ্ণুর আয়তন, কোন কোন ব্যক্তি হরিহরস্থান, দেবীপাদপদ্মপরায়ণ শাক্তেরা শক্তিস্থল এবং অন্যান্য কোন কোন মুনি ঐ স্থানকে প্রকৃতিপুরুষের বিমল স্থল বলিয়া বর্ণন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সকল ব্যক্তিই স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতাকে ব্রহ্মস্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন, সুতরাং ঐ শূন্যপ্রদেশ যে পরমানন্দের ও ব্রহ্মের একমাত্র নিত্যধাম, তাহাতে সংশয় নাই। ৪৬।

ইহ স্থানং জ্ঞাত্বা নিয়তনিজচিত্তো নরবরো,
ন ভূয়াৎ সংসারে ক্বচিদপি চ বদ্ধস্ত্রিভুবনে।

সমগ্রা শক্তিঃ স্যান্নিয়মমনসস্তস্য কৃতিনঃ,
সদা কর্ত্তুং হর্ত্তুং খগতিরপি বাণী সুবিমলা ॥৪৭

ইহ স্থানমিতি। ইহ সহস্রদলপদ্মে স্থানং জ্ঞাত্বা যস্য যা ইষ্টদেবতা তস্য স্থানং সহস্রদলমিতি নিশ্চয়ং কৃত্বা নিয়ত-নিজচিত্তঃ নিয়তং বশীকৃতং নিজচিত্তং যেন তাদৃশঃ সন্ নরবরো নরশ্রেষ্ঠঃ ত্রিভুবনে স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালে সংসারে শরীরেণ বদ্ধঃ পুনর্ব্বারং ন ভূয়াৎ। তথাচ তস্য ন পুনর্জন্ম ইত্যর্থঃ। নিয়মমনসঃ নিয়মে ঈশ্বরবিষয়কব্রতে মনো যস্য তস্য কৃতিনঃ পুণ্যাত্মনো জনস্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্মিন্ কালে কর্ত্তুং সৃষ্টিপালনঞ্চ বিধাতুং হর্ত্তুং সংহারং কর্ত্তুং সমগ্রা সম্পূর্ণা শক্তিঃ সামর্থ্যং স্যাৎ। তথাচ স জনঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ তস্য জনস্য খগতিরপি ভবতি খেচর-সিদ্ধির্ভবতীত্যর্থঃ। সুবিমলা গদ্যপদ্যাত্মিকা বাণী তস্য ভবতি ॥ ৪৭ ॥

যিনি এই সহস্রার পদ্ম বিদিত হইয়া, মনোনিরোধ সহকারে পরমাত্মাতে চিত্ত বিলীন করিতে সক্ষম হয়েন, তাঁহাকে স্বর্গাদি ত্রিভুবনের কুত্রাপি আবদ্ধ হইতে হয় না, তিনি আর পুনরায় ভববন্ধনে বন্দীভূত হন না, সেই সংযত-মনা কৃতী অখিল শক্তিই লাভ করিয়া থাকেন, সৃষ্টিস্থিতি-সংহারে তাঁহার সামর্থ্য সমুৎপন্ন হয়, তিনি শূন্যমার্গে পরিভ্রমণ করিতে পারেন আর তদীয় মুখপদ্মে বিমলা বাগ্‌-দেবী নিরন্তর অধিষ্ঠান করেন। ৪৭।

অত্রাস্তে শিশুসূর্য্যসোদরকলা চন্দ্রস্য সা ষোড়শী,

শুদ্ধা নীরজসূক্ষ্মতন্তুশতধাভাগৈকরূপা পরা।
বিদ্যুদ্দামসমানকোমলতনুর্নিত্যোদিতাধোমুখী,
পূর্ণানন্দপরম্পরাতিবিগলৎপীযূষধারাধরা॥ ৪৮

অত্রাস্তে ইতি। অত্র স্থানে সা প্রসিদ্ধা অমা নাম্নী চন্দ্রস্য ষোড়শী ষোড়শভাগত্বেন পরিমিতা কলা আস্তে তিষ্ঠতি। কীদৃশী প্রাতঃসূর্য্যস্য সোদরা সদৃশী কলা কান্তির্যস্যাঃ তেন রক্তবর্ণা ইতি যাবৎ। অপি চ শুদ্ধা নির্ম্মলা নির্ব্বিকারা ইতি যাবৎ। অপি চ নীরজস্য পদ্মস্য সূক্ষ্মতন্তোঃ সূত্রস্য শতভাগকৃতভাগানামেকভাগরূপা পরা শ্রেষ্ঠা। অপিচ বিদ্যুদ্দাম্নঃ বিদ্যুৎশ্রেণ্যাঃ সমানা কোমলা স্নিগ্ধা তনুর্যস্যাঃ নিত্যোদিতা নিত্যং প্রকাশমানা ক্ষয়োদয়রহিতত্বাৎ নিত্যপ্রকাশবতীত্যর্থঃ। অধোমুখী পূর্ণানন্দস্য পরম্পরয়া আনন্দশ্রেণ্যা যা বিগলন্তী পীযূষধারা অমৃতস্রুতিঃ তাং ধরতীত্যর্থঃ সাক্ষাচ্চন্দ্রামৃতধারাভূতেত্যর্থঃ। পরম্পরয়া ক্রমেণ শিবসম্বন্ধিপীযূষধারাধরেতি কেচিৎ॥ ৪৮॥

শিশুসূর্য্যসন্নিভা, বিমলা, পদ্মতন্তুর শতধাভাগরূপিণী, পরমশ্রেষ্ঠা, তড়িদ্বৎ মৃদুতনু, নিত্য প্রকাশমানা, অধোমুখী অমানাম্নী চন্দ্রের ষোড়শী কলা এই সহস্রার পদ্মের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। উহা হইতে অবিরল সুধাধারা ক্ষরিত হইতেছে। অর্থাৎ এই সহস্রার পদ্মের মধ্যে চন্দ্রমার ষোড়শী কলা বিরাজ করিতেছে, তাহার নাম অমা। এই অমানাম্নী কলা প্রাতঃকালীন সূর্য্যের সদৃশ, মলহীন, পদ্মতন্তুর শতভাগের একভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,

বিদ্যুৎ কোমল, সর্ব্বদা প্রকাশশীল ও অধোমুখী আর উহা হইতে সুধাধারা বিগলিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে মস্তিষ্কের মধ্যভাগে যে সূক্ষ্ম ধমনী আছে, তাহাই পরমাত্মাদের একমাত্র আশ্রয় আর তাহা হইতেই অবিরত পীযূষ-ধারা বিনিঃসৃত হইতেছে। ৪৮।

নির্ব্বাণাখ্যকলা পরাৎ পরতরা সাস্তে তদন্তর্গতা,
কেশাগ্রস্য সহস্রধা বিভজিতস্যৈকাংশরূপা সতী।
ভূতানামধিদৈবতং ভগবতী নিত্যপ্রবোধোদয়া,
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমানভঙ্গুরবতী সর্ব্বার্কতুল্যপ্রভা॥ ৪৯

নির্ব্বাণেতি। নির্ব্বাণনাম্নী এতেন নির্ব্বাণশক্তিদায়িকা ইতি ধ্বনিতং তাদৃশী কলা সহস্রধা বিভজিতস্য সহস্রাংশকৃতস্য কেশাগ্রস্য একাংশরূপা অতিশয়সূক্ষ্মা ইতি যাবৎ তাদৃশী সতী তদন্তর্গতা মধ্যগতা আস্তে। পরাৎপরতরা অতিশয়শ্রেষ্ঠা। পুনঃ কীদৃশী ভূতানামধিদৈবতং প্রাণিনাং ইষ্টদেবতাস্বরূপা দৈবতমিত্যস্য অজহল্লিঙ্গত্বাৎ ক্লীবত্বং। পুনঃ কীদৃশী ভগবতী মাহাত্ম্যবতী। পুনঃ কীদৃশী নিত্য-প্রবোধস্য নিত্যজ্ঞানস্য উদয়ো যস্যাঃ সকাশাৎ তাদৃশী চন্দ্রার্দ্ধাঙ্গসমানভঙ্গুরবতী অর্দ্ধচন্দ্রাকারা। পুনঃ কীদৃশী সর্ব্বার্কতুল্যপ্রভা দ্বাদশসূর্য্যসদৃশদীপ্তিমতীত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

উপরোক্ত সূক্ষ্ম অমাকলার মধ্যভাগে আরও একটি কলা অধিষ্ঠিত আছে, তাহার নাম নির্ব্বাণ। এই কলা কেশাগ্রের সহস্রভাগের একভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম, দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায়

দীপ্তিসম্পন্ন, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, জীবকুলের জ্ঞানপ্রাপ্তির একমাত্র হেতু, অভীষ্ট দেবস্বরূপ এবং মাহাত্ম্যশালিনী। এই কলাকে ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই কলাই মহাকুণ্ডলিনী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ৪৯।

এতস্যা মধ্যদেশে বিলসতি পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তিঃ
কোট্যাদিত্যপ্রকাশা ত্রিভুবনজননী কোটিভাগৈক-
রূপা।
কেশাগ্রস্যাতিগুহ্যা নিরবধি বিলসৎপ্রেমধারাধরা সা
সর্ব্বেষাংজীবভূতা মুনিমনসি মুদা তত্ত্ববোধং বহন্তী॥

এতস্যা ইতি। এতস্যা নির্ব্বাণাখ্যাকলায়া মধ্যদেশে সা প্রসিদ্ধা পরমাপূর্ব্বনির্ব্বাণশক্তির্বিলসতি বিলাসং করোতি। কীদৃশী কোট্যাদিত্যপ্রকাশা কোটিসূর্য্য ইব দীপ্তিযুক্তা। পুনঃ কীদৃশী ত্রিভুবনজননী স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালানাং জননকর্ত্রী। পুনঃ কীদৃশী কেশাগ্রস্যাপি কোটিভাগৈক-রূপা অতিশয়সূক্ষ্মা ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশী গুহ্যা গোপনীয়া সর্ব্বৈরজ্ঞেয়া ইতি যাবৎ। পুনঃ কীদৃশী সর্ব্বেষাং জীবভূতা প্রাণভূতা। পুনঃ কীদৃশী সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে মুনিমনসি মুদা হর্ষেণ তত্ত্বাববোধং বহন্তী মননশীলানামপি তত্ত্বজ্ঞানজনিকা ॥ ৫০ ॥

উক্ত নির্ব্বাণাখ্য কলার মধ্যে পরম নির্ব্বাণশক্তি অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই শক্তি কোটিসংখ্যক আদিত্যের ন্যায় দীপ্তিসম্পন্না, ত্রিলোকের জননী, কেশাগ্রভাগ অপেক্ষাও

সূক্ষ্ম, অতীব গুপ্ত, জীবকুলের প্রাণতুল্য, সর্ব্বদা শিবসঙ্গম নিবন্ধন প্রণয়গর্ভা এবং এই শক্তির প্রসাদেই ঋষিকুলের অন্তরে আনন্দসহ তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়।। ৫০।

তস্যা মধ্যান্তরালে শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগি-
গম্যং,
নিত্যানন্দাভিধানং পরমকুলপদং শুদ্ধবোধপ্রকাশং
কেচিদ্ব্রহ্মাভিধানং পরমতিসুধিয়ো বৈষ্ণবান্তল্লপন্তি
কেচিৎ হংসাখ্যমেতৎ কিমপি সুকৃতিনো মোক্ষ-
বর্ত্মপ্রকাশং ॥ ৫১

তস্যা ইতি। এতস্যা নির্ব্বাণশক্তিমধ্যান্তরালে কেবল-মধ্যভাগে অমলং নির্ম্মলং শিবপদং শিবস্থানং চিন্তয়েৎ। কীদৃশং শাশ্বতং নিত্যং। পুনঃ কীদৃশং যোগিগম্যং যোগি-ভির্ধ্যেয়মিত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশং নিত্যানন্দাভিধানং নিত্যানন্দ ইত্যভিধানং নাম যস্য তাদৃশং। পুনঃ কীদৃশং পরমকুলপদং পরমশক্তিস্থানং। পুনঃ কীদৃশং শুদ্ধবোধস্য নির্ম্মলজ্ঞানস্য প্রকাশো যস্মাৎ তাদৃশং। কেচিজ্জনাস্তৎ পদং ব্রহ্মাভিধানং পরমজ্যোতিনাম যস্য তল্লপন্তি কথয়ন্তি। কেচিৎ সুধিয়স্তৎপদং বৈষ্ণবং লপন্তি। কেচিজ্জনা হংসাখ্যং পরমহংসনামকং কথয়ন্তি। কেচিৎ সুকৃতিনঃ কিমপি অনি-র্ব্বচনীয়ং মোক্ষবর্ত্মপ্রকাশং মোক্ষবর্ত্মনঃ মোক্ষপথস্য প্রকাশঃ জ্ঞানং যস্মাত্তাদৃশং স্থানং কথয়ন্তি ইত্যর্থঃ। ৫১॥

এই নির্ব্বাণশক্তির মধ্যস্থলে একটী শৈব স্থান সুশোভিত আছে ; উহা বিমল, নিত্যানন্দ স্বরূপ, পরম সুখের স্থান,

জ্ঞানস্বরূপ এবং একমাত্র যোগী ব্যক্তির গম্য। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রহ্মপদ, বিষ্ণুভক্তগণ বৈষ্ণবপদ, কোন কোন বিদ্বান্ হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিচক্ষণ মোক্ষমার্গের দ্বার বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ৫১।

হুঙ্কারেণৈব দেবীং যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ সুশীলো,
জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ ক্রমমপি চ মহামোক্ষবর্ত্ম-
প্রকাশং।
ব্রহ্মদ্বারস্য মধ্যে বিরচয়তু তরাং শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবো,
ভিত্ত্বা তল্লিঙ্গরূপং পবনদহনয়োরাক্রমেণৈব তপ্তাং॥

হুঙ্কারে ইতি। যমনিয়মসমাভ্যাসশীলঃ যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগপরো যোগী হুঙ্কারেণৈব হুঁ ইত্যব্যয়শব্দেন স্বয়ম্ভূলিঙ্গ ঊর্দ্ধস্থিতাং কুণ্ডলিনীং জ্ঞাত্বা শ্রীনাথবক্ত্রাৎ গুরুদেবমুখাৎ ক্রমমপি ষট্‌চক্রাণাং উক্তক্রমমপি জ্ঞাত্বা তাং কুণ্ডলিনীং ব্রহ্মদ্বারস্য মূলাধারপদ্মস্য মধ্যে বিরচয়তু। তাং কীদৃশীং তৎ প্রসিদ্ধং লিঙ্গরূপং স্বয়ম্ভূলিঙ্গং ভিত্ত্বা সার্দ্ধত্রিবেষ্টনেন সম্বদ্ধা স্থিতামিতি শেষঃ। পুনঃ কীদৃশীং পবনদহনয়োর্বায়ুরগ্ন্যোরাক্রমেণৈব তপ্তাং প্রবুদ্ধাং ত্যক্তশয়ানামিত্যর্থঃ। তথাচ গোরক্ষসংহিতায়াং—মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং সুষুপ্তা পরমেশ্বরী। প্রবুদ্ধা বহ্নিযোগেন মনসা মরুতা সহ ইত্যাদি। ক্রমং কীদৃশং মহামোক্ষবর্ত্মনো নির্ব্বাণমার্গস্য প্রকাশো যস্মাত্তাদৃশং। যোগী কীদৃশঃ সুশীলঃ শোভনশীলযুক্তঃ শুদ্ধবুদ্ধিপ্রভাবঃ শুদ্ধজ্ঞানযুক্তঃ প্রভাবো যস্য তাদৃশঃ। ৫২

শীলবান্‌ সাধক সর্ব্বপ্রথমে যমনিয়মাদি সম্পূর্ণরূপে অভ্যাস করিয়া বিশুদ্ধজ্ঞানবান্‌ হইলে শ্রীগুরুর সকাশে মুক্তিমার্গের দ্বারস্বরূপ এই ষট্‌চক্রক্রম বিধানানুসারে বিদিত হইবেন। তদনন্তর হুঙ্কার সহকারে তেজ ও বায়ুর আক্রমণ দ্বারা অভিতপ্তা কুণ্ডলিনীকে মূলাধার কমলে স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ ভেদ পূর্ব্বক সহস্রারে আনয়ন করত চিন্তা করিবেন অর্থাৎ মূলাধার পদ্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা সহস্রার যাবৎ যে পথ আছে, হুঙ্কার দ্বারা কুণ্ডলিনীকে শিবলিঙ্গ ভেদ করত সেই মার্গ দিয়া সহস্রদল কমলে আনয়ন পূর্ব্বক ধ্যান করিবেন। ৫২ *

---

* ভগবান্‌ মহেশ্বর পার্ব্বতীর নিকট সহস্রার পদ্মের বিষয় যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ সহস্রার পদ্ম কিভাবে চিন্তা করা সাধকের কর্ত্তব্য, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা —

" ব্রহ্মরন্ধ্রে হি যৎ পদ্মং সহস্রারং ব্যবস্থিতং।
তত্র কন্দে হি যা যোনিস্তস্যাং চন্দ্রো ব্যবস্থিতঃ।
ত্রিকোণাকারতস্তস্যাঃ সুধা ক্ষরতি সন্ততং।
ইড়ায়ামমৃতং তত্র সমং স্রবতি চন্দ্রমাঃ।
অমৃতং বহতে ধারা ধারারূপং নিরন্তরং।
বামনাসাপুটং যাতি গঙ্গেত্যুক্তা মনীষিভিঃ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে যে সহস্রদল কমল বিরাজিত আছে, তাহার মূলে যোনি অবস্থিত। সেই যোনিতে চন্দ্র অধিবসতি

ভিত্ত্বা লিঙ্গত্রয়ন্তৎ পরমরসশিবে সূক্ষ্মনাম্নি প্রদীপ্তে,
সা দেবী শুদ্ধসত্ত্বা তড়িদিব বিলসত্তন্তরূপস্বরূপা।

করেন। সেই ত্রিকোণাকার যোনি হইতে নিরন্তর সুধাধারা ক্ষরিত হইতেছে। ইড়া নাড়ী দ্বারা সমভাবে সেই সুধা স্রাবিত হয়। ঐ সুধাধারা নিরন্তর বামনাসাপুটে গমন করিতেছে। এই জন্যই মনীষিগণ উহাকে গঙ্গা বলিয়া বর্ণন করেন।

দ্বিদলোর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং সুশোভনং।
অস্তি তত্র সুষুম্নায়া মূলং সবিবরংস্থিতং॥

দ্বিদল পদ্মের ঊর্দ্ধভাগেই তালুমূলে উপরোক্ত সুশোভন সহস্রার পদ্ম অবস্থিত। তথায় সুষুম্নার সবিবর মূলদেশ বিদ্যমান আছে।

তালুমূলে সুষুম্নাস্য অধোবক্ত্রাঃ প্রবর্ত্তন্তে।
মূলাধারাৎ যোন্যন্তাশ্চ সর্ব্বনাড্যঃ সমাশ্রিতাঃ।
তা বীজভূতাস্তত্ত্বস্য ব্রহ্মমার্গপ্রদায়িকাঃ॥

সুষম্নার মুখদেশে তালুমূলে যে সকল অধোমুখী নাড়ী মূলাধার হইতে যোনি পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের বীজস্বরূপ এবং ব্রহ্মমার্গদায়িনী। উহারা অধোমুখে সুষুম্নাকে আশ্রয় করত অবস্থিত রহিয়াছে।

তালুস্থানে চ যৎ পদ্মং সহস্রারং পুরা স্থিতং।
তৎকন্দে যোনিরেকাস্তি পশ্চিমাভিমুখী মতা॥

তালুস্থানে যে সহস্রার কমলের উল্লেখ হইল, তাহার মূলে যোনিযন্ত্র বিদ্যমান, উহা অধোমুখে অবস্থিত।

ব্রহ্মাখ্যায়াঃ শিরায়াঃ সকলসরসিজং প্রাপ্য দেদীপ্যতে তৎ,
মোক্ষানন্দরূপং ঘটয়তি সহসা সূক্ষ্মতাং লক্ষণেন॥

তস্যা মধ্যে সুষুম্নায়া মূলং সবিবরং স্থিতং।
ব্রহ্মরন্ধ্রং তদেবোক্তমামূলাধারপঙ্কজং॥

ইহার অভ্যন্তরভাগেই সুষুম্নার বিবরযুক্ত মূল অবস্থিত। ইহাকেই ব্রহ্মরন্ধ্র বা মূলাধারকমল কহে।

ততস্তদ্‌রন্ধ্রে তচ্ছক্তিঃ সুষুম্না কুণ্ডলী সদা।
সুষুম্নায়াং সদা শক্তিশ্চিত্রা স্যান্মম বল্লভে।
তস্যাং মম মতে কার্য্যা ব্রহ্মরন্ধ্রাদিকল্পনা॥

হে প্রিয়তমে! সুষুম্নার চিত্রাভ্যন্তরে তৎশক্তি কুণ্ডলী বিদ্যমান আছে। চিত্রানাম্নী শক্তি সুষুম্নাতে অধিষ্ঠিত। আমার মতে চিত্রাতেই ব্রহ্মরন্ধ্রাদি কল্পনা করা কর্ত্তব্য।

যস্য স্মরণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞত্বং প্রজায়তে।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ॥

ইহার স্মরণ করিলে ব্রহ্মজ্ঞত্ব লাভ হয়, পাপসমূহ বিদূরিত হইয়া যায় এবং পুনর্ব্বার আর ভববন্ধনে বন্দী হইতে হয় না।

নাতঃ পরতরং গুহ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
গোপ্তব্যং তৎ প্রযত্নেন ন চাখ্যেয়ং কদাচন॥

ত্রিভুবনে উহা অপেক্ষা গোপনীয় আর কিছুই নাই,

ভিত্ত্বেতি। সা দেবী কুলকুণ্ডলিনী সকলসরসিজং মূলাধারাদি ষট্পদ্মং ক্রমশঃ প্রাপ্য তত্র পূর্ব্বোক্ত লিঙ্গত্রয়ং

অতএব সযত্নে ইহা গোপনে রাখিবে, প্রাণান্তেও ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনো দত্ত্বা ক্ষণার্দ্ধং যদি তিষ্ঠতি।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং॥

যদি ব্রহ্মরন্ধ্রে মন সমর্পণ পূর্ব্বক ক্ষণার্দ্ধকাল অবস্থিতি করিতে পারে, তাহা হইলে পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অস্মিন্ লীনং মনো যস্য স যোগী ময়ি লীয়তে।
অণিমাদিগুণান্ ভুক্ত্বা স্বেচ্ছয়া পুরুষোত্তমঃ॥

যে ব্যক্তির চিত্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে বিলীন হয়, সেই পুরুষপ্রবর ইচ্ছানুসারে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করত অন্তে আমাতে বিলীন হইয়া থাকেন।

এতদ্ ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রেণ মর্ত্ত্যঃ
সংসারেস্মিন্ বল্লভো মে ভবেৎ সঃ।
পাপং জিত্বা মুক্তিমার্গাধিকারী
জ্ঞানং দত্ত্বা তারয়ত্যদ্ভুতং বৈ॥

ব্রহ্মরন্ধ্র বিদিত হইলে সংসারতলে সেই জীব আমার প্রিয় হইয়া থাকে। সে পাপরাশি জয় করত মুক্তিপথের অধিকারী হয় এবং সে জ্ঞানদানদ্বারা অপরাপর ব্যক্তিকেও উদ্ধার করে।

মূলাধারস্থং স্বয়ম্ভুলিঙ্গং হৃৎপদ্মস্থং বাণাখ্যলিঙ্গং আজ্ঞা-চক্রকর্ণিকামধ্যস্থমিতরাখ্যলিঙ্গমিতি লিঙ্গত্রয়ং ভিত্ত্বা ক্রমশঃ

চতুর্মুখাদিত্রিদশৈরগম্যং যোগিবল্লভং।
প্রযত্নেন সুগোপ্যং তদ্ব্রহ্মরন্ধ্রং ময়োদিতং॥

আমি এই যে ব্রহ্মরন্ধ্র জ্ঞান বর্ণন করিলাম,ইহা যত্ন সহকারে গোপনে রাখিবে। ইহা যোগিদিগের অত্যন্ত প্রিয় এবং ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবকুলেরও দুর্ব্বোধ্য।

পুরা ময়োক্তা যা যোনিঃ সহস্রারসরোরুহে।
তদধো বর্ত্ততে চন্দ্রস্তদ্ধ্যানং ক্রিয়তে বুধৈঃ॥

সহস্রদলপদ্মমধ্যে যে যোনিমণ্ডল বর্ণন করিলাম, তাহার অধোদেশে চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত। মনীষিগণ সেই চন্দ্রমণ্ডলের ধ্যান করিয়া থাকেন।

যস্য স্মরণমাত্রেণ যোগীন্দ্রোবনিমণ্ডলে।
পূজ্যো ভবতি দেবানাং সিদ্ধানাং সম্মতো ভবেৎ॥

যোগীন্দ্র মহাত্মা সেই চন্দ্রমণ্ডলের স্মরণমাত্র অবনীতলে সকলের পূজনীয় হন আর দেবগণ ও সিদ্ধগণের সম্মত হইয়া থাকেন।

শিরঃকপালবিবরে ধ্যায়েদ্দুগ্ধমহোদধিং।
তত্র স্থিত্বা সহস্রারে পদ্মে চন্দ্রং বিচিন্তয়েৎ॥

শিরঃস্থিত কপালবিবরে দুগ্ধমহোদধির চিন্তা করিবে। সেই স্থানে অবস্থিতি করত সহস্রার কমলে চন্দ্রের ধ্যান করিতে হয়।

সন্ত্যাজ্য ব্রহ্মাখ্যায়া ব্রহ্মনাড্যাঃ সকাশাৎ পরমরসশিবে শিব-
শক্তিসমাযোগরসবিলাসবিশিষ্টে শিবে দেদীপ্যতে মূলা-

শিরঃকপালবিবরে দ্বিরষ্টকলয়া যুতঃ।
পীযূষভানুং হংসাখ্যং ভাবয়েত্তং নিরঞ্জনং।
নিরন্তরং কৃতাভ্যাসাত্রিদিনে পশ্যতি ধ্রুবং।
দৃষ্টিমাত্রেণ পাপৌঘং দহত্যেব স সাধকঃ॥

শিরঃস্থ কপালরন্ধ্রে ষোড়শকলাযুক্ত, অমৃতরশ্মিবিশিষ্ট হংসাখ্য নিরঞ্জনকে ধ্যান করিবে। নিরন্তর অভ্যাস করিলে তিন দিন মধ্যে সেই নিরঞ্জনের সাক্ষাৎ লাভ হয় এবং তাঁহার দর্শনমাত্রেই পাতক বিনাশ পায়।

অনাগতঞ্চ স্ফুরতি চিত্তশুদ্ধির্ভবেৎ খলু।
সদ্যঃ কৃত্বাপি দহতি মহাপাতকপঞ্চকং॥

উহা চিন্তা করিলে অনাগত বিষয় স্ফূর্ত্তি পায়, মনের বিশুদ্ধি জন্মে এবং পঞ্চবিধ মহাপাপ সদ্য ভস্মীভূত হয়।

অপিচ—

দ্বিদলোর্দ্ধং দিব্যরূপং সহস্রারং সরোরুহং।
ব্রহ্মাণ্ডাখ্যস্য দেহস্য বাহ্যে তিষ্ঠতি মুক্তিদং॥

দ্বিদলপদ্মের ঊর্দ্ধে যে দিব্য সহস্রার পদ্ম বিরাজিত আছে, সেই মুক্তিদায়ী পদ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের বাহ্যদেশে অবস্থিত।

কৈলাসো নাম তস্যৈব মহেশো যত্র তিষ্ঠতি।
নকুলাখ্যো বিলাসী চ ক্ষয়বৃদ্ধিবিবর্জ্জিতঃ॥

এই পদ্মকেই কৈলাস বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। এই

ধারাদি ষট্পদ্মান্ ত্যক্ত্বা ব্রহ্মনাড্যাঃ সহস্রদলপদ্মং সমা-
গত্য পরমরসময়শিবেন সার্দ্ধং অত্যর্থং শোভতে ইত্যর্থঃ।

স্থানে দেবদেব মহেশ্বর নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন। ইনি
নকুল নামে অভিহিত। ইহাঁর হ্রাস বা বৃদ্ধি নাই, ইনি
নিরন্তর বিলাসী।

স্থানস্যাস্য জ্ঞানমাত্রেণ নৃণাং
সংসারেঽস্মিন্ সম্ভবো নৈব ভূয়ঃ।
ভূতগ্রামং সন্ততাভ্যাসযোগাৎ
কর্ত্তুং হর্ত্তুং স্যাচ্চ শক্তিঃ সমগ্রা॥

যে স্থলে এই সহস্রদল পদ্ম বিরাজিত আছে, সেই স্থান
বিদিত হইলে আর সেই সাধককে পুনর্ব্বার সংসারধামে জন্ম
পরিগ্রহ করিতে হয় না। নিরন্তর এই জ্ঞানযোগ অভ্যাস
করিলে জীবের সৃষ্টিসংহারাদি করিবার সামর্থ্য জন্মে।

স্থানে পরে হংসনিবাসভূতে
কৈলাসনাম্নীহ নিবিষ্টচেতাঃ।
যোগী হতব্যাধিরধঃকৃতাধি-
রায়ুশ্চিরং জীবতি মৃত্যুমুক্তঃ॥

যে স্থলে কৈলাসসংজ্ঞক পরমহংস বিরাজিত আছেন,
সেই সহস্রার পদ্মে যে সাধক মনোনিবেশ করিতে পারেন,
তাঁহার আধি ব্যাধি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি
মৃত্যুর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া
থাকেন।

নিরন্তরকৃতধ্যানাজ্জগদ্বিস্মরণং ভবেৎ।

শিবে কীদৃশে স্বপ্ন নাম্নি স্বপ্না নাম সম্ভাবনা যস্য তাদৃশে। পুনঃ কীদৃশে প্রদীপ্তে প্রকৃষ্টদীপ্তিযুক্তে। দেবী কীদৃশী শুদ্ধসত্ত্বা শুদ্ধা নির্ম্মলা সত্ত্বা যস্যাস্তাদৃশী। তথাচ তস্যা বিনাশো নাস্তীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশী তড়িদিব বিদ্যুদিব বিলসৎশুদ্ধরূপং দেদীপ্যমানসূত্ররূপং স্বরূপং যস্যা বিদ্যুদিব দেদীপ্যমানসূত্রবৎ সূক্ষ্মা চ ইত্যর্থঃ। তদ্দীপ্যমানং মোক্ষানন্দরূপং মোক্ষনামানন্দস্বরূপং কর্ত্তৃ সহসা তৎক্ষণেন লক্ষণেন ক্রমেণ সূক্ষ্মতাং ঘটয়তি সূক্ষ্মনাম পরমশিবেন সার্দ্ধং উপভোগেষু সাপি কুণ্ডলিনী সূক্ষ্মা ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫৩॥

তদা বিচিত্রসামর্থ্যং যোগিনো ভবতি ধ্রুবং॥

নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতেই সাধকের হৃদয় হইতে জগৎ বিস্মৃত হইয়া যায়, তৎকালেই তিনি বিচিত্র শক্তি লাভ করেন।

তস্মাদ্গলিতপীযূষং পিবেদ্‌যোগী নিরন্তরং।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং বিধায় সঃ কুলং জিত্বা সরোরুহে।
অত্র কুণ্ডলিনীশক্তির্লয়ং যাতি কুলাভিধা।
তদা চতুর্ব্বিধা সৃষ্টির্লীয়তে পরমাত্মনি॥

সহস্রার পদ্ম হইতে যে পীযূষধারা বিগলিত হয়, সাধক নিরন্তর তাহা পান করেন, সুতরাং তিনি মৃত্যুরও মৃত্যু বিধান করত কুলজয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে দেহপাত করেন। সহস্রার কমলে কুলকুণ্ডলিনী বিলীনা হন, তদনন্তর চতুর্ব্বিধ সৃষ্টিও পরমাত্মাতে বিলীন হইয়া যায়।

উল্লিখিত শুদ্ধস্বভাব, বিদ্যাবিলাসিনী, সূক্ষ্মতত্ত্বস্বরূপিণী কুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্মান্তর্গত স্বয়ম্ভুলিঙ্গ, হৃদয়কমলান্তর্গত বাণাখ্য লিঙ্গ, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থ ইতরলিঙ্গ এবং চিত্রিণীর মধ্যস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর অন্তর্গত ষট্‌পদ্ম ভেদ করত সহস্রদল পদ্মে একত্রিত হইয়া সমুদ্ভাসিত হইতেছেন। সূক্ষ্মলক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে বিদিত হইতে পারিলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইতে পারে। ৫৩।

নীত্বা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসাং জীবেন সার্দ্ধং

মোক্ষে ধামনি শুদ্ধপদ্মসদনে শৈবে পরে স্বামিনি
ধ্যায়েদিষ্টফলপ্রদাং ভগবতীং চৈতন্যরূপাং পরাং,
যোগীশো গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সমাধৌ যুতঃ॥

নীত্বেতি। সুধীঃ পণ্ডিতঃ তাং কুলকুণ্ডলীং জীবেন জীবাত্মনা সার্দ্ধং মোক্ষদায়কে ধাম্নি স্থানে শুদ্ধপদ্মসদনে সহস্রদলপদ্মস্বরূপগৃহে নীত্বা ইষ্টফলপ্রদাং অভিমতফলদাত্রীং ভগবতীং পরে শ্রেষ্ঠে স্বামিনি পরমশিবে ধ্যায়েৎ। কীদৃশীং চৈতন্যরূপাং। পুনঃ কীদৃশীং পরাং শ্রেষ্ঠাং। শুদ্ধপদ্মসদনে কীদৃশে শিবে শিবো দেবতা যস্য তাদৃশে। যোগীশ্রেষ্ঠঃ কীদৃশঃ গুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী গুরুদেবস্য পাদপদ্মদ্বয়াবলম্বনশীলঃ। পুনঃ কীদৃশঃ সমাধৌ যুতঃ ধ্যানে যত্নযুক্তঃ॥ ৫৪॥

গুরুচরণপরায়ণ বুদ্ধিমান্ যোগযুক্ত সাধক নবরসের আধারভূতা সেই মূর্ত্তিমতী ভগবতী সদৃশী চৈতন্যরূপিণী, অভীষ্টদাত্রী, শ্রেষ্ঠা কুলকুণ্ডলিনীকে জীবাত্মা সহ সহস্রদল

পদ্মের মধ্যস্থ শৈবনিকেতনে আনয়ন করত একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবেন। ৫৪।

লাক্ষাভং পরমামৃতং পরশিবাৎ পীত্বা ততঃ কুণ্ডলী,
পূর্ণানন্দমহোদয়াৎ কুলপথান্মূলে বিশেৎ সুন্দরী।
তদ্দিব্যামৃতধারয়া স্থিরমতিঃ সন্তর্পয়েদ্দৈবতং,
যোগী যোগপরম্পরাবিদিতয়া ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং॥

লাক্ষেতি। ততস্তদনন্তরং সুন্দরী কুণ্ডলিনী লাক্ষাভং রক্তবর্ণং পরমামৃতং পরমশিবাৎ পীত্বা সম্ভোগং কৃত্বা পূর্ণানন্দমহোদয়াৎ সম্পূর্ণানন্দস্য মহান্ উদয়ো যস্মাৎ তাদৃশাৎ কুলপথাৎ ষট্চক্রমার্গাৎ পুনর্মূলে মূলাধারপদ্মে, বিশেৎ পুনর্ব্বারং মূলাধারং গচ্ছতীত্যর্থঃ। যোগী জনঃ স্থিরমতিঃ সন্ স্থিরবুদ্ধিঃ সন্ তদ্দিব্যামৃতধারয়া দিব্যামৃতবিশিষ্ট্যা ব্রহ্মাণ্ডস্থিতং দৈবতং সন্তর্পয়েৎ তৃপ্তিং জনয়তীত্যর্থঃ। অমৃতধারয়া কীদৃশ্যা যোগপরম্পরাবিদিতয়া যোগসমূহাভ্যাসাৎ জ্ঞেয়য়া॥ ৫৫

পরমশিব হইতে যে লাক্ষাবর্ণ পরমামৃত বিনির্গত হয়, সুন্দরী কুণ্ডলিনী তাহা পান পূর্ব্বক পূর্ণানন্দ প্রদান করেন এবং ষট্চক্রমার্গ দ্বারা পুনর্ব্বার মূলাধারকমলে প্রবিষ্ট হয়েন। স্থিরমতি যোগী যোগপরম্পরা দ্বারা সেই দিব্য সুধাধারা বিদিত হইয়া তদ্দ্বারা এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যগত পূর্ব্বোক্ত সুরবর্গের সন্তোষ বিধান করিবেন। অর্থাৎ যোগী ব্যক্তি এইরূপে ষট্চক্র পরিজ্ঞাত হইয়া দিব্য অমৃতধারা জানিতে পারিলেই তদীয় দেহাভ্যন্তরস্থ দেবগণ পরমা প্রীতি লাভ করেন। ৫৫

জ্ঞাত্বৈতৎক্রমমুত্তমং যতমনা যোগী সমাধৌ যুতঃ,
শ্রীদীক্ষাগুরুপাদপদ্মযুগলামোদপ্রবাহোদয়াৎ
সংসারে ন জনিষ্যতে ন হি কদা সংক্ষীয়তে সংক্ষয়ে,
পূর্ণানন্দপরম্পরাপ্রমুদিতঃ শান্তঃ সতামগ্রণীঃ ॥ ৫৬

জ্ঞাত্বৈতদিতি। যতমনা বশীকৃতচিত্তো যোগীজনঃ সমাধৌ যুতো ধ্যানাসক্তঃ সন্ উত্তমং এতদুক্তক্রমং ষট্‌-চক্রাণাং ক্রমং শ্রীযুক্তো যো দীক্ষাগুরুঃ ব্রহ্মদাতা তস্য পাদাবেব পদ্মযুগলং তদামোদপ্রবাহস্য উদয়াৎ গুরুচরণ-প্রতাপাদিতি যাবৎ সংসারে ন জনিষ্যতে তস্য জন্ম ন ভবতীত্যর্থঃ। কস্মিন্নর্থে কদা শব্দোঽব্যয়ং সংক্ষয়ে প্রলয়েঽপি তস্য ক্ষয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ। স জনঃ পূর্ণানন্দ-পরম্পরাপ্রমুদিতঃ পূর্ণানন্দশ্রেণ্যা হর্ষিতঃ সতাং সাধূনাং অগ্রণীঃ অগ্রগণ্যো ভবতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশঃ শান্তঃ শান্তিযুক্তঃ। ৫৬

যে সংযতচিত্ত যোগী গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান পূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করেন, যে নিয়তমনা বুদ্ধিমান্ যমনিয়-মাদি শিক্ষা দ্বারা এই সুগোপ্য ষট্‌চক্রভেদক্রম জানিতে পারেন, তিনি আর পুনর্ব্বার ভববন্ধনে বন্দীভূত হন না অর্থাৎ তাঁহাকে আর পুনরায় জন্ম ধারণ করিতে হয় না, প্রলয়সময়েও তাঁহার নিধন নাই, তিনি শান্তির আধার, শুদ্ধমনা ও সজ্জনকুলের অগ্রণী হইয়া থাকেন। ৫৬।

যোঽধীতে নিশি সন্ধ্যয়োরথ দিবা যোগী স্বভাব-স্থিতো,

মোক্ষজ্ঞাননিদানমেতদমলং শুদ্ধং সুশুদ্ধং ক্রমং।
শ্রীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী যতান্তর্ম্মনা-
স্তস্যাবশ্যমভীষ্টদৈবতপদে চেতো নরীনৃত্যতে॥৫৭

যোধীতে ইতি। যো যোগী স্বভাবস্থিত আশ্রিতদিব্যভা-বস্থঃ সন্ শ্রীমৎশ্রীগুরুপাদপদ্মযুগলালম্বী সদ্গুরুদেবপাদপদ্ম-দ্বয়নিবিষ্টচিত্তঃ সন্ অমলং উত্তমং এতৎক্রমং যোঽধীতে পূর্ণানন্দবিবর্ণিতষট্‌চক্রক্রমং নিশি রাত্রৌ সন্ধ্যয়োঃ প্রাতঃ-সায়মিতি সন্ধ্যাদ্বয়ে পক্ষান্তরে অথ দিবা দিবসে বা অধীতে পঠতি তস্য জনস্য চেতশ্চিত্তং কর্ত্তৃ অভীষ্টদৈবতপদে দেবতা চরণারবিন্দে অবশ্যং নরীনৃত্যতে অত্যন্তং নৃত্যতি। ক্রমং কীদৃশং মোক্ষজ্ঞাননিদানং মুক্তিজনকজ্ঞানস্যাদিকারণং। পুনঃ কীদৃশং শুদ্ধং শাস্ত্রসম্মতং। পুনঃ কীদৃশং সুশুদ্ধং শোভনপ্রকারেণ শুদ্ধং সর্ব্ববাদীসম্মতমিত্যর্থঃ। যোগী কীদৃশঃ যতান্তর্ম্মনা বশীকৃতচিত্ত ইত্যর্থঃ॥৫৭

এই ষট্‌চক্রক্রম মুক্তিজ্ঞানের একমাত্র কারণ, বিশুদ্ধ-শাস্ত্রানুমোদিত ও অতীব গোপনীয়। যে গুরুচরণপরায়ণ যোগী নিয়তমনা হইয়া ইহা বিদিত হইতে পারেন, আর যে যোগী মনোযোগ সহকারে দিবা নিশি ও সন্ধ্যা সকল সময়েই ইহা পাঠ করেন, তিনি ইষ্টদেবের পাদপদ্মে আনন্দ লাভ করেন সন্দেহ নাই, অর্থাৎ তদীয় অন্তর অবিরল নিত্যামোদে আমোদিত থাকে। ৫৭।

ইতি ষট্‌চক্র-নিরূপণ সমাপ্ত।

অথর্ব্ববেদীয়-

ক্ষুরিকোপনিষৎ।

——000——

স্বয়ম্ভূরুবাচ।

ওঁ ক্ষুরিকাং সংপ্রবক্ষ্যামি ধারণাযোগসিদ্ধয়ে।
যাং প্রাপ্য ন পুনর্জ্জন্ম যোগযুক্তস্য জায়তে॥ ১

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস। আমি তোমার নিকট ধারণাযোগ সিদ্ধির জন্য * ক্ষুরিকা কীর্ত্তন করিতেছি। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে যোগযুক্ত ব্যক্তিকে আর পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। ১।

* ধারণা—যোগ অষ্টবিধ, সুতরাং যোগ অষ্টাঙ্গ বলিয়াই কীর্ত্তিত আছে। যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ক্ষুরিকা অর্থাৎ ক্ষুরিকোপনিষৎ। জ্ঞানপ্রতিপাদক সংহিতাকেই ক্ষুরিকোপনিষৎ বলা যায়। যে জ্ঞান দ্বারা সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মসমীপে গমন করা যায়, যে গ্রন্থে সেই জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ আছে, তাহারই নাম ক্ষুরিকোপনিষৎ।

বেদতত্ত্বার্থবিহিতং যথোক্তং হি স্বয়ম্ভুবা।
নিঃশব্দং দেশমাস্থায় তত্রাসনমথাস্থিতঃ ॥ ২

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা যেরূপ বেদোদিত ও তত্ত্বার্থবিহিত উপদেশ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে যোগী ব্যক্তি যোগ সাধনার্থ নিঃশব্দ স্থানে * অবস্থান পূর্ব্বক তথায় আসনানুষ্ঠান করিবেন। ২। ×

---

* নিঃশব্দস্থানে—জনশূন্য প্রদেশে।

+ এখানে আসনানুষ্ঠান বলিতে পদ্মাসনানুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যোগশিক্ষার প্রথমেই পদ্মাসনবদ্ধ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যেরূপে পদ্মাসন করিতে হয় তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা ঊরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
ঊরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যেব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং॥

অর্থাৎ বাম ঊরুর উপরে দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ ঊরুর উপর বাম পাদ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান করিয়া রাখিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি সংস্থাপন পূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করিবে। আর চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া যথাশক্ত্যনুসারে বায়ু অল্পে অল্পে পূরণ করত অবিরোধে

কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহৃত্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মাত্রাদ্বাদশযোগেন প্রণবেন শনৈঃ শনৈঃ।
পূরয়েৎ সর্ব্বমাত্মানং সর্ব্বদ্বারং নিরুধ্য চ॥ ৩

যোগানুষ্ঠানের প্রথমে যেরূপে প্রাণায়াম করিতে হয় অধুনা তাহাই বর্ণিত হইতেছে।—কূর্ম্মবৎ সর্ব্বাঙ্গ সঙ্কোচ করিয়া মনকে হৃদয়াভ্যন্তরে নিরোধ পূর্ব্বক দেহস্থ সর্ব্বদ্বারকে রুদ্ধ করত দ্বাদশমাত্রাযোগে প্রণব দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ সর্ব্ব-শরীর বায়ুতে পরিপূর্ণ করিতে হয়। ৩। *

উরোমুখকটিগ্রীবি কিঞ্চিৎ হৃদয়মুন্নতং।
প্রাণান্ সংধারয়েত্তস্মিন্ নাসাভ্যন্তরচারিণঃ॥ ৪

যথাশক্তি ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ যথাশক্তি রেচন করিবে। ইহা-কেই পদ্মাসন কহে। ইহা দ্বারা সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়।

* ইহার তাৎপর্য্যে যেন কেহ এরূপ মনে না করেন যে, কূর্ম্মবৎ দেহমধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবিষ্ট করাইতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে যে অঙ্গের যে যে গুণ, তাহার সংহার করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করিতে হয়। আর মনকে হৃদয়াভ্যন্তরে নিরোধ পূর্ব্বক ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য চিন্তা বিসর্জ্জন করিয়া স্থিরচিত্ত হইবে। দ্বাদশমাত্রাযোগে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, সায়াহ্ন ও মধ্যরাত্রি এই চারি সময়ে প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রত্যেক বারেই দ্বাদশবার পূরণ, দ্বাদশবার কুম্ভক ও দ্বাদশবার রেচন করিবে।

যখন উল্লিখিতরূপে বায়ুধারণ করিবে, তৎকালে উরঃস্থল (বক্ষঃ প্রদেশ) মুখ, কটি, স্রাবি, (গুহ্য) ও হৃদয় * ঈষদুন্নত করত নাসাযুগলের অভ্যন্তরচারী প্রাণানিলকে হৃদয়ে ধারণ করিবে। ৪

ভূত্বা তত্রায়তপ্রাণঃ শনৈরেব সমুচ্ছ্বসেৎ।
স্থিরমাত্মদৃঢ়ং কৃত্বা অঙ্গুষ্ঠে তু সমাহিতঃ॥ ৫

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে পূরকের লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া অধুনা রেচকের লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন।—উপরোক্তরূপে পূরক দ্বারা আয়তপ্রাণ × সাধক সমাহিত হইয়া কলেবর দৃঢ় ও চিত্তকে স্থির করত অঙ্গুষ্ঠযোগে এক নাসাপুট পীড়ন পূর্ব্বক শনৈঃ শনৈঃ পূরিত বায়ু রেচন করিবে। ৫।

দ্বে গুল্‌ফে তু প্রকুর্ব্বীত জঙ্ঘে চৈব ত্রয়স্ত্রয়ঃ।
জানুনী দ্বে তথোরূ দ্বে গুদে শিশ্নে ত্রয়স্ত্রয়ঃ।
প্রাণায়তনং তত্র নাভিদেশে সমাশ্রয়েৎ॥ ৬

---

* বক্ষঃপ্রদেশ ও হৃদয় বলাতে সহসা অনেকেই বিবেচনা করিতে পারেন যে, দুইবার এক স্থানের নামোল্লেখ হইল কেন? বস্তুতঃ তাহা নহে। বক্ষঃস্থলে ও হৃদয়ে অনেক প্রভেদ আছে। অর্থাৎ নাভির ঊর্দ্ধ দশাঙ্গুলান্তর স্থানকে হৃদয় বলে আর তদূর্দ্ধ অষ্টাঙ্গুলান্তর স্থানের নাম বক্ষঃ।

+ আয়ত প্রাণ অর্থাৎ বায়ুপূর্ণদেহ।

প্রণবযোগে যে যে অঙ্গে যত সংখ্যক ন্যাস করিতে হয়, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—গুল্‌ফযুগলে দুইবার, জঙ্ঘা-যুগলে তিন তিনবার, জানুযুগলে বারদ্বয়, ঊরুযুগলে বারদ্বয় এবং শিশ্নে ও গুহ্যে তিন তিনবার ন্যাস করিয়া নাভিস্থলে প্রাণায়তনকে সমাশ্রিত করিবে। ৬।

তত্র নাড়ী সুষুম্না তু নাড়ীভির্দশভির্বৃতা।
অত্র পীতাশ্চ রক্তাশ্চ কৃষ্ণাস্তাম্রাতিলোহিতাঃ ॥৭

অধুনা নাভিস্থিতা নাড়ী বর্ণন করা যাইতেছে।—সেই স্থানে সুষুম্না নাম্নী নাড়ী অপর দশসংখ্য নাড়ী দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে। সেই সকল নাড়ীর মধ্যে কেহ পীতবর্ণ, কেহ রক্তবর্ণ (সিন্দূরের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট) কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ তাম্রবর্ণ (লাক্ষাবৎ বর্ণবিশিষ্ট) এবং কেহ বা অতি লোহিতবর্ণ অর্থাৎ দাড়িম্বপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ৭।

অতিসূক্ষ্মাশ্চ তন্বীশ্চ শুক্লাং নাড়ীং সমাশ্রয়েৎ।
তত্র সঞ্চারয়েৎ প্রাণানূর্ণনাভীব তন্তুনা ॥ ৮

ঐ সকল নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না, ইড়া, পিঙ্গলা, পূষা, যশস্বিনী, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, অলম্বুষা, কুহূ ও শঙ্খিনী এই সকল নাড়ী অতীব সূক্ষ্ম এবং তন্বী। * ঐ সকল নাড়ীর মধ্যে শুক্ল নাড়ীকেই (সুষুম্নাকেই) আশ্রয় করিতে হয়। কারণ তন্তুদ্বারা ঊর্ণনাভির ন্যায় সুষুম্নারন্ধ্রেই যাবতীয় প্রাণের সঞ্চার হইয়া থাকে। ৮।

---

* তন্বী—সমস্তদেহব্যাপিনী।

ততো রক্তোৎপলাভাসং হৃদয়ায়তনং মহৎ।
দহরং পুণ্ডরীকন্তদ্বেদান্তে চ নিগদ্যতে॥ ৯

সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে যে প্রাণবায়ু বিচরণ করে, হৃদয়ই সেই বায়ুর একমাত্র স্থান, সুতরাং অধুনা সেই হৃদয়ের স্বরূপ বলা যাইতেছে।— সেই মহৎ হৃদয়প্রদেশ রক্তোৎপল-সন্নিভ, এই জন্যই উহাকে পুণ্ডরীক বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। আর বেদান্তে এই হৃদয়ই দহর বলিয়া বর্ণিত আছে। ৯।

তদ্ভিত্ত্বা কণ্ঠমায়াতি নাং নাড়ীং পূরয়েদ্ধৃদি।
মনসস্তু পরং গৃহ্য সুতীক্ষ্ণং বুদ্ধিনির্ম্মলং॥ ১০

সুষুম্না নাড়ী সেই হৃদয়প্রদেশকে ভেদ পূর্ব্বক কণ্ঠস্থলে গমন করিয়াছে। সেই নাড়ীতে বায়ু সঞ্চারিত করত পুনর্ব্বার হৃদয়কে যোগে পূর্ণ করিতে হয়। বিমলবুদ্ধিরূপ তীক্ষ্ণাস্ত্র যোগে নাড়ীগ্রন্থি ছেদন পূর্ব্বক মনকে পরমস্থানে গৃহীত করিবে। ১০।

পাদস্যোপরি যম্মর্ম্ম তদ্রূপং নাম চিন্তয়েৎ।
মনোধারেণ তীক্ষ্ণেণ যোগমাশ্রিত্য নিত্যশঃ॥১১

পাদোপরিস্থ মর্ম্মের স্বরূপ ধ্যান করিবে এবং ক্রমে ক্রমে মনোযোগ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা সেই মর্ম্মকে ছেদন করিবে অর্থাৎ যেরূপ জঙ্ঘামর্ম্ম ছেদন করিলে নিশ্চলতা জন্মে, সেইরূপ বুদ্ধিযোগে মনোগতিকে ছেদন পূর্ব্বক নিশ্চল করিবে। ১১

ইন্দ্রবজ্রমিতি প্রোক্তং মর্ম্মজঙ্ঘানুকীর্ত্তনং।
তদ্ধ্যানবলযোগেন ধারণাভির্নিকৃন্তয়েৎ॥ ১২

যাহা দ্বারা মনের গমনাগমন হয়, তাহাকেই মনের জঙ্ঘামর্ম্ম কহে। এই জঙ্ঘামর্ম্ম ইন্দ্রবজ্রশব্দে অভিহিত। জঙ্ঘাছেদন করিলে মনুষ্য যেমন নিশ্চল হয়, তদ্রূপ ধ্যান-বলযোগ দ্বারা ও ধারণাযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সেই ইন্দ্র-বজ্রাখ্য মনের জঙ্ঘামর্ম্মকে ছেদন করিবে অর্থাৎ এই প্রকারে মনের গতিকে ছেদন করিলেই যোগী নিশ্চল হইতে পারে। ১২।

ঊর্বোর্ম্মধ্যে তু সংস্থাপ্য মর্ম্মপ্রাণবিমোচনং।
চতুরভ্যস্য যোগেন ছিন্দেদনভিশঙ্কিতঃ॥ ১৩

তদনন্তর মুক্তমর্ম্ম প্রাণকে ঊরুযুগলের মধ্যে রাখিয়া চতুর্ব্বিধ যোগদ্বারা নিঃশঙ্কচিত্তে সেই মর্ম্মকে ছেদন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই চতুর্ব্বিধ যোগ দ্বারা নাভির অধোদেশ পর্য্যন্ত দেহকে একেবারে নিশ্চেষ্ট করিয়া উর্দ্ধগত পরমাত্মাকে জীবাত্মা সহ একত্র করিতে সযত্ন হইবে। অর্থাৎ দেহকে নিশ্চেষ্ট ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে তেজোহীন করিয়া যোগাবলম্বন করিতে হয়। ১৩।

ততঃ কণ্ঠান্তরে যোগী সমূহে নাড়ীসঞ্চয়ং।
একোত্তরং নাড়ীশতং তাসামেকা বরা স্মৃতা।
সুষুম্না তু পরে লীনা বিরজা ব্রহ্মচারিণী॥ ১৪

অনন্তর যে স্থানে নাড়ীপুঞ্জের সঞ্চয় হয়, যোগী সেই কণ্ঠপ্রদেশে মনকে আনয়ন করিবেন অর্থাৎ কণ্ঠপ্রদেশে যে বিশুদ্ধাখ্য চক্র বিরাজিত আছে, সেই স্থানেই মনোনিবেশ করিতে হয়। এক শত একটী নাড়ী হৃদয় হইতে নির্গত হইয়া কণ্ঠদেশে গমন করিয়াছে, তন্মধ্যে সুষুম্নাই সর্ব্বপ্রধানা এবং বিমলা, ব্রহ্মস্বরূপিণী ও পরমাত্মাতে বিলীনা। ১৪।

ইড়া তিষ্ঠতি বামেন পিঙ্গলা দক্ষিণেন বৈ।
তয়োর্ম্মধ্যে পরং স্থানং যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১৫

উপরোক্ত সুষুম্নার বামদিকে ইড়া নাম্নী নাড়ী এবং দক্ষিণদিকে পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত আছে। এই ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই পরমাত্মার অধিষ্ঠান স্থান অর্থাৎ এই স্থানেই সুষুম্না নাড়ী বিরাজমানা রহিয়াছে। যিনি ইহা অবগত হইয়াছেন, তাঁহাকেই প্রকৃত বেদবিৎ বলা যায়। ১৫

দ্বাসপ্ততিসহস্রাণি প্রতিনাড়ীষু চৈতি যৎ।
ছিদ্যতে ধ্যানযোগেন সুষুম্নৈকা ন ছিদ্যতে ॥ ১৬

মানবদেহে দ্বিসপ্ততিসহস্র সংখ্যক নাড়ী বিদ্যমান আছে। ধ্যানযোগরূপ অস্ত্র দ্বারা সেই সকল নাড়ীকে ছেদন করিবে, কিন্তু একমাত্র সুষুম্নাকে ছেদন করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নাড়ীপুঞ্জমধ্যে প্রাণ সহ জীবের যে গতি হয়, সেই গতির অবরোধ করিবে। ১৬।

যোগনির্ম্মলসারেণ ক্ষুরেণানলবর্চ্চসা।
ছিন্দেৎ নাড়ীশতং ধীরঃ প্রভাবাদিহ জন্মনি ॥ ১৭

ধীর যোগী যোগরূপ নির্ম্মল লৌহময়, অগ্নিতেজা ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা ইহ জন্মেই যোগপ্রভাবে নাড়ীশত ছেদন করিতে পারেন অর্থাৎ সকল নাড়ীতেই জীবের সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত নাড়ীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া কেবলমাত্র সুষুম্নাদ্বার পরিষ্কৃত রাখিবে। এই সুষুম্নাই যাবতীয় নাড়ীর মূল, সুতরাং ঐ নাড়ীতে অখিল নাড়ী সংযুক্ত করত বহিশ্চেষ্টা-শূন্য হইয়া কেবলমাত্র আত্মাকে ধ্যান করিবে। এই প্রকারে সুষুম্নাপথে মনোনিবেশ করিলে একজন্মেই যোগীর ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। ১৭

জাতিপুষ্পসমো যোগী যথা পাস্যতি বৈ তিলং।
এবং শুভাশুভৈর্ভাবৈঃ স নাড়ীনাং বিভাবয়েৎ॥

জাতী প্রভৃতি কুসুমের গন্ধ যেরূপ মকরন্দ সহকারে তিলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ শুভাশুভ ভাবদ্বারা যোগীও নাড়ী বিভাবনা করিবে অর্থাৎ সেইরূপ ভাব দ্বারা যোগী ব্যক্তির শুভাশুভ জ্ঞানপ্রবিষ্ট হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদ্রেক করিয়া দেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি যাবতীয় নাড়ীতে মনের গতি হয়, তাহা হইলে আর তাহাকে তত্ত্বমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না। ১৮।

তদ্ভাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে পুনর্জ্জন্মবিবর্জ্জিতাঃ।
ততো বিজিতচিত্তস্তু নিঃশব্দং দেশমাস্থিতঃ॥ ১৯

সাধকের চিত্ত এই প্রকারে যোগভাবিত হইলে আর তাঁহাকে পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। সাধক এইরূপে সমাহিতমনা হইয়া নিঃশব্দ স্থানে অবস্থান করিবেন। ১৯।

নিঃসঙ্গঃ সর্ব্বযোগজ্ঞো নিরপেক্ষঃ শনৈঃ শনৈঃ।
পাশং ছিত্ত্বা যথা হংসো নির্ব্বিশঙ্কং সমুৎপতেৎ॥

এই প্রকারে সর্ব্বযোগবিৎ যোগী নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ হইয়া শনৈঃ শনৈঃ মায়াপাশ ছেদন পূর্ব্বক হংসবৎ নির্ব্বিশঙ্ক-চিত্তে গগনে উৎপতিত হইবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যোগী ব্যক্তি এইরূপে জনসঙ্গ ও ইন্দ্রিয়সঙ্গবর্জ্জিত এবং সর্ব্ববিষয়ে অপেক্ষারহিত হইলেই হংসাদি পক্ষীরা যেমন পাশ ছেদন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে আকাশে উৎপতিত হয়, সেই-রূপ মায়াপাশ ছেদন করিয়া পরব্রহ্মে গমন করেন। ২০। *

* মায়াপাশ ছেদন করিতে না পারিলে মুক্তি লাভের বা ব্রহ্মতা লাভের আশা নাই। শাস্ত্রান্তরেও বর্ণিত আছে যথা—

সর্ব্বং ব্যাপ্তং রাক্ষসীব গ্রসতে নিত্যমেব তু।
ভেদাৎ যস্যাঃ পরপ্রাপ্তিরভেদাৎ পঙ্কসন্নতা॥

অর্থাৎ মায়া আকাশ পাতাল পরিব্যাপ্ত করত রাক্ষসীর ন্যায় সমস্ত গ্রাস করিয়া রহিয়াছে। ইহার ভেদ হইলেই পরম পদ লক্ষিত হয়। ভেদ করিতে না পারিলে ইহার দুরন্ত ও দুরত্যয় বেগে পঙ্কপতিত হস্তীর ন্যায় একবারেই মগ্ন ও অব-সন্ন হইতে হয়। বস্তুতঃ মায়া জগৎকে কুলালচক্রে পতিতবৎ সর্ব্বদা ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। এই জন্য জীবের মন বুদ্ধি সর্ব্বদাই চঞ্চল, সহজে স্থির হইতে পারে না।

ছিন্নপাশাস্তথা জীবো সংসারং তরতে সদা।
থা নির্ব্বাণকালে তু দীপো দগ্ধ্বা লয়ং ব্রজেৎ॥২১

দীপ যেরূপ নির্ব্বাণকালে তদ্বর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, মুক্তপাশ জীবও সেইরূপ সংসার হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দশকলাত্মক মণ্ডলাকার মহাগ্নিকে কেহ দখিতে পায় না, উহা ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত আছে। দীপ যৎকালে নির্ব্বাণ হয়,তখন বর্ত্তিকে দগ্ধ করিয়া সেই মহাগ্নিতে লয় পাইয়া থাকে। এইরূপ তুরীয়াখ্য ধাম-স্বরূপ পরব্রহ্মকেও কেহ দেখিতে পায় না,তিনিও জ্যোতিঃরূপী

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

লোকে যেরূপ লৌহময় শৃঙ্খল দ্বারা কিম্বা স্বর্ণময় শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হয়, সেইরূপ জীব শুভ বা অশুভ কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি।

যাবৎ শুভাশুভ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়, অর্থাৎ যাবৎ মায়াপাশ ছেদন করিয়া নির্ম্মম হইতে না পারে, তাবৎ শতকল্পেও মুক্তিলাভের সম্ভব হয় না।

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি॥

যাবৎ জ্ঞান লাভ না হয়, তাবৎ সতত কর্ম্মানুষ্ঠান এবং শত শত কষ্ট করিলেও মুক্তি লাভ হয় না।

মণ্ডলাকার। জীব মায়াপাশ ছেদন করিলে সংসারবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সেই পরব্রহ্মে বিলীন হইয়া থাকে। ২১।

তথা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যোগী দগ্ধ্বা লয়ং ব্রজেৎ।
প্রাণায়ামস্তুতীক্ষ্ণেণ মাত্রাধারেণ যোগবিৎ।
বৈরাগ্যোপলপৃষ্ঠেন ছিত্ত্বা তন্তুন্ন বধ্যতে॥ ২২

যোগী ব্যক্তি এই প্রকারে যোগবলে সর্ব্বকর্ম্ম দহন করত লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যোগবিৎ ব্যক্তি বৈরাগ্যরূপ পাষাণতলে মায়াতন্তু স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণায়ামরূপ সুতীক্ষ্ণ মাত্রাধার দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক ভববন্ধহইতে মুক্ত হইবেন অর্থাৎ প্রাণায়ামবলে, মায়ারজ্জু ছেদন করিলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ২২।

সমাপ্তেয়ং অথর্ব্ববেদীয়া ক্ষুরিকোপনিষৎ।

শ্রীশ্রীরামগীতা।

নমো ভগবতে সীতাপতয়ে রামচন্দ্রায়।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ততো জগন্মঙ্গলমঙ্গলাত্মনা
বিধায় রামায়ণকীর্ত্তিমুত্তমাম্।
চচার পূর্ব্বাচরিতং রঘূত্তমো
রাজর্ষিবর্য্যৈরভিসেবিতং পুরা ॥ ১ ॥

অথ ভগবান্ শিবো রামলক্ষ্মণসম্বাদব্যাজেন পরতত্ত্বমুপদেষ্টুমাহ তত ইতি। জগতাং যানি মঙ্গলানি আনন্দাস্তেষামুপজীব্যভূতং মঙ্গলং ব্রহ্মানন্দঃ স এবাত্মা স্বরূপং তেন তস্যৈবানন্দস্যান্যানি মাত্রামুপজীবন্তি ইতি শ্রুতেঃ। মঙ্গলানাং চ মঙ্গলং ইতি স্মৃতেশ্চ। কিঞ্চ জগতাং মঙ্গলং কল্যাণং যস্মাত্তাদৃশঃ কল্যাণরূপ আত্মা মূর্ত্তিস্তয়া উত্তমাং শ্রোত্রাদীনাং মোক্ষদত্বেনাত্যুত্তমাং রামায়ণকীর্ত্তিং বাল্মীক্যাদিকৃতনানাবিধরামায়ণপ্রবর্ত্তিকাং রাবণবধাদিজাং কীর্ত্তিং বিধায় স্থিতো রঘূত্তমঃ ততঃ সীতাপরিত্যাগানন্তরং পূর্ব্বৈঃ স্ববংশজৈরাচরিতং প্রজাপালনসৎকথাশ্রবণাদিকং কেবলং তৎপূর্ব্বজৈরেবাচরিতমিতি ন কিন্তু নৈরপি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠৈর্যথাভিসেবিতং তথা চচার কৃতবান্ ॥ ১

মহেশ্বর কহিলেন, * তদনন্তর রঘুপ্রবর রামচন্দ্র যাহা সংসারের মঙ্গলসকলেরও মঙ্গলের একমাত্র কারণ, সেই স্বরূপ দ্বারা চতুর্ব্বর্গদায়িনী রামায়ণকীর্ত্তি অবনীতলে প্রচারিত করত নিজ পূর্ব্বজগণের আচরিত প্রজাশাসন ও সৎকথা শ্রবণ প্রভৃতি অখিল কার্য্য ও অপরাপর নৃপশ্রেষ্ঠগণানুষ্ঠিত ক্রিয়াও সম্পাদন করিলেন। ১

সৌমিত্রিণা পৃষ্ট উদারবুদ্ধিনা
রামঃ কথাঃ প্রাহ পুরাতনীঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞঃ প্রমত্তস্য নৃগস্য শাপতো
দ্বিজস্য তির্য্যক্‌ত্বমথাহ রাঘবঃ॥ ২ ॥

উদারা গুরুদেববিশ্বাসলক্ষণমহাগুণবতী যদ্বা উদারা দানশীলা বুদ্ধির্যস্য তেন পুরাতনীঃ প্রাচীনরাজসম্বন্ধিনীঃ শুভাঃ ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণেত্রীঃ প্রমত্তস্য স্বগোমণ্ডলমিশ্রিতব্রাহ্মণগোদানাৎ প্রমত্তস্য নৃগস্য রাজ্ঞো দ্বিজস্য শাপাত্তির্য্যকত্ব-

---

* দেবাদিদেব মহাদেব রামলক্ষ্মণকথোপকথনচ্ছলে পরতত্ত্ববিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। রঘুনাথ রামচন্দ্র ভুবনবাসী মানববর্গের হিতকামী হইয়া অনুজ সৌমিত্রিসকাশে নিজমুখে মোক্ষসাধক তত্ত্বজ্ঞানবিষয় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইহা ভবাগ্নিসন্তপ্ত মানববর্গের হিতকর। দেবাদিদেব ভগবান্ শূলপাণি প্রথমতঃ পার্ব্বতীর নিকট, তদনন্তর ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদের নিকট এবং তৎপরে সৌতি নৈমিষতীর্থবাসী ঋষিসঙ্ঘের নিকট এই রামগীতা কীর্ত্তন করেন।

মাহ। তেনাজ্ঞানকৃতব্রহ্মস্বাপহারেণ পরমধার্ম্মিকস্যাপীদৃশ্য-বস্থেতি সর্ব্বথা ব্রহ্মস্ববিমুখতা ধর্ম্ম ইতি সূচিতম্ ॥ ২ ॥

একদা রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র উদারমতি (১) লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহার নিকট শুভা (২) পুরাতনী (৩) কথাসমস্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং নরপতি নৃগ বিপ্রশাপে যেরূপে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হন, তাহাও যথা-যথ বর্ণন করিয়াছিলেন। ২। (৪)

কদাচিদেকান্ত উপস্থিতং প্রভুং
রামং রমালালিতপাদপঙ্কজম্।

---

১ উদার—দাতা কিম্বা গুরু, দেবতা প্রভৃতিগণের উপর বিশ্বাসরূপ গুণসম্পন্ন।

২ শুভা—ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণেত্রী।

৩ পুরাতনী—প্রাচীনরাজসম্বন্ধিনী।

৪। পূর্ব্বকালে নৃগনামে ধর্ম্মপরায়ণ এক রাজা ছিলেন। তিনি অজ্ঞানে ব্রহ্মস্বহরণ করাতে যার পর নাই দুরবস্থাপন্ন হন। তিনি একসময়ে বিপ্রকরে ধেনুদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ধেনুসমূহের মধ্যে কোন ব্রাহ্মণের একটী গাভী মিশ্রিত ছিল, নরপতি তাহা জানিতে পারেন নাই। সুতরাং অজ্ঞানে ব্রহ্মস্ব হরণ করাতে নৃগ পাপে লিপ্ত হইলেন। এই হেতু ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপেই রাজার তির্য্যক্‌যোনি লাভ হয়। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ব্রহ্মস্ববিমুখতাই পরম ধর্ম্ম।

সৌমিত্রিরাসাদিতশুদ্ধভাবনঃ
প্রণম্য ভক্ত্যা বিনয়ান্বিতোঽব্রবীৎ॥ ৩

একান্তে বিজনে উপস্থিতং প্রাপ্তম্ বিনয়ান্বিতঃ সন্ ভক্ত্যা গুরুরয়মিতি বুদ্ধ্যা প্রণম্য অনেন গুরূপসদনপ্রকার উক্তঃ আসাদিতং শুদ্ধং ভাবনং ভাবনান্তঃকরণং যেন সঃ শুদ্ধান্তঃকরণ ইতি যাবৎ ভগবদ্ভক্তসংকথাশ্রবণেন শুদ্ধান্তঃ-করণ ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

একদা প্রভু রঘুনাথ একান্তে সমাসীন আছেন আর কমলারূপিণী জনকনন্দিনী তাঁহার চরণপদ্ম সেবা করিতেছেন, এমত সময়ে বিশুদ্ধচিত্ত সৌমিত্রি তৎসমীপে গমন পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে কহিতে আরম্ভ করিলেন। * ।৩।

ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশোঽসি নিরাকৃতিঃ স্বয়ম্।
প্রতীয়সে জ্ঞানদৃশাং মহামতে!
পাদাব্জভৃঙ্গাহিতসঙ্গসঙ্গিনাম্॥ ৪॥

---

* এখানে বিশুদ্ধচিত্ত শব্দে ভগবদ্ভক্তসংকথাশ্রবণ দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ বুঝিতে হইবে। আর ভক্তি সহকারে বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, লক্ষ্মণ মনে মনে এইরূপ জ্ঞান করিতেন যে, "এই রঘুবরই আমার একমাত্র গুরু।" এই জ্ঞানেই ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়াছিলেন।

হে মহামতে মহতী সর্ব্ববিষয়া মতির্যস্য তস্য সম্বোধনং ত্বং শুদ্ধবোধোঽসি অনবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপোঽসি সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি জীবানাং প্রতিবিম্বত্বাৎ অধীশোঽসি অন্তর্যামিত্বান্নিয়ন্তাসি বাস্তবভেদাভাবাচ্চ সর্ব্বাত্মত্বম্ ঔপাধিকভেদাচ্চ নিয়ন্তৃ নিয়ম্যভাবো বোধ্যঃ নিরাকৃতিঃ অস্মদাদিবৎ স্বার্জ্জিত কর্ম্মাধীনশরীরাকৃতিরহিতঃ নম্বেবং সর্ব্বৈঃ কথমেবং ন জ্ঞায়তে অত আহ জ্ঞানদৃশাং স্বয়মেবং প্রতীয়সে জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং বেদান্তবাক্যজাতং তদেব দৃক্ দর্শনসাধনং যেষাং তেষামিতি সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী তৈরিত্যর্থঃ তাদৃশঃ দৃক্লাভশ্চ ত্বদ্ভক্ত্যধীন ইত্যাহ পাদেতি ত্বচ্চরণকমলয়োর্ভৃঙ্গবদাহিতঃ কৃতঃ সঙ্গো যেন তাদৃশান্তঃকরণসঙ্গবতাং ত্বচ্চরণকমলসল্লগ্নান্তঃকরণবতামিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হে মহামতে! (১) আপনি শুদ্ধবোধস্বরূপ, (২) আপনিই শরীরিগণের আত্মা ও অধীশ্বর (৩) আপনি নিরাকৃতি, (৪) যে সকল জ্ঞানচক্ষু মহাত্মাদিগের মন ভবদীয় পাদপদ্মে ভৃঙ্গের ন্যায় সংলগ্ন হইয়াছে, কেবলমাত্র তাঁহারাই আপনার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন। ৪।

---

১ মহামতি—সর্ব্ববিষয়া মতি যাহার, তাহার নাম মহামতি।

(২) শুদ্ধবোধস্বরূপ—অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ।

(৩) অধীশ্বর—অন্তর্যামিত্ব হেতু নিয়ন্তা।

(৪) নিরাকৃতি—অস্মদাদিবৎ স্বার্জ্জিতকর্ম্মাধীনশরীরাকৃতিরহিত।

অহং প্রপন্নোস্মি পদাম্বুজং প্রভো!
ভবাপবর্গং তব যোগিভাবিতম্।
যথাঞ্জসাজ্ঞানমপারবারিধিং
সুখং তরিষ্যামি তথানুশাধি মাম্॥ ৫॥

অথ প্রার্থয়তে অহমিতি। ভবস্য সংসারস্যাপবর্গো নিবৃত্তির্যস্মাত্তাদৃশং তব পদাম্বুজং প্রপন্নোঽস্মি শরণং প্রাপ্তোঽস্মি। যোগিভাবিতং যোগিভিঃ সংসারমুক্তয়ে ভাবিতম্। অনেন তস্য ভবাপবর্গত্বে সদাচারপ্রমাণমুক্তম্ প্রার্থনীয়মাহ অপারবারিধিরূপং যদজ্ঞানং সংসারমূলকারণং যথাসুখমক্লেশেন তরিষ্যামি তথা মামনুশাধি শিক্ষয়। অপারবারিধিমিত্যনেন সপারপ্রসিদ্ধসমুদ্রাদ্ব্যতিরেক উক্তঃ অশক্যতরণতা অনেন ধ্বনিতা॥ ৫॥

হে প্রভো! আমি ভবদীয় যোগিভাবিত ও ভবাপবর্গস্বরূপ * পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলাম। আমি যাহাতে ঝটিতি অজ্ঞানরূপ অপার বারিধি সমুত্তীর্ণ হইতে পারি অর্থাৎ যাহাতে অপার বারিধিরূপ সংসারমূলকারণ অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, আপনি তদনুরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ৫

---

* যোগিভাবিত—যোগী ব্যক্তিরা সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির জন্য নিরন্তর যাহার ধ্যান করিয়া থাকেন। ভবাপবর্গস্বরূপ—সংসারবন্ধনের মুক্তিস্বরূপ।

শ্রুত্বাথ সৌমিত্রিবচোঽখিলং তদা
প্রাহ প্রপন্নার্ত্তিহরঃ প্রসন্নধীঃ।
বিজ্ঞানমজ্ঞানতমোপশান্তয়ে
শ্রুতিপ্রপন্নং ক্ষিতিপালভূষণঃ॥ ৬॥

অথোত্তরমবতারয়তি শ্রুত্বেতি। রামঃ সৌমিত্রিবচঃ শ্রুত্বা অথ শব্দো বাক্যালঙ্কারে তদা শ্রবণাব্যবহিতকালে এব প্রপন্নানাং ভক্তানামার্ত্তিং সংসারদুঃখং হরতি তাদৃশঃ প্রসন্না ভ্রমাদিহীনা ভক্তানুগ্রহপরা চ ধীর্যস্য স ক্ষিতিপালানাং রাজ্ঞাং ভূষণভূতো অজ্ঞানরূপতমস উপশান্তয়ে তদর্থং সম্বিরাষ্টঃ শ্রুতিভিঃ "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি-শ্রুতিভিঃ প্রপন্নং তৎফলকত্বেন বোধিতং বিজ্ঞানমাত্মতত্ত্ব-জ্ঞানমিতি সামান্যতঃ প্রথমং প্রাহ॥ ৬॥

প্রপন্নজনের দুঃখহারী, প্রসন্নমতি,* নৃপতিগণের অলঙ্কারস্বরূপ রঘুপ্রবর দাশরথি লক্ষ্মণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদীয় অজ্ঞানতিমির অপনোদনার্থ শ্রুতিপ্রতিপাদিত আত্মতত্ত্বজ্ঞান কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ৬।

শ্রীরাম উবাচ।

আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ
কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।

---

* প্রপন্নজনের দুঃখহারী অর্থাৎ যিনি ভক্তগণের সংসারদুঃখ হরণ করেন। প্রসন্নমতি—এখানে প্রসন্নশব্দে ভ্রমাদিশূন্য।

সমাপ্য তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ
সমাশ্রয়েৎ সদ্‌গুরুমাত্মলব্ধয়ে ॥ ৭ ॥

অথ তাদৃশজ্ঞানপ্রাপ্তয়ে ক্রমেণ বহিরঙ্গান্তরঙ্গসাধনান্যাহ আদাবিতি। স্ববর্ণাশ্রমেষু শাস্ত্রেণ বর্ণিতা যাঃ ক্রিয়া নিত্য-নৈমিত্তিকযজ্ঞদানাদিরূপাস্তাঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ প্রাপ্তান্তঃকরণশুদ্ধিঃ তৎপূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ তদনুষ্ঠানপূর্ব্বক-মেব উপাত্তানি সাধনানি শমদমাদীনি যেন তাদৃশঃ অনেন কর্ম্মণাং বহিরঙ্গত্বং শমাদীনামন্তরঙ্গত্বং স্ফুটমেবোক্তং কিঞ্চ শমদমবৈরাগ্যদার্ঢ্যপর্য্যন্তং কর্ম্মানুষ্ঠানমেবেতি সূচিতং ততস্তৎকর্ম্মানুষ্ঠানং সমাপ্য ত্যক্ত্বা সন্ন্যস্যেতি যাবৎ আত্ম-লব্ধায় আত্মজ্ঞানায় তৎফলকায় তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থবিচারায় সদ্‌গুরুং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠমিত্যাদিলক্ষণলক্ষিতং সমাশ্রয়েৎ সেবেত। অনেন ব্যুৎপত্তিবলেন স্বয়মেব বাক্যার্থবিচারঃ ক্রিয়মাণো ন ফলায়েতি সূচিতম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীরাম কহিলেন, হে সৌমিত্রে! প্রথমতঃ স্ব স্ব বর্ণ ও আশ্রমোচিত ক্রিয়া সমাপন করিয়া * যখন অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইবে, তখন শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক + অবশেষে আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির জন্য সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইবে। ৭।

---

* নিত্যনৈমিত্তিকাদি যজ্ঞদানাদিই বর্ণ ও আশ্র-মোচিত কর্ম্ম।

\+ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাবৎকাল শমদমাদির দৃঢ়তা-সাধন না হয়, তাবৎকাল কর্ম্মানুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিবে।

ক্রিয়া শরীরোদ্ভকহেতুরাদৃতা
প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ।
ধর্ম্মেতরৌ তত্র পুনঃ শরীরকং
পুনঃ ক্রিয়াচক্রবদীর্য্যতে ভবঃ॥ ৮॥

সংসারস্য ভ্রমিষচ্চক্ররূপত্বাত্তন্নিবৃত্তেশ্চ তৎকারণাজ্ঞান-নিবৃত্তিমূলকত্বাদজ্ঞাননিবৃত্তিশ্চ তত্বজ্ঞানৈকসাধ্যত্বাত্তত্ব-জ্ঞানস্য চ বেদান্তবিচারসাধ্যত্বাত্তদর্থং গুরুসমাশ্রয়ণমিত্যাহ ক্রিয়েতি। ভবঃ সংসারশ্চক্রবদ্বিপরিবর্ত্তমান ঈর্য্যতে কথ্যতে। তমেবোপপাদয়তি আদৃতা আদরপূর্ব্বং পূর্ব্ব-জন্মাজ্জিতা ক্রিয়া এতস্য শরীরোদ্ভবস্য জন্মনো হেতুঃ তত্র জন্মনি সুরাগিণো বিষয়াভিলাষবতঃ তৌ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধৌ ধর্ম্মেতরৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রিয়াপ্রিয়ৌ সুখদুঃখজনকৌ ভবতঃ কস্যচিদধর্ম্মে এব সুখত্ববুদ্ধ্যা প্রবৃত্তিঃ কস্যচিদ্ধর্ম্মে এবং কদা-চিদিত্যপ্যূহ্যম্ এবং তত্রোৎপাদিতকর্ম্মণা পুনঃ শরীরং পুনঃ ক্রিয়া ইত্যেবং চক্রবদ্বিপরিবৃত্তিঃ যথা চক্রে ভ্রাম্যমাণে অধো-ভাগঃ কদাচিদুপরি উপরিতনশ্চাধঃ পুনরুপরি পুনরধ এবং জন্মক্রিয়য়োর্জ্জন্যজনকভাবেন পরিবৃত্তিরিতি বোধ্যম্॥ ৮।

এই সংসার চক্রের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ বিঘূর্ণিত হইতেছে। শরীরিগণ গতজন্মে সযত্নে যে যে ক্রিয়ার আচরণ করে, সেই সেই ক্রিয়াই তাহাদিগের পুনর্জ্জন্ম পরিগ্রহের কারণ হয়। বিষয়লিপ্সু ব্যক্তিগণের আচরিত ধর্ম্মাধর্ম্মই তাহা-দিগের সুখদুঃখের এবং বারম্বার জন্ম পরিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্যে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে

যে, যে সকল ব্যক্তি বিষয়-বাসনাতে সমাসক্ত, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম্ম, কেহ কেহ বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এই কারণেই জন্মান্তরে কেহ উচ্চকুলে এবং কেহ বা নীচ-কুলে দেহ ধারণ করিয়া থাকে আর ঐরূপ অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলেই পরজন্মে সুখদুঃখ উপভোগ করিতে হয়। এইরূপেই সংসার-রূপ চক্র নিরন্তর বিঘূর্ণিত হইতেছে। ৮।

অজ্ঞানমেবাস্থ হি মূলকারণং
তদ্ধানমেবাত্র বিধৌ বিধীয়তে।
বিদ্যৈব তন্নাশবিধৌ পটীয়সী
ন কর্ম্ম তজ্জং সবিরোধমীরিতম্ ॥ ৯ ॥

তস্য চাজ্ঞানমেব মূলমিত্যাহ অজ্ঞানমেবেতি। অত্র বিধৌ সংসারনিবৃত্তিলক্ষণে কর্ত্তব্যে অর্থে তদ্ধানমেব মূল-কারণত্বাদজ্ঞানহানিমেব বিধীয়তে সাধনত্বেনেতি শেষঃ। নমু কর্ম্মৈব তন্নাশকমস্তু কিং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ বিদ্যৈব জ্ঞানমেব তন্নাশবিধৌ মূলাজ্ঞাননাশনে পটীয়সী সমর্থা ন কর্ম্ম সমর্থমিতি শেষঃ। যতস্তৎ তজ্জং অজ্ঞানজং আত্মস্বরূপা-জ্ঞানজন্যদেহাদ্যভিমানজন্যত্বাৎ কর্ম্মণোঽজ্ঞানজন্যত্বং বোধ্যম্ নমু তজ্জন্যস্যাপি তন্নাশকত্বং বৃশ্চিককর্কট্যাদৌ দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য তজ্জন্যত্বং বা ন নাশকত্বে প্রয়োজকং কিন্তু সবিরোধত্বমেবে-ত্যাহ যৎ সবিরোধং তদীরিতং নাশকমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নিবৃত্তিমার্গোপলক্ষিত চিত্তশুদ্ধিবিষয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস-সাধনই কর্ত্তব্য; কেননা, অজ্ঞানই এই সংসারের আদি কারণ। কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া

থাকে। অনেকে এ প্রকার আশঙ্কা করিতে পারেন যে কর্ম্ম দ্বারাই অজ্ঞান ধ্বংস হইয়া থাকে, জ্ঞানের আবার আবশ্যক কি? ইহার উত্তর এই যে, তাহাও সম্ভব নহে। কর্ম্মদ্বারা অজ্ঞানের বিনাশসাধন নিতান্ত অসম্ভব। কেননা, অজ্ঞানজাত কর্ম্ম অজ্ঞানের বিরোধী হইতে পারে না। কেবলমাত্র অজ্ঞান-বিরোধী জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানের নিরাস হইতে পারে। ৯।

ন জ্ঞানহানির্ন চ রাগসংক্ষয়ো
ভবেত্ততঃ কর্ম্ম সদোষমুদ্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিরপ্যবারিতা
তস্মাদ্বুধো জ্ঞানবিচারবান্ ভবেৎ॥ ১০॥

অতএব কর্ম্মণা নাজ্ঞানহানিরিত্যাহ নাজ্ঞানেত্যাদি। যতঃ কর্ম্মণা বিরোধাভাবাজ্জ্ঞান্নাজ্ঞাননাশো নাপি রাগনাশো বস্তুতঃ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুনঃ সদোষং ক্ষয়িফলত্বাদিদোষবিশিষ্টং কর্ম্মৈবোদ্ভবেৎ কর্ম্মণশ্চ পুনঃ সংসার এবেতি ন মুক্তিং প্রত্যাশা ততস্তস্মাৎ বুধো বিবেকী জ্ঞানবিচারবান্ জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানং বেদান্তবাক্যং তদ্বিচারবান্ ভবেৎ॥ ১০॥

অজ্ঞানকে কখনও কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিনষ্ট করা যায় না এবং কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরও সম্ভব নাই; বরং তদ্দ্বারা দোষজনক কর্ম্মের সমুৎপত্তি হইতে পারে এবং পুনর্ব্বার অবারিত সংসারের উদ্ভব হয়। সুতরাং তাহাতে মোক্ষ প্রাপ্তির আশা নিতান্ত অসম্ভব। অতএব বিবেচক ব্যক্তি জ্ঞানবিচারবান্ হইতে সযত্ন হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,

যাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্তীচ্ছু, তাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানী হইতে অবশ্য যত্ন করিবেন। ১০।

নন্বু ক্রিয়া বেদমুখেন চোদিতা
যথৈব বিদ্যা পুরুষার্থসাধনং।
কর্ত্তব্যতা প্রাণভৃতঃ প্রচোদিতা
বিদ্যা সহায়ত্বমুপৈতি সা পুনঃ॥ ১১॥

ইদানীং জ্ঞানস্যৈব মোক্ষহেতুত্বং বক্তুং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়-বাদং দূষণায়ানুবদতি সার্দ্ধেণ নন্বিতি। নন্বিতি শঙ্কায়াং যথা বিদ্যা বেদমুখেন শ্রুতিপুরাণলক্ষণেন ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমি-ত্যাদিনা পুরুষার্থসাধনমুক্তা তথা "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। তথৈব জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতং।" ইত্যাদিনা ক্রিয়াপি তৎসাধনত্বেনোক্তা কিঞ্চ ক্রিয়া কর্ত্তব্যতা তৃতীয়ার্থে প্রথমা কর্ত্তব্যতয়া আবশ্যকে কৃতে অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া প্রচোদিতা নিত্যনৈমিত্তিকরূপা এবং চ তদকরণে প্রত্যবায়োৎপত্ত্যা জ্ঞানোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ তস্মাৎ সা পুনর্ব্বিদ্যায়াঃ সহায়ত্বং প্রাপ্নোতি ঘটে জননীয়ে যথা দণ্ডচক্রাদীনাং পরস্পরসহায়তা॥ ১১॥

যেমন তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষসাধন বলিয়া শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত আছে, সেইরূপ স্বকর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা করিলে মুক্তি প্রাপ্তি হয় ইত্যাদিপ্রকাশক শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা নিত্যত্ব-রূপে বিহিত কর্ম্মসমূহও পুরুষার্থসাধনরূপে বর্ণিত হয়। সুতরাং বিহিত কার্য্যানুষ্ঠান জীবকুলসম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চারের পরেও মোক্ষবিষয়ক জ্ঞানের সহায় হইয়া থাকে। ১১।

কর্ম্মাকৃতৌ দোষমপি শ্রুতির্জ্জগৌ
তস্মাৎ সদা কার্য্যমিদং মুমুক্ষুণা।
ননু স্বতন্ত্রা ধ্রুবকার্য্যকারিণী
বিদ্যা ন কিঞ্চিন্মনসাপ্যপেক্ষতে ॥ ১২ ॥

কর্ত্তব্যতেতি শ্লোক্তমেব বিবৃণোতি কর্ম্মেতি। "বীরহা বা এষ দেবানাং যোহগ্নিমুদ্বাসয়তে যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইতি শ্রুতিঃ। তত্র সিদ্ধান্তো শঙ্কতে নন্বিতি। ধ্রুবং স্থিরং কার্য্যমিদং পুরুষার্থমোক্ষজনিকা বিদ্যা যতঃ স্বতন্ত্রা বিনাপি সহায়েন স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থা যথা তেজস্তিমিরনিবর্ত্তনসমর্থং মনসাপি কিঞ্চিৎ সহায়ভূতং বস্তু নাপেক্ষতে তথা ফলে জননীয়ে সহায়ান্তরসম্ভাবনাপি নেতি ভাবঃ। অনেন বিদ্যাফলজননে নিরপেক্ষা স্বতন্ত্রাত্তেজোবদিত্যনুমানং সূচিতম্ ॥ ১২

কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে দোষ সঞ্চার হয়, ইহাও শ্রুতিতে বর্ণিত আছে, সুতরাং মোক্ষলিপ্সু ব্যক্তিগণ সর্ব্বথা কর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবে। কেননা, জ্ঞান কর্ম্মযোগীগণের অনপেক্ষ স্বাধীনরূপে মুক্তিসাধক নহে; অতএব নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানকেই অঙ্গস্বরূপে অপেক্ষা করিয়া থাকে। ১২।

ন সত্যকার্য্যোঽপি হি যদ্বদধ্বরঃ
প্রকাঙ্ক্ষতেঽন্যানপি কারকাদিকান্।
তথৈব বিদ্যা বিধিতঃ প্রকাশিতৈ-
র্বিশিষ্যতে কর্ম্মভিরেব মুক্তয়ে ॥ ১৩ ॥

সমুচ্চয়বাদী পরিহরতি নেতি। তদুক্তং নেত্যর্থঃ সত্যকার্য্যাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" ইত্যাদি বেদেন বোধিতঃ স্থিরকার্য্যোঽপি অধ্বরঃ যথান্যানাপি কারকাদিকান্ আরাদুপকারকপ্রয়াজাদ্যঙ্গানি দেশকালাদীনি চ প্রকাঙ্ক্ষতে তথা বিদ্যাপি "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিবিধিবাক্যতঃ তৎসমূহেন প্রকাশিতৈঃ কর্ম্মভিঃ সহিতৈব মুক্তয়ে বিশিষ্যতে ইত্যর্থঃ বিদ্যাফলদানে কর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গিত্বাৎ প্রয়াজাদ্যঙ্গাপেক্ষদর্শাদিবদিতি সৎপ্রতি পক্ষানুমানমনেন সূচিতম্॥ ১৩॥

যাহার কর্ম্মসমূহ সত্য, তদ্রূপ যজ্ঞ যেমন ক্রিয়ানির্ব্বাহক ক্রবাদি এবং দেশ, কাল প্রভৃতির প্রত্যাশা করে, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুরই বাসনা রাখে না, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানও কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদোক্ত নিত্যাদি কার্য্যকলাপের সহিত মোক্ষের নিমিত্ত সক্ষম হয়। ১৩।

কেচিদ্বদন্তীতি বিতর্কবাদিন-
স্তদপ্যসদ্ দৃষ্টবিরোধকারণাৎ।
দেহাভিমানাদভিবর্দ্ধতে ক্রিয়া
বিদ্যাগতাহঙ্কৃতিতঃ প্রসিদ্ধ্যতি॥ ১৪॥

তদনূদ্য সিদ্ধান্তী দূষয়তি কেচিদিতি যৎ কেচিৎ বিতর্কবাদিন ইতি জ্ঞানকর্ম্মণো সমুচ্চিত্য মুক্তিসাধনং বদন্তি তদপ্যসৎ যথা কেবলং কর্ম্ম মোক্ষসাধনমিত্যসত্তথা তন্মীলিতমিত্যপ্যসৎ তত্র হেতুর্দৃষ্টবিরোধকারণাৎ দৃষ্টো যো বিরোধঃ সর্ব্ব

লোকদৃষ্টবিরোধরূপাৎ কারণাত্তদসদিত্যর্থঃ বিরোধমেবাহ দেহাভিমানাৎ ক্রিয়া বর্দ্ধতে অনাত্মনি দেহাদাবাত্মত্বাভিঃ মানাৎ ক্রিয়াবৃদ্ধিঃ বিদ্যা তু গতাহঙ্কৃতিতঃ গতাহঙ্কৃতির্নশ্যতু তস্য নষ্টাহঙ্কৃতেঃ প্রসিধ্যতি সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ এবঞ্চাহ-ঙ্কারসত্তামূলকত্বাৎ ক্রিয়াদানয়োঃ সমুচ্চয়ো বিরুদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বিতর্কবাদীগণের মধ্যে অনেকে যেরূপ বর্ণন করেন, তাহাকেও সৎ বলা যায় না অর্থাৎ যেমন কেবল কর্ম্মকেই মুক্তিসাধন বলা যায় না, সেইরূপ জ্ঞান কর্ম্মের সমুচ্চয়কেও বিধেয় বলা যাইতে পারে না। কেন না, তাহাতে বিরোধ লক্ষিত হইয়া থাকে। দেহাভিমান দ্বারাই ক্রিয়ার বর্দ্ধন হয় আর সেই দেহাভিমান তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই বিনাশ পায়। ১৪।

বিশুদ্ধবিজ্ঞানবিরোচনাঞ্চিতা
বিদ্যাত্মবৃত্তিশ্চরমেতি ভণ্যতে।
উদেতি কর্ম্মাখিলকারকাদিভি-
র্নিহন্তি বিদ্যাখিলকারকাদিকম্ ॥ ১৫ ॥

অথ পূর্ব্বপক্ষ্যুক্তানুমানং দূষয়ন্ বিদ্যাস্বরূপমাহ বিশুদ্ধং বিজ্ঞানং যেভ্যস্তেষাং বেদান্তবাক্যানাং যদ্বিশেষণ রোচনং, ব্রহ্মাত্মনোরভেদাদ্যালোচনং বিচারস্তেনাঞ্চিতা প্রাপিতা যা চরমা আত্মবৃত্তিঃ ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ সা বিদ্যেতি ভণ্যতে বিদ্বদ্ভিরিতি শেষঃ। পুনঃ সমুচ্চয়বারণায় বিদ্যা-কর্ম্মণোর্বৈষম্যমাহ কর্ম্ম যজ্ঞাদি অখিলকারকাদিভিঃ কর্ত্তৃবা-কর্ম্মাদিভিরন্যৈশ্চ সহিতং সদুদেতি ফলোন্মুখং ভবতি

বিদ্যা পুনরখিলকারকাদি নিহন্তি তত্র কর্ত্তৃত্বাদিবুদ্ধিং নিহন্তি সকলব্যাপারপরিত্যাগেন ব্রহ্মণি সমাপ্তিহি বিদ্যা অতঃ স্বোৎপত্তৌ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মসাপেক্ষা স্বফলে জনয়িতব্যে তন্নিরপেক্ষৈবান্যথা বিদ্যাস্বরূপস্যৈব ভঙ্গাপত্তেরিতি পূর্ব্বপক্ষ্যুক্তহেতোরসিদ্ধিরিতি ভাবঃ ॥ ১৫

বেদান্তবিচারের চরমজ্ঞানই বিদ্যা বলিয়া অভিহিত অর্থাৎ বেদান্তোদিত বাক্যের বিচার দ্বারা যে চরম জ্ঞান জন্মে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বিদ্যা বলিয়া থাকেন। কর্ম্মদ্বারা অঙ্গসহ ফলভোগ লাভ হয় এবং বিদ্যা দ্বারা কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। * ১৫।

তস্মাত্ত্যজেৎ কার্য্যমশেষতঃ সুধী-
র্ব্বিদ্যাবিরোধান্ন সমুচ্চয়ো ভবেৎ।
আত্মানুসন্ধানপরায়ণঃ সদা
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিগোচরঃ ॥ ১৬ ॥

উপসংহরন্ মুমুক্ষোর্ব্বৃত্তিপ্রকারমাহ তস্মাদিতি। বিদ্যাবিরোধান্ বিদ্যায়াঃ কর্ম্মণা সহ বিরোধেন সমুচ্চয়ো ন ভবেৎ তস্মাৎ সুধীর্ম্মুমুক্ষুরশেষতঃ কর্ম্ম ত্যজেৎ কাম্যন্তু সর্ব্বথা ত্যাজ্যমেব নিত্যনৈমিত্তিকমপি যাবচ্চিত্তশুদ্ধি কর্ত্তব্যমেব ততোপি ব্রহ্মণি চিত্তস্থৈর্য্যপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যমেব ততস্তদনুসন্ধানং প্রতিবন্ধকত্বাৎ প্রয়োজনাভাবাচ্চ তদপি ত্যাজ্যমেবেতি ভাবঃ। ইদানীং মুমুক্ষুকর্ত্তব্যমাহ নিবৃত্তাঃ

---

* কর্ম্ম—যজ্ঞাদি। বিদ্যা—তত্ত্বজ্ঞান।

সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গোচরা বিষয়া শব্দাদয়ো যস্মাৎ তাদৃশঃ সন্ আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্যানুসন্ধানমেব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য তথাবিধো ভবেৎ অত্রেন্দ্রিয়প্রত্যাহারঃ কর্ত্তব্য-ত্বেনোক্তস্তেন তৎপূর্ব্বং প্রাণায়ামাদ্যর্থাদাক্ষিপ্তম্ ॥ ১৬

বিরোধ বশতঃ বিদ্যা ও কর্ম্মের সমুচ্চয় অসম্ভব, সুতরাং মুক্তিলিপ্সু ব্যক্তি সম্যক্ কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবে আর ইন্দ্রিয় গ্রামের বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া আত্মজ্ঞানী হইতে যত্ন করিবে। ১৬।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী-
স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মণাম্।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ
জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥১৭

রাগিবিরাগিভেদেন কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতেত্যাহ যাবদিতি। মায়য়া বিদ্যয়া শরীরাদিষ্বনাত্মসু আত্মধীরহঙ্কর্ত্তেত্যাদিরূপা যাবদ্ বর্ত্ততে তাবৎ বিধিবাদকর্ম্মণাং বিধির্যজেতেত্যাদি বাদঃ কর্ত্তব্যতাবোধকো যেষাং কর্ম্মণাং বিধেয়ো বরীবর্ত্তি তৎকর্ম্মতা তবেং তদপগমে তু তদখিলং জগন্নেতীতি বাক্যৈঃ অথাত আদেশো নেতিনেতীত্যাদিবাক্যৈর্নিষিধ্য মিথ্যাত্বেন নির্ণীয় তদ্বিলক্ষণতয়া সত্যত্বেন পরাত্মস্বরূপং জ্ঞাত্বা ক্রিয়াস্ত্যজেৎ নিরূপিতমেতৎ ॥ ১৭ ॥

যাবৎ এই অনাত্মভূত দেহে অবিদ্যাকৃত অহংবুদ্ধি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন বেদবিধিবিহিত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিবে আর ক্রমশঃ চিত্তের বিশুদ্ধি সমুৎপন্ন

হইলে ও পরমাত্মাকে বিদিত হইলে এই দৃশ্যমান অখিল জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। তৎকালেই ক্রিয়াসমূহ সম্যক্ রূপে পরিত্যাগ করিবে। ১৭

যদা পরাত্মাত্মবিভেদভেদকং
বিজ্ঞানমাত্মন্যবভাতি ভাস্বরম্।
তদৈব মায়া প্রবিলীয়তেঽঞ্জসা
সকারকাকারণমাত্মসংসৃতেঃ॥ ১৮

আত্মবিজ্ঞানে সত্যবশ্যমবিদ্যা নিবর্ত্তত ইত্যাহ যদেতি আত্মনি শুদ্ধে অন্তঃকরণে পরমাত্মন ঈশস্যাত্মনো জীবস্য চ যো বিভেদো মায়ান্তঃকরণরূপোপাধিদ্বয়কৃতো বিভেদো ভেদস্তস্য ভেদকং নাশকং ভাস্বরং প্রকাশশীলং যদ্বিজ্ঞানং ইতরবৃত্ত্যুপমর্দ্দনপূর্ব্বকং ব্রহ্মাকারাখণ্ডাবৃত্তির্যদাবভাতি অসম্ভাবনাদিতিরস্কারেণোদেতি তদৈবং সকারকা জন্মান্তরপ্রাপককর্ম্মসহিতা মায়া তত্তজ্জীবোপাধিভূতবিদ্যাঞ্জসা ঝটিতি বিলীয়তে নশ্যতি নন্থ তন্নাশোঽপি সংসারনাশঃ কথমতো মায়াবিশেষণং আত্মসংসৃতেঃ কারণং সংসারস্যোপাদানং কারণমেবঞ্চ তন্নাশে কার্য্যনাশো ভবত্যেবেতি ভাবঃ॥ ১৮॥

জ্ঞান ঈশ্বর এবং জীবের মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপ উপাধিদ্বয়কৃত রূপভেদের সংহারক এবং স্বয়ং প্রকাশরূপ। যৎকালে গুরুদেবের অনুকম্পায় সেই জ্ঞানপ্রাপ্তি হয়, তৎকালেই সংসারকারণ অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া থাকে। অজ্ঞান ধ্বংস হইলেই সংসারাদি বিনাশ পায়, সুতরাং

জ্ঞানব্যতীত মোক্ষ প্রাপ্তির অন্য উপায় আর কিছুই নাই। ১৮

শ্রুতিপ্রমাণাভিবিনাশিতা চ সা
কথং ভবিষ্যত্যপি কার্য্যকারিণী ?
বিজ্ঞানমাত্রাদমলাদ্দ্বিতীয়ত-
স্তস্মাদবিদ্যা ন পুনর্ভবিষ্যতি ॥ ১৯

উক্তমেবার্থং পুনর্দাঢ্যায়াহ শ্রুতীতি। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিশ্রুতিরূপৈঃ প্রমাণৈস্তজ্জনিতজ্ঞানেন নাশিতা সা অবিদ্যা কথমপি কার্য্যকারিণী ভবিষ্যতীতি কাকুরত্র সর্ব্বথা নেত্যর্থঃ অসতঃ কার্য্যকারিত্বাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। পুনশ্চ তস্যা নোদ্ভব ইত্যাহ বিজ্ঞানমাত্রাদিতি। অমলাদ্দ্বিতীয়তঃ শুদ্ধাদ্বিতীয়াত্মবিষয়কবিজ্ঞানমাত্রাদিতরাসহকৃতান্নিদিধ্যাসনপরিপাকজজ্ঞানাদ্যতো নষ্টা তস্মাৎ সা পুনর্ন ভবিষ্যতি রজ্জুজ্ঞানমূলকস্য সর্পস্য রজ্জুজ্ঞানেন নিবৃত্তস্য যথা ন পুনরুৎপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা কখন কখন কার্য্যকারিণী হইয়া থাকে, কিন্তু বিশুদ্ধ ও অদ্বিতীয় বিজ্ঞান দ্বারা বিনাশিত অবিদ্যা একেবারেই লোপ পায়। ১৯

যদি স্ম নষ্টা ন পুনঃ প্রসূয়তে
কর্ত্তাহমস্মেতি মতিঃ কথং ভবেৎ ?
তস্মাৎ স্বতন্ত্রা ন কিমপ্যবেক্ষতে
বিদ্যা বিমোক্ষায় বিভাতি কেবলা ॥২০

বিদ্যায়া ইতরনিরপেক্ষায়া এব মোক্ষকারণত্বমুক্তম্ যুক্তি-পূর্ব্বকং পুনঃ কথয়তি শ্রোতৃদার্ঢ্যায় যদীতি। যদি নষ্টা তত্ত্ব-জ্ঞাননাশিতা সা ন পুনঃ প্রসূয়তে নোৎপদ্যতে তদা কারণা-ভাবাদহংমতিঃ কথং ভবেৎ কথমপি ন ভবেদিত্যর্থঃ তদভা-বাচ্চ তৎকালে কর্ম্মাভাব ইতি স্বফলজননে সা স্বতন্ত্রা ইতর-নিরপেক্ষৈব ন কিমপ্যবেক্ষতে দ্বিতীয়স্যাসম্ভবাৎ অতঃ কেবলা অসহায়ৈব বিমোক্ষায় বিভাতি তৎফলিকা ভব-তীত্যর্থঃ॥ ২০॥

যদি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনাশিতা অবিদ্যা আর পুনঃসঞ্জাতা না হয়, তাহা হইলে কারণাভাব বশতঃ অহংবুদ্ধিই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? অতএব মোক্ষের নিমিত্ত জ্ঞানই স্বাধীন, কর্ম্মাদি কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না॥ ২০

সা তৈত্তিরীয়শ্রুতিরাহ সাদরং
ন্যাসং প্রশস্তাখিলকর্ম্মণাং স্ফুটং।
এতাবদিত্যাহ চ বাজিনাং শ্রুতিঃ
জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্ম সাধনং॥ ২১

অত্রার্থে শ্রুতিরপি প্রমাণমিত্যাহ সতি সা প্রসিদ্ধা ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ ইত্যা-দিকা তৈত্তিরীয়শ্রুতিঃ প্রশস্তানামর্থবাদৈঃ প্রাশস্ত্যেন বোধিতানামপি কর্ম্মণাং ন্যাসং ত্যাগং সাদরং স্ফুটমাহ ন তু কর্ম্মসমুচ্চয়মিত্যর্থঃ তথা বাজিনাং বাজসনেয়িনাং 'এতাবদরে খল্বমৃতত্বং' ইত্যাদিকা জ্ঞানং বিমোক্ষায় সাধনং ন কর্ম্মেত্যে-তদাহ॥ ২১

"কর্ম্মসন্যাস করাই শ্রেষ্ঠ" ইত্যাদিবোধক তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে কর্ম্ম বিসর্জ্জনের বিষয় আদর সহকারে লিখিত আছে এবং অদ্বৈতজ্ঞানই নিশ্চিত, অন্য কোন সহকারী কারণের অপেক্ষা না করিয়া মোক্ষের কারণ হয়, ইত্যাদিবোধক বাজসনেয় নামক বৃহদারণ্যকোপনিষদে তত্ত্বজ্ঞানই যে মোক্ষের হেতু, তাহা কথিত হইয়াছে। ২১

বিদ্যা সমত্বেন তু দর্শিতস্ত্বয়া
ক্রতুর্ন দৃষ্টান্ত উদাহৃতঃ সমঃ।
ফলৈঃ পৃথক্ত্বাৎ বহুকারকৈঃ ক্রতুঃ
সংসাধ্যতে জ্ঞানমতো বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২২

অহঙ্কারত্যাগরূপকারণবৈষম্যাৎ ক্রিয়াজ্ঞানয়োর্ব্বৈষম্য-মুক্ত্বা ফলপ্রযুক্তমপি বৈষম্যমাহ বিদ্যেতি। হে সমুচ্চয়বাদিন্! ত্বয়া ক্রতুরগ্নিষ্টোমাদিবিদ্যাসমত্বেন দর্শিতঃ পরন্তু সমো দৃষ্টান্তো নোদাহৃতঃ অনেন ক্রতুর্বিদ্যাসমঃ শ্রুতিবোধিত-কর্ত্তব্যতাকত্বাৎ ইত্যনুমানং নিরস্তং দৃষ্টান্তাভাবাৎ অন্বয়ো-ব্যনুমানং ন ব্যতিরেকীতি ভাবঃ। এতচ্চাকরে বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতম্ ননু বিদ্যাকর্ম্মণী সমে একফলত্বাচ্চক্রদণ্ডাদিবদিত্যনুমানমিতি চেৎ তত্রাহ ফলৈঃ পৃথক্ত্বাৎ ষষ্ঠ্যর্থে তৃতীয়া ফলানাং ভেদাদিত্যর্থঃ এবঞ্চ স্বরূপাসিদ্ধো হেতুরিতি ভাবঃ। সমানকারকত্বমপি হেতুর্নেত্যাহ ক্রতুর্ব্বহুভিঃ কারকৈরহং মমতাভিমানরূপৈরান্তরৈর্ব্বাহ্যৈশ্চ দেশকালাদিনিয়মৈশ্চ সাধ্যতে জ্ঞানং ত্বতো বিপর্য্যয়ং বদতো ন তয়োঃ সাম্যমিতি ভাবঃ ॥ ২২

যদি বল যে, পূর্ব্বে কর্ম্মকে বিদ্যাসদৃশ বর্ণন করিয়া অধুনা এপ্রকার বলিতেছ কেন? তাহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বে দৃষ্টান্তমাত্র দেখান গিয়াছে, পরন্তু অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি কর্ম্মকে বিদ্যার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হয় নাই, কর্ম্মের ফল এবং বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের ফলপৃথক্ত্ব জ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ এবং কর্ম্মদ্বারা পিতৃলোকাদি লাভ হয়॥ ২২

সপ্রত্যবায়ো হ্যহমিত্যনাত্মধীঃ
অজ্ঞপ্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ।
তস্মাৎ বুধৈস্ত্যাজ্যমপি ক্রিয়াত্মভি-
র্বিধানতঃ কর্ম্মবিধিপ্রকাশিতম্॥ ২৩

নম্বকরণে প্রত্যবায়ভিয়া কর্ম্ম কার্য্যমিতি চেন্নেত্যাহ সপ্রত্যবায় ইতি। কর্ম্মত্যাগেন হি নিশ্চয়েনাহং প্রত্যবায়সহিতো ভবিষ্যতীত্যেবং শুদ্ধাত্মনি অনাত্মধর্ম্মস্য ধীরজ্ঞস্য তত্ত্বজ্ঞানবিকলস্য প্রসিদ্ধা ন তু তত্ত্বদর্শিনঃ তস্যাহং বুদ্ধেরভাবাৎ পাপাদেরনাত্মধর্ম্মতানিশ্চয়াচ্চ তস্মাৎ বুধৈঃ কর্ম্মক্রিয়াত্মভিঃ ষষ্ঠ্যর্থে তৃতীয়া ক্রিয়াফলসক্তচিত্তানাং বিধানতো বিধানেনেতি কর্ত্তব্যতয়া যুক্তং কর্ম্ম বিধিভিরবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বোধিতমপি ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ॥ ২৩

অনাত্মদেহাদিতে যাহাদিগের অহঙ্কারাদি বিদ্যমান আছে, সেই সকল অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই প্রকার বিবেচনা করে যে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে নিঃসন্দেহই অনিষ্ট সাধন হইয়া থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনই এপ্রকার বিবেচনা করেন না। সুতরাং মনীষিগণ সর্ব্বথা বিধিপ্রণোদিত কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিবেন। ২৩

শ্রদ্ধান্বিতস্তত্ত্বমসীতিবাক্যতো
গুরোঃ প্রসাদাদপি শুদ্ধমানসঃ।
বিজ্ঞায় চৈকাত্ম্যমথাত্মজীবয়োঃ
সুখী ভবেন্মেরুরিবাপ্রকম্পনঃ॥ ২৪

অথ বিরক্তস্য কার্য্যমাহ শ্রদ্ধেতি। গুরুশাস্ত্রয়োর্বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদন্বিতো বুভুৎসুঃ শুদ্ধমানসোপি নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ শুদ্ধমানসশ্চ গুরোঃ প্রসাদাৎ লব্ধতত্ত্বমসীতিবাক্যতঃ শ্রুত-মাত্মজীবয়োরৈকাত্ম্যং বিজ্ঞায় মননিদিধ্যাসনপরিপা-কাভ্যাং সাক্ষাৎকৃত্য চ এবার্থঃ সাক্ষাৎকৃত্যৈব সুখী ভবেৎ সকলদুঃখহীনো ভবেদিত্যর্থঃ। অপ্রকম্পনঃ বিষয়াভিলাষা-ক্ষোভিতান্তঃকরণঃ॥ ২৪

প্রথমতঃ শ্রদ্ধা সহকারে গুরুসদনে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ করত চিত্তের বিশুদ্ধি জন্মিলে পরমাত্মা ও জীব এই উভয়ের ঐকাত্ম্য বিদিত হইবে, তাহা হইলেই বিষয়-বাসনায় অনিচ্ছু হইয়া পরম আনন্দ লাভ করা যায়। ২৪

আদৌ পদার্থাবগতির্হি কারণং
বাক্যার্থবিজ্ঞানবিধৌ বিধানতঃ।
তত্ত্বং পদার্থৌ পরমাত্মজীবকা-
বসীতি চৈকাত্ম্যমথানয়োর্ভবেৎ॥ ২৫

মহাবাক্যং বিবরীতুং বাক্যার্থস্য পদার্থবোধপূর্ব্বকত্বমাহ আদাবিতি। বিধানতঃ ভ্রমপ্রমাদরাহিত্যেন বাক্যার্থবিজ্ঞানস্য

বিধাবুৎপত্তৌ আদৌ প্রথমং মুখ্যমিতি যাবৎ পদার্থাবগতিঃ কারণং হি প্রসিদ্ধং তস্য পদত্রয়ং তত্ত্বমসীতি তত্র তৎপদার্থঃ পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণঃ ত্বং পদার্থো জীবঃ অনয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োরৈকাত্মাং তদ্বোধকমসীতি পদম্ ॥ ২৫

যে প্রকারে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন হয়, এক্ষণে মহাবাক্য বিচার দ্বারা তাহাই বর্ণিত হইতেছে। প্রথমে বেদান্তকথিত বিধি দ্বারা "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যান্তর্গত প্রত্যেক শব্দের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কেন না, ঐ সকল অর্থজ্ঞানই তত্ত্বমসি বাক্যার্থজ্ঞানের কারণস্বরূপ হয়। "তৎ" শব্দে পরমাত্মা এবং "ত্বং" শব্দে জীবাত্মা বুঝায় আর এই "তৎ" ও "ত্বং" এই শব্দদ্বয়ের যে একতা অর্থাৎ পরমাত্মা সহ জীবাত্মার মিলনকেই "অসি" কহে ॥ ২৫

প্রত্যক্ পরোক্ষাদিবিরোধমাত্মনো-
বিহায় সংগৃহ্য তয়োশ্চিদাত্মতাম্।
সংশোধিতাং লক্ষণয়া চ লক্ষিতাং
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমথাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৬

নম্ন সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণস্যেশস্য কিঞ্চিৎজ্ঞত্বধর্ম্মবতা জীবেনৈকাত্মং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যগিতি। অহংবুদ্ধিবেদ্যত্বং প্রত্যক্ত্বং জীবধর্ম্মঃ পরোক্ষত্বমীশধর্ম্মস্তদাদিধর্ম্মকৃতমাত্মনোঃ পরমাত্মজীবাত্মনোর্ব্বিরোধং বিহায় ত্যক্ত্বা তয়োঃ সংশোধিতাং যুক্তিভিঃ সম্যক্ বিচারিতাং তত্ত্বংপদাভ্যাং শক্যভাবেপি বক্ষ্যমাণপ্রকারয়া লক্ষণয়া লক্ষিতাং চিদাত্মতাং সংগৃহ্য

তত্ত্বংপদোপস্থিতিবিষয়াং কৃত্বা স্বমাত্মানং তথাত্মাত্মা থ একাত্মজ্ঞানানন্তরং অন্বয়ো ভবেৎ চিৎস্বরূপতাং প্রাপ্ত ইব ভবেৎ পূর্ব্বমপি তৎস্বরূপ এব বিস্মৃতকণ্ঠচামীকরন্যায়েন চ তৎপ্রাপ্তিরত ইবেত্যুক্তম্ অয়ং ভাবঃ তত্ত্বম্পদয়োর্দ্বাবর্থৌ বাচ্যো লক্ষ্যশ্চ তত্র তৎপদস্য মায়োপাধিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টো বাচ্যঃ ত্বংপদস্যাপি কিঞ্চিজ্জত্বাদিবিশিষ্টো। মায়াকার্য্যাবিদ্যোপাধিরবিদ্যাবদন্তঃকরণোপাধির্ব্বাচ্যঃ উভয়োরপি বিশেষণাংশত্যাগেন শুদ্ধশ্চিদাত্মা লক্ষ্যঃ তত্র বাচ্যয়োর্ব্বিরুদ্ধধর্ম্মকত্বাদৈক্যাসম্ভবেপি লক্ষ্যয়োরৈক্যং নির্ব্বাধমেবেতি ॥ ২৬

যদি এ কথা বল যে, পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ আর জীবাত্মা অল্পজ্ঞ, সুতরাং এই উভয়ের একতা কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তৎ ও ত্বং শব্দের বাচ্যার্থ ত্যাগ করত শুদ্ধ লক্ষণা দ্বারা যেরূপে ঐ দ্বয়ের একতা সম্ভবে, তাহা কথিত হইতেছে। "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থস্বরূপ ঈশ্বর আর জীবের পরোক্ষত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ও অপরোক্ষত্ব অল্পজ্ঞত্বাদিরূপ পরস্পর বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করত যুক্তি অনুসারে স্থূল দেহাদি হইতে পশ্চাদুক্ত প্রকারে সম্পূর্ণ বিচারিত ও বর্ণিত লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত সেই "তৎ" ও "ত্বং" স্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশরূপ চিদ্রূপ কিম্বা চৈতন্যস্বরূপকে গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মকে অহংবৎ বোধ করিলেই একতা হইয়া থাকে। ২৬

একাত্মকত্বাজ্জহতী ন সম্ভবেৎ
তথাঽজহল্লক্ষণতাবিরোধতঃ।

সোঽয়ং পদার্থাবিব ভাগলক্ষণা
যুজ্যেত তত্ত্বম্পদয়োরদোষতঃ ॥ ২৭

উক্তলক্ষণাস্বরূপমাহ একাত্মকত্বাদিতি। জহতো লক্ষণা জহৎস্বার্থলক্ষণা যথা গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যত্র গঙ্গাপদার্থস্য প্রবাহস্য ঘোষাধারতানুপপত্ত্যা সর্ব্বথা তৎপরিত্যাগেন তীর-রূপার্থলক্ষণা সা প্রকৃতেন একাত্মকত্বাৎ বিশেষ্যাংশস্যৈক-ত্বাৎ সর্ব্বথা স্বার্থত্যাগাভাবাৎ তথা জহল্লক্ষণতা জহৎস্বার্থ-লক্ষণাবত্ত্বমপি অত্র ন সম্ভবতি যথা কাকেভ্যো দধি রক্ষতা-মিত্যাবৌ কাকপদস্য স্বার্থাত্যাগেনৈব দধ্যুপঘাতকে লক্ষণা সাপি ন বিরোধতঃ বিশেষণত্যাগেন সর্ব্বথা স্বার্থত্যাগা-ভাবাৎ অতো ভাগলক্ষণা যুজ্যেত অদোষতঃ পূর্ব্বোক্তদোষা-ভাবাৎ বিশেষ্যাংশস্যাত্যাগাদ্বিশেষণাংশস্য ত্যাগাচ্চ অত্র দৃষ্টান্তঃ সোঽয়ং পদার্থাবিব যথা সোয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র তদ্দেশাদিবিশিষ্টাতীতানুভববিষয়ো বা তৎপদার্থঃ এতদ্দে-শাদিবিশিষ্টো অনুভূযমানো বেদম্ শব্দার্থঃ তয়োশ্চ বিরুদ্ধ-বিশেষণকত্বাদৈক্যাসংভবেন দেশাদিরূপবিশেষণত্যাগেনানু-ভবগতাতীতত্বাদবিশেষণত্যাগেন বা লক্ষণয়ৈক্যং তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ২৭

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে লক্ষণা দ্বারা যে "তৎ" ও "ত্বং" এই পদার্থদ্বয়ের কেবল চিদ্রূপত্ব গ্রহণের বিষয় বর্ণিত হইল, তাহা জহৎ স্বার্থলক্ষণা অথবা অজহৎস্বার্থলক্ষণা কিম্বা ভাগলক্ষণা? এই প্রকারে বিকল্পত্রয় দ্বারা তৎ ও ত্বং এই পদার্থদ্বয়ের চিদংশের একরূপতা নিবন্ধন জহৎ স্বার্থলক্ষণা

সম্ভবে না। কেন না, বাক্যের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ করত তৎসম্বন্ধীয় অপর অর্থ গ্রহণের নামই জহৎস্বার্থলক্ষণা। ইহার দৃষ্টান্ত যথা,—"গঙ্গায় গোপ অবস্থিতি করে"। এই বাক্যের মধ্যে যে গঙ্গা ও গোপ এই দুইটী শব্দ আছে, ইহাদের আধার ও আধেয়স্বরূপ বাক্যার্থের বিরোধিতা নিবন্ধন গঙ্গাশব্দের প্রকৃত অর্থ বারিপ্রবাহ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা গঙ্গাতীর অর্থ বোধ করাই উচিত। কেন না, যে প্রকার জহৎ স্বার্থলক্ষণা যুক্তিযুক্ত হয়, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যাক্ষাদিযুক্ত চৈতন্য-দ্বয়ের একতারূপ বাক্যার্থের একাংশে * বিরোধিতা বিদ্যমান থাকিলেও অবিরুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ অংশান্তর ত্যাগ পূর্ব্বক তৎসম্পর্কীয় অপরার্থ গ্রহণ করিতে হয় না; সুতরাং জহৎ স্বার্থলক্ষণা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব প্রভৃতি যুক্ত চৈতন্যের একতার বিরোধিতা নিবন্ধন অজহৎ স্বার্থলক্ষণা ও সঙ্গত নহে। কারণ, বাক্যার্থ ত্যাগ না করত অন্যরূপ অর্থ গ্রহণের নামই অজহৎস্বার্থলক্ষণা। যেমন কৃষ্ণবর্ণ গমন করিতেছে, এই বাক্যে চেতনাবিহীন কৃষ্ণবর্ণের গমনরূপ বাক্যার্থের বিরোধিতা বশতঃ কৃষ্ণ এই শব্দের অর্থ ত্যাগ না করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অশ্বাদির গমন অর্থ করাই সঙ্গত। কেননা, যেমন অজহৎ স্বার্থলক্ষণা যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি এই বাক্যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি যুক্ত চৈতন্যের একতারূপ বাক্যার্থের বিরোধিতা বশতঃ

* একাংশে অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাংশে।

বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ না করিয়া কৃষ্ণবর্ণ অশ্বাদির ন্যায় অপর কোনরূপ অর্থ সম্ভবপর হইলেও সেই বিরোধ বিদ্যমান থাকাহেতু অজহৎ স্বার্থলক্ষণা সঙ্গত হয় না। পরন্তু "তৎ" ও "ত্বং" এই পদদ্বয়ের একতা ভাগলক্ষণা-বিশিষ্ট সন্দেহ নাই। কেননা, বাক্যার্থের এক অংশ ত্যাগ পূর্ব্বক অন্যাংশ গ্রহণকেই ভাগলক্ষণা কহে। যেমন মনে কর, "সেই দেবদত্ত এই দ্রব্য" এইরূপ বাক্যে ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল লক্ষিত হইতেছে। দেবদত্ত বাক্যার্থের অংশে বিরুদ্ধাংশ "সেই" আর "এই" ত্যাগ করত যে প্রকার অবিরুদ্ধ দেবদত্ত অংশকেই গ্রহণ করা যায়, তদ্রূপ "তত্ত্বমসি" বাক্যে অপ্রত্যাক্ষ ও প্রত্যাক্ষত্ব প্রভৃতি যুক্ত চৈতন্যের একতাবিষয়ক বিরোধিতা নিবন্ধন বিরুদ্ধাংশ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব ত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অংশ চৈতন্যই গ্রহণীয়। ২৭

রসাদিপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবং
ভোগালয়ং দুঃখসুখাদিকর্ম্মণাম্।
শরীরমাদ্যন্তবদাদিকর্ম্মজং
মায়াময়ং স্থূলমুপাধিমাত্মনঃ॥ ২৮

সূক্ষ্মং মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈর্যুতং
প্রাণৈরপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
ভোক্তুঃ সুখাদেরনুসাধনং ভবেৎ
শরীরমন্যদ্বিদুরাত্মনো বুধাঃ॥ ২৯

অথ ত্যাজ্যত্বায় জীবোপাধিমাহ রসাদীতি। রসা পৃথ্বী আদির্যেষাং তানি পঞ্চীকৃতানি ভূতানি তেভ্যঃ সম্ভবো যস্য তৎ পঞ্চীকরণং চেত্থং একৈকং ভূতং দ্বিধাভূতং দ্বিধা বিভজ্য তত্রৈকস্তাগশ্চতুর্ধা বিভজ্য তেষাং ভাগানাং স্বেতরভূত-চতুষ্টয়ার্দ্ধভাগচতুষ্টয়ে সংযোজনে একৈকং ভূতং পঞ্চাত্মকং ভবতি ভাগাধিক্যাচ্চ প্রাতিস্বিকতয়া ভূরাদিব্যবহারোপি সুখদুঃখয়োরাদীনি যানি কর্ম্মাণি তেষাং ভোগঃ তৎকর্ম্মজসুখ-দুঃখানুভবস্তস্যালয়মাশ্রয়ভূতমাদ্যন্তবৎ উৎপত্তিনাশযোগি আদিকর্ম্মজং প্রাগভাবীয়কর্ম্মজন্যং মায়াময়ং পরম্পরয়া মায়াধিকারঃ তদ্বিকারভূতবিকারত্বাৎ এতৎ শরীরমাত্মনঃ স্থূলমুপাধিং বদন্তীতি শেষঃ॥ ২৮

অথ সূক্ষ্মোপাধিমাহ সূক্ষ্মমিতি। বুধা অন্যৎ স্থূলশরীর-লক্ষণং শরীরং লিঙ্গদেহাখ্যং আত্মন উপাধিং বিদুঃ তৎস্বরূপ-মাহ সূক্ষ্মং চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ মনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ যুতং সংকল্পাত্মকং মনঃ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ ঘ্রাণরসনাচক্ষু-ত্বক্‌শ্রোত্রেতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাকপাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাপানব্যানোদানসমানাশ্চ প্রাণাস্তৈর্যুতং এতৎ সপ্তদশসমুদায়াত্মকং তদাধারভূতান্যাহ অপঞ্চীকৃত-ভূতসম্ভবং তেভ্য উৎপন্নং অতএবাদৃশ্যং তথা ভোক্তুঃ সুখ-দুঃখাদয়ঃ সুখদুঃখাদ্যনুভবস্যানুসাধনং স্থূলশরীরস্যৈত-দনুগতস্যৈব ভোগসাধনমিতি ভাবঃ। এতদ্বিয়োগেনৈব মরণ-ব্যবহার ইতি বোধ্যম্॥ ২৯

ইদানীং স্থূলসূক্ষ্ম দেহ হইতে আত্মার বিবেচনাক্রমে ও তদীয় বিবেচনাফল দেখাইবার জন্য আত্মার উপাধিসমূহ

বলা যাইতেছে।—মনীষিগণ পৃথ্বী প্রভৃতি পঞ্চীকৃত ভূতসকল হইতে সঞ্জাত সুখদুঃখ প্রভৃতি কার্যের ভোগাশ্রয়, উৎপত্তি ও নাশশীল, প্রাক্তনকার্য্যজাত এবং মায়াময় দেহকে আত্মার স্থূল দেহ বলিয়া কীর্ত্তন করেন এবং যাহা ইন্দ্রিয়দশক মন, বুদ্ধি ও প্রাণপঞ্চক এই সপ্তদশযুক্ত অপঞ্চীকৃত, আকাশাদি ভূতপঞ্চক হইতে সঞ্জাত স্থূলশরীর হইতে পৃথক্ এবং যাহা অধিষ্ঠান সহ চিদাভাসস্বরূপ ভোক্তার ইহ ও পরলোকগমনক্রমে সুখদুঃখ প্রভৃতির অনুভবের সাধন-স্বরূপ, তাঁহাকেই আত্মার সূক্ষ্ম দেহ বলিয়া কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ মন বুদ্ধি, নেত্র, কর্ণ, নাসা, রসনা, ত্বক্, কর, পদ, মুখ, গুহ্য, লিঙ্গ, প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান এই সমস্ত সমন্বিত স্থূলশরীর হইতে বিভিন্ন যে লিঙ্গদেহ, তিনি অধিষ্ঠান সহ চিদাভাসস্বরূপ ভোক্তার সুখদুঃখাদি অনুভবের সাধনস্বরূপ হইয়া থাকেন। ইহাকেই মনীষিগণ আত্মার সূক্ষ্মশরীর বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উপরোক্ত মনাদির প্রভেদ এই যে, আকাশাদি সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের সত্বগুণ হইতেই অন্তঃকরণের উদ্ভব হইয়াছে। সেই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ, অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মিকা বৃত্তিকে মন এবং নিশ্চয়াত্মিকার বৃত্তিকে বুদ্ধি কহে। বস্তুতঃ শ্রোত্র আকাশের সত্বগুণ হইতে, ত্বক্ বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে নেত্র, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে, জিহ্বা জলের সত্ত্বগুণ হইতে এবং নাসিকা পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে সঞ্জাত হয়। এইরূপ বাক্য আকাশের রজোগুণ হইতে, হস্ত বায়ুর রজোগুণ হইতে, পদ তেজের রজোগুণ হইতে, পায়ু জলের

রজোগুণ হইতে এবং উপস্থ পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। উল্লিখিত প্রাণও বৃত্তিভেদে পঞ্চবিধ অর্থাৎ নাসিকাস্থিত বায়ুকে প্রাণ, পায়ুস্থিত বায়ুকে অপান, উদরস্থ বস্তুর পরিপাককারী বায়ুকে সমান, কণ্ঠদেশস্থ বায়ুকে উদান আর সর্ব্বদেহব্যাপী বায়ুকে ব্যান কহে। ২৮—২৯

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমপীহ কারণং
মায়াপ্রধানন্তু পরং শরীরকম্।
উপাধিভেদাত্তু যতঃ পৃথক্স্থিতং
স্বাত্মানমাত্মন্যবধারয়েৎ ক্রমাৎ॥ ৩০

ইতি জীবোপাধিদ্বয়মুক্ত্বা ঈশোপাধিমাহ অনাদীতি। অনাদি উৎপত্তিহীনং নানা বধপরিণামশালিতয়া পরিণামরূপেণ নশ্বরমিতি অনাদিত্বমাত্রোক্ত্যা সূচিতমনির্ব্বাচ্যং সত্ত্বাসত্ত্বাভ্যাং নির্ব্বক্তুমশক্যং কারণং সকলপ্রপঞ্চস্য জনকং ঈদৃশী মায়া তু ব্রহ্মণঃ পরং ঈশ্বরব্যবহারসম্পাদকত্বাদুৎকৃষ্টং প্রধানং শরীরকং স্বার্থে কঃ এবমুপাধিভেদাদেকস্যৈব চৈতন্যং যতঃ পৃথক্স্থিতং জীব ঈশ ইতি ভেদবুদ্ধিবিষয়মতো লক্ষণয়োপাধিপরিত্যাগেন স্বাত্মানমাত্মনি অবধারয়েদভেদেন জানীয়াৎ ক্রমাৎ শ্রবণমননিদিধ্যাসনক্রমেণ ইত্যর্থঃ॥ ৩০

মনীষিগণ আত্মার কারণরূপও বিদিত আছেন। তাহা উৎপত্তি রহিত, অনির্ব্বচনীয়, প্রপঞ্চসমূহের কারণ, মায়াপ্রধান ও চৈতন্যস্বরূপ। বুধগণ তাহাকেই স্বাত্মতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূলসূক্ষ্ম দেহাদি

হইতে ভিন্ন যে মায়া, জ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই মায়াকেই কারণ শরীর বলিয়া বর্ণন করেন। বস্তুতঃ যিনি ব্রহ্ম, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম কারণ দেহস্বরূপ উপাধিত্রয় হইতে পৃথক্ ভূত কূটস্থস্বরূপ। যেমন ঈষিকাকে মুঞ্জাতৃণ হইতে বিভিন্ন করা যায়, সেইরূপ স্থূলসূক্ষ্মস্বরূপ শরীর হইতেও ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাকে ক্রমশঃ সতর্কতা সহকারে পৃথক্ করিতে হইবে। ৩০

কোষেম্বিয়ং তেষু তু তত্তদাকৃতি-
বিভাতি সাক্ষাৎ স্ফটিকোপলো যথা।
অসঙ্গরূপোঽয়মজো যতোঽদ্বয়ো
বিজ্ঞায়তেঽস্মিন্ পরিতো বিচারিতে ॥৩১

অথ বাক্যার্থবিচারফলমাহ কোষেষ্বিতি। আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বে অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়েষু কোষেষু তত্তৎ-সঙ্গাৎ তত্তদাকৃতির্বিভাতি যথা জবাদিসঙ্গাৎ স্ফটিকো অনেকাকৃতির্ভাতি আনন্দময়স্যাপি জীবত্বাদিনাং তু তেন সহ পঞ্চসু কোষেম্বিতি বোধ্যম্ অস্মিন্মহাবাক্যে পরিতো বিচারিতে সম্যক বিচারিতে সত্যয়মাত্মা অসঙ্গরূপঃ অন্নময়াদিতি সঙ্গরহিতঃ "অসঙ্গো নহি সজ্জত" ইতি শ্রুতেঃ অজোঽদ্বয়শ্চ বিজ্ঞায়তে স্থূলোঽহমিত্যাদিস্বজ্ঞস্য তত্তৎকোষ-সঙ্গাৎ প্রতীতিঃ স্ফটিকবৎ তত্ত্বজ্ঞস্য তু ন তথা প্রতীতিরিতি ভাবঃ। এবং চ তত্তদুপাধিকৃততদ্রূপতাপ্রতীতিনিরাস এব বিচারফলমিতি ভাবঃ॥ ৩১

যেমন জবাদিসঙ্গ বশতঃ স্ফটিক তত্তৎবর্ণে প্রতিভাত

হইয়া থাকে, সেইরূপ আত্মাও অন্নময়—প্রাণময়াদি কোষ সকলে তত্তৎসঙ্গ নিবন্ধন তত্তদাকৃতিতে প্রতিভাত হয়েন, ফলতঃ তিনি অসঙ্গরূপ, অজ ও দ্বয়শূন্য। অর্থাৎ যেরূপ লোহিত, পীত, নীলাদি বর্ণবিশিষ্ট দ্রব্য সন্নিধানে স্ফটিক স্থাপন করিলে তাহা তত্তৎ পদার্থের বর্ণ পরিগ্রহ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা আকারবিহীন, অজ, অদ্বয় ও নিঃসঙ্গ হইলেও অন্নময় প্রভৃতি কোষপঞ্চকের সঙ্গ নিবন্ধন সেই সেই কোষের ধর্ম্ম বা গুণ ধারণ করেন। পরন্তু কোষ-পঞ্চকাদির সহিত বিচার করিলে আত্মা সর্ব্বথা জ্ঞানের বিষয় হয়েন। ৩১

বুদ্ধেস্ত্রিধা বৃত্তিরপীহ দৃশ্যতে
স্বপ্নাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মনঃ।
অন্যোন্যতোঽস্মিন্ ব্যভিচারতো মৃষা
নিত্যে পরে ব্রহ্মণি কেবলে শিবে ॥ ৩২

জাগ্রদাদ্যবস্থাপি বুদ্ধিধর্ম্মো নাত্মধর্ম্ম ইত্যাহ বুদ্ধেরিতি। ইহ আত্মনি স্বপ্নাদিভেদেন জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভেদেন যা ত্রিধা বৃত্তির্দৃশ্যতে সাপি গুণত্রয়াত্মনঃ সত্ত্বরজস্তমোরূপ-গুণত্রয়স্বরূপায়া বুদ্ধেঃ ধর্ম্মঃ উক্তাবস্থাত্রয়স্যোক্তমূলকত্বাৎ এতদবস্থাত্রয়স্যাস্মিন্ অবস্থানং ব্যভিচারতো মৃষা বুদ্ধ্যাধ্যা-সনিবন্ধনং ন তু বাস্তবমিত্যর্থঃ অন্যোন্যতো ব্যভিচারত-স্তস্যাবস্থাত্রয়স্য স্বরূপতো মৃষাত্বাৎ তদ্ভানস্য মৃষাত্বমেব স্বপ্নকালে জাগ্রৎসুষুপ্ত্যোরভাবাৎ জাগ্রতি ইতরদ্বয়স্যা-ভাবাৎ সুষুপ্তাবিতরয়োরভাবাৎ পরস্পরং ব্যভিচারো

বোধ্যঃ আত্মনস্তদনাশ্রয়ত্বং বিশেষণৈরাহ নিত্যে উৎপত্তি-নাশশূন্যে পরে গুণত্রয়াতীতে ব্রহ্মণি ব্যাপকে কেবলে অসঙ্গে শিবে আনন্দরূপে এবংভূতে সদেকরূপে পরস্পরব্যভিচার-ধর্ম্মাধানসম্ভবি ইতি ভাবঃ॥ ৩২

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই যে ত্রিবিধ বৃত্তি লক্ষিত হয়, উহা আত্মার নহে, উহাকে সত্ত্ব রজ ও তমোরূপা বুদ্ধির বৃত্তি কহে। কেননা, আত্মা উৎপত্তিরহিত, অবিনাশী, ত্রিগুণাতীত, সর্ব্বব্যাপক, নিঃসঙ্গ ও আনন্দময়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা অন্যরূপ ব্যভিচার নিবন্ধন নিত্য, উহা বিশুদ্ধ পরব্রহ্মে মিথ্যারূপে প্রকাশিত হয়। বিবেচনা কর, জাগ্রদবস্থাতে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি বিদ্যমান থাকে না, স্বপ্না-বস্থাতেও জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি লক্ষিত হয় না এবং সুষুপ্তি অবস্থাতেও জাগ্রৎ ও স্বপ্ন কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না। সুতরাং উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থারই পরস্পর ব্যভিচার দৃষ্ট হইতেছে। ৩২

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনশ্চিদাত্মনাং
সঙ্ঘাদজস্রং পরিবর্ত্ততে ধিয়ঃ।
বৃত্তিস্তমোমূলতয়াজ্ঞলক্ষণা
যাবৎ ভবেত্তাবদসৌ ভবোদ্ভবঃ॥ ৩৩

অথ ত্যাজ্যত্বায় সংসারমূলভূতাং বৃত্তিমাহ দেহেতি। এষাং সঙ্ঘাৎ ইতরেতরাধ্যাসবিষয়াৎ অজস্রং যাবদ্ধিয়ো বুদ্ধের্বৃত্তিস্তমোমূলতয়া অজ্ঞলক্ষণা অজ্ঞত্বজ্ঞাপিকা যাবৎ

পরিবর্ত্ততে তাবৎ ভবোদ্ভবঃ সংসারোদ্ভবঃ ভবেৎ তমঃপদং রজসোপ্যুপলক্ষণং রজস্তমঃপ্রধানাৎ বুদ্ধিঃ সংসারহেতুত্বাৎ সর্ব্বথা ত্যাজ্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৩

যদি বল যে, এই জড়রূপিণী বুদ্ধিবৃত্তি কিরূপে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল হয়? ইহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও চিদাত্মা ইহাদিগের অধ্যাসকৃতত্ব নিবন্ধন অর্থাৎ ইহাদিগের নিরন্তর একত্রাবস্থিতি বশতঃ অন্তঃকরণের বৃত্তি পরিবর্ত্তনশীল হইয়া থাকে। যতদিন তমোগুণবশতঃ সেই বৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, তত কালই মুহুর্মুহুঃ সংসারোদ্ভব হয়। ৩৩

নেতিপ্রমাণেন নিরাকৃতাখিলো
হৃদা সমাস্বাদিতচিদ্‌ঘনামৃতঃ।
ত্যজেদশেষং জগদাত্তসদ্রসং
পীত্বা যথাম্ভঃ প্রজহাতি তৎফলম্ ॥ ৩৪

কৃতমহাবাক্যবিচারস্য কর্ত্তব্যমাহ নেতীতি। অথাত আদেশো নেতি নেতীতি প্রমাণেন নিরাকৃতং মিথ্যাত্বেন গৃহীতমখিলং জগৎ যেন স ততো হৃদা সত্ত্বপ্রধানেন মনসা সম্যগাস্বাদিতং চিল্লক্ষণং ঘনামৃতং দুঃখাসম্ভিন্নং সুখং যেন সঃ স্বর্গাদি তু পরিণামদুঃখত্বাৎ তৎসম্ভিন্নমেব এবংভূতো অশেষং জগদ্দেহেন্দ্রিয়াদিদৃশ্যসমূহং ত্যজেৎ হানোপাদানবুদ্ধিবিষয়ং ন কুর্য্যাৎ কিন্তু উদাসীনস্তত্র ভবেৎ নন্থ দেহেন্দ্রিয়াদিভিরেব তজ্জ্ঞানলাভাৎ কথমুপজীব্যস্য ত্যাগ ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তদর্শনেন পরিহরতি যথা তৃষাবান্ আর্ত্তঃ সদ্রসো মাধুর্য্যাং

যেন তাদৃশঃ নারিকেলনারঙ্গাদিফলান্তর্ব্বর্ত্তীরসঃ পীত্বা তৎ-স্থানভূতং তৎফলং জহাতি তত্রোদাসীনো ভবতি তদ্বৎ সর্ব্বদৃশ্যসারাংশো ব্রহ্ম তল্লাভে সতি নিঃসারং দৃশ্যং নোপাদেয়ং হেয়মিতি ভাবঃ। যতো ভয়াদি সম্ভাবনা তদ্ধেয়মিত্যুচ্যতে ॥ ৩৪

যদি এই প্রশ্ন কর যে, কিরূপে এই সংসারকে বিসর্জ্জন দেওয়া যায়? তাহার উত্তর এই যে, যে জ্ঞানী ব্যক্তি শুদ্ধচিত্তে চিদ্ঘনস্বরূপ অমৃতরস পান করত সত্যস্বরূপ আনন্দরস সম্ভোগ করেন, যিনি এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎকে মিথ্যা জ্ঞান করেন, তিনিই এই সংসার বিসর্জ্জন করিতে পারেন। যেমন লোকে নারঙ্গ প্রভৃতি ফলের রস পান করত তাহার নিঃসারাংশ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, জগতের একমাত্র কারণ আত্মাকে বিদিত হইয়া অবশেষে এই জগৎকে মিথ্যা বিবেচনা করিয়া বিসর্জ্জন করেন। ৩৪

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতে নবঃ।
নিরস্তসর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভং সর্ব্বগতেহায়মদ্বয়ঃ ॥ ৩৫

ইতরস্য নিত্যত্বেন তত্র বৈরাগ্যার্থমাত্মন এব নিত্যত্বমাহ কদাচিদিতি কদাপীত্যর্থঃ অনবঃ উৎপত্ত্যনন্তরং বিদ্যমানো হি নবঃ তেন জন্মানন্তরাস্তিত্বং ব্যাবর্ত্তিতং নবত্বাভাবেনৈব জীর্ণত্বাভাবাদবস্থান্তরাপত্তিরূপপরিণামোপি নিরস্তঃ অনেন

জায়তেস্তি বিপরিণমতে বর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে নশ্যতীতি ষড়্ভাববিকাররাহিত্যমুক্তং এবং চৈতন্যত্বং সর্বস্মৃতিষড়্-ভাববিকারবত্ত্বাদনিত্যমিতি ততো বিরজ্যেতেতি বোধিতং যত ঈদৃশো তএব নিরস্তঃ সর্ব্বস্য দেহেন্দ্রিয়াদেরতিশয়ো মহত্ত্বং যেন স্বলাভাৎ সঃ "যল্লাভান্ন পরো লাভ" ইতি শ্রুতেঃ যতঃ সুখাত্মকঃ আনন্দস্বরূপঃ স্বয়ংপ্রভঃ স্বপ্রকাশঃ দেহে-ন্দ্রিয়াস্তু দুঃখস্বরূপাঃ পরপ্রকাশ্যশ্চ "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতঃ সর্ব্বগতো ব্যাপকঃ অয়মহং বুদ্ধি-বিষয়ঃ প্রত্যগাত্মাপি অয়ং উক্তাদ্বয়ব্রহ্মস্বরূপ এব ন ততোতিরিক্ত ইতি ভাবঃ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৫

আত্মার জন্ম, মরণ, হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই নাই। তিনি স্বয়ংপ্রভ, সর্ব্বজ্ঞ অদ্বিতীয় ও নিত্যসুখাত্মক। ৩৫।

এবংবিধে জ্ঞানময়ে সুখাত্মকে
কথং ভবো দুঃখময়ঃ প্রতীয়তে?
অজ্ঞানতোধ্যাসবশাৎ প্রকাশতে
জ্ঞানে বিলীয়েত বিরোধতঃ ক্ষণাৎ ॥৩৬

নমু এবম্বিধে বিকারশূন্যে আত্মনি জন্মমরণাদিপ্রবাহরূপ-সংসারভানং কথমিতি শঙ্কতে এবম্বিধে ইতি দুঃখময়ঃ দুঃখ-প্রচুরঃ উত্তরয়তি অজ্ঞানমূলকো যোধ্যাসো দেহান্তঃকরণাদৌ অহং মমেত্যধ্যাসস্তদ্বশাৎ এবং চ ভ্রান্তিরূপা তৎপ্রতীতি-রিতি ভাবঃ। নম্বেবং কথং তস্য সংসারস্য নিবৃত্তিস্তত্রাহ জ্ঞানেতি আবিভূর্ত ইতি শেষঃ জ্ঞানস্যাজ্ঞানবিরোধিত্বাত্ত-

দুঃখপত্তিক্ষণ এব কারণভূতজ্ঞাননাশাৎ তৎকার্য্যসংসারস্যাপি বিলয় ইত্যর্থঃ যথা রজ্জু সর্পস্য লয় ইত্যর্থঃ। ৩৬

যদি এরূপ জিজ্ঞাসা কর যে, আত্মা যদি এইরূপ জ্ঞানময় সুখাত্মক হয়েন, তবে কিপ্রকারে তাঁহার দুঃখময় সংসার প্রতীয়মান হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, অজ্ঞানাধ্যাস নিবন্ধনই ঐ প্রকার হয়, কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভাস্করদেব সমুদিত হইলে অন্ধকারপুঞ্জ অপসারিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানও ধ্বংস হইয়া আশু জ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়। ৩৭

যদন্যদন্যত্র বিভাব্যতে ভ্রমাৎ
অধ্যাসমিত্যাহুরমুং বিপশ্চিতঃ।
অসর্পভুতে হি বিভাবনং যথা
রজ্জ্বাদিকে তদ্বদপীশ্বরে জগৎ॥ ৩৭

অথাধ্যাসলক্ষণমাহ যদন্যদিতি। যদন্যৎ সর্পাদিকমন্যত্র রজ্জ্বাদৌ ভ্রমাৎ ভ্রমজনকাৎ দোষাদ্বিভাব্যতে বিজ্ঞায়তে অমুং বিপশ্চিতো বিদ্বাংসোঽধ্যাস ইত্যাহুঃ যথা অসর্পভূতে রজ্জ্বাদৌ অহিবিভাবনং সর্পারোপো রজ্জুবুদ্ধিমূলকস্তদ্বদীশ্বরেপি জগৎ দেহাদিসংসারাত্মকং সর্ব্বং বিভাব্যতে আত্মজ্ঞানাভাবাৎ যথার্থতয়া জ্ঞায়তে॥ ৩৭

যেরূপে জীবের সংসারভ্রম হইয়া থাকে, সংপ্রতি সেই অধ্যাসবিষয় বলা যাইতেছে।—অজ্ঞান নিবন্ধন এক বস্তুতে যে অপর দ্রব্যের ভ্রম, তাহারই নাম অধ্যাস। যেরূপ

অকস্মাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মে, রজ্জুজ্ঞান জন্মিলেই আবার সেই ভ্রান্তির নিরাস হয়, সেইরূপ অজ্ঞাননিবন্ধনই ঈশ্বরে জগৎভ্রম হইয়া থাকে। ৩৭।

বিকল্পে মায়ারহিতে চিদাত্মকে-
হঙ্কার এষঃ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণে
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে ॥ ৩৮

আত্মনি জগদ্ভানে কীদৃশোধ্যাসো নিমিত্তং তদাহ বিকল্পেতি। সর্ব্ববিকল্পকারণমায়ারহিতে বস্তুতঃ তৎসঙ্গ-রহিতে চিদাত্মকে চিৎস্বরূপে সর্ব্বকারণে নিরাময়ে দুঃখা-সংভিন্নানন্দময়ে কেবলে সর্ব্ববিকারশূন্যে পরে দৃশ্যবিলক্ষণে ব্রহ্মণি ব্যাপকে আত্মনি প্রথমমহঙ্কারঃ কল্পিতঃ স এবা-ধ্যাসঃ অহংবুদ্ধ্যাত্মাকোধ্যাসঃ এব সর্ব্বসংসারকারণমিতি ভাবঃ॥ ৩৮

উপরোক্ত অধ্যাসবিষয় পুনরায় বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তিত হইতেছে।—আত্মা যাবতীয় বিকল্পের কারণস্বরূপ, মায়া-শূন্য, চিৎস্বরূপ, সকলের কারণ, নিরাময়, সর্ব্ববিধ বিকার-রহিত ও সর্ব্বব্যাপী। প্রথমতঃ সেই আত্মাতে যে অহঙ্কার কল্পিত হইয়া থাকে, সেই অহংবুদ্ধিকেই অধ্যাস কহে, উহাই সংসারের একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই। ৩৮

ইচ্ছাদিরাগাদিসুখাদিধর্ম্মিকাঃ
সদা ধিয়ঃ সংসৃতিহেতবঃ পরে।

যস্মাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবতঃ পরঃ
সুখস্বরূপেণ বিভাব্যতে হি নঃ॥ ৩৯

বুদ্ধিনিষ্ঠ এব সংসারো ন ত্বাত্মনিষ্ঠ ইত্যত্রান্বয়ব্যতিরেকৌ প্রমাণয়তি ইচ্ছাদীতি।পরে সর্ব্বসাক্ষিণি আত্মনি সংস্থিতিহেতবঃ ভাসমানসংসারকারণং সদা কালত্রয়েপি ইচ্ছাদিরাগাদিদুঃখাদিধর্ম্মকাঃ ইচ্ছোপেক্ষে রাগদ্বেষৌ সুখদুঃখ ইত্যেবমাদিদ্বন্দ্বাদিধর্ম্মিকাঃ ধিয় এব ধীষু সতীষু সংসার ইত্যন্বয়মুক্ত্বা তদ্ব্যতিরেকমাহ যস্মাৎ কারণাৎ প্রসুপ্তৌ তদভাবাৎ ধীবৃত্ত্যভাবাৎ পর আত্মানো অস্মাভিঃ তৃতীয়ার্থে ষষ্ঠী সুখরূপেণ স্বস্বরূপমাত্রেণ বিভাব্যতে নিশ্চীয়তে ন তু সারিত্বেনেতি ভাবঃ সুপ্তোত্থিতস্ত সুখমহমস্বাপসমিতি প্রত্যভিজ্ঞানুভবাৎ তদাত্মস্বরূপনিশ্চয়ো অস্তীতি তাৎপর্য্যম্॥ ৩৯॥

মানসিক বৃত্তি ইচ্ছা, উপেক্ষা, রাগ, দ্বেষ ও সুখদুঃখাদি ধর্ম্মাক্রান্ত। সর্ব্বসাক্ষী আত্মা সেই সকল বৃত্তি হইতে পৃথক্ হইলেও তাঁহাতে সংসারকারণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ সুষুপ্তি অবস্থাতে সেই বৃত্তিসমূহ বিদ্যমান থাকে না, এই হেতু তদভাব নিবন্ধন পরমচৈতন্য স্বস্বরূপানন্দরূপে আমাদিগের দ্বারা প্রতীয়মান হয় না। অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও সুখদুঃখাদি আত্মার গুণ নহে, উহা মানসিক বৃত্তি। সুষুপ্তি অবসানে নিদ্রাভঙ্গ হইলে যেমন নিদ্রাজন্য আনন্দানুভব হয়, তৎকালে রাগ দ্বেষ বা সুখদুঃখাদি স্মরণ হয় না, সেইরূপ যখন মানসিক সত্তা ও অসত্তা সংসারের সত্তাসত্তার হেতু, তখন মনই যে সংসারের মূল, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। ৩৯

অনাদ্যবিদ্যোদ্ভববুদ্ধিবিম্বিতো
জীবঃ প্রকাশোঽয়মিতীর্য্যতে চিতঃ।
আত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া পৃথক্ স্থিতো
বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ স এব হি॥ ৪০

পুনস্তত্ত্বং পদার্থস্বরূপমাহ অনাদীতি। অনাদির্যা বিদ্যা ততঃ উদ্ভবো যস্যা বুদ্ধেরন্তঃকরণস্য তত্র বিম্বিতঃ প্রতিবিম্বিতঃ চিতঃ প্রকাশঃ স জীব ইতীর্য্যতে আত্মা পরমাত্মা ধিয়ঃ সাক্ষিতয়া ধীধর্ম্মাসঙ্গেনৈব পৃথক্স্থিতঃ অন্তর্যামিতয়েত্যর্থঃ জীবোহহং সুখীত্যাদিপ্রকারেণান্তঃকরণধর্ম্মাধ্যাসবান্ পরমাত্মা তু সাক্ষিতয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমানোঽপি ন তথেতি ভাবঃ অতএব বুদ্ধ্যা পরিচ্ছিন্নপরঃ বুদ্ধিলক্ষণপরিচ্ছেদরহিতঃ অতএব পরঃ এবং চ জ্ঞানেন প্রতিবিম্বাধারবিলয়ে প্রতিবিম্বস্য বিলয়াৎ স জীবঃ স এব পরমাত্মৈব হি প্রসিদ্ধম্ ন ইত্যস্য চাবৃত্তি- র্বোধ্যা॥৪০

যে বুদ্ধি অনাদিস্বরূপ অবিদ্যা হইতে সঞ্জাত হয়, চিদ্রূপ আত্মার চিদংশ সেই বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, সেই চিদংশকেই জীব বলা যায়। এই জীবই কি ইহলোক, কি পরলোক উভয়ত্র সুখদুঃখভাগী হইয়া থাকে। আত্মা ধীধর্ম্মাসঙ্গ বশতঃ দ্রষ্টারূপে পৃথক্স্থিত, বুদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য ও পরশব্দে অভিহিত। অর্থাৎ আত্মা স্বয়ং মনের সাক্ষীস্বরূপে পৃথক্ভাবে অবস্থিত আছেন এবং ঐ আত্মাকেই পরশব্দে কীর্ত্তন করা যায়। ৪০।

চিদ্বিম্বসাক্ষ্যাত্মধিয়াং প্রসঙ্গত-
স্ত্বেকত্র বাসাদনলাক্তলোহবৎ।
অন্যোন্যমধ্যাসবশাৎ প্রতীয়তে
জড়াজড়ত্বং চ চিদাত্মচেতসোঃ॥ ৪১

অথ বুদ্ধ্যাত্মনোঃ পরস্পরাধ্যাসবশাৎ পরস্পরধর্ম্মভানমিতি দার্ঢ্যায় পুনরাহ চিদ্বিম্বেতি। চিদাত্মচেতসোরন্যোন্যাধ্যাসবশাৎ পরস্পরতাদাত্ম্যারোপাজ্জড়াজড়ত্বং প্রতীয়তে চেতসো বৃত্তীনাং জ্ঞানত্বং জীবাত্মনো জড়ত্বং প্রতীয়তে অতএব জ্ঞানাশ্রয় আত্মেতি চিত্ত এব তার্কিকব্যবহারঃ জীবাত্মনি জড়াত্মা কথ্যতে বুধৈরিতি স্মার্ত্তব্যবহারশ্চ অত্র হেতুঃ চিদিত্যাদি চিদ্বিম্বং যস্য স চিদাভাসঃ অক্ষৈঃ সহিতঃ সাক্ষঃ সেন্দ্রিয়ঃ স চাসাবাত্মা মনঃ ধীরন্তঃকরণং তেষাং প্রকৃষ্টসঙ্গাদিতি সন্নিকর্ষাদধ্যাস ইত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ অনলাক্তলোহবৎ অগ্নিতপ্তলোহপিণ্ডবৎ অগ্নিধর্ম্মো দাহকত্বং লোহধর্ম্মশ্চ বর্ত্তুলত্বাদ্যনলে ভাসতে তত্র হেতুরেকত্র বাসাৎ পরস্পরবিভাগেন বৃত্তেরিত্যর্থঃ তদ্বদেব তয়োরপি পরস্পরধর্ম্মাধ্যাস ইত্যর্থঃ॥ ৪১

অধুনা চিৎ ও অন্তঃকরণ এই উভয়ের জড়াজরত্ব যে অধ্যাসজনিত, তাহাই কথিত হইতেছে।— অধ্যাসনিবন্ধনই সাক্ষীচৈতন্য ও অন্তঃকরণ এই উভয়ের পরস্পর জড়াজড়ত্ব হয়। অগ্নি ও লৌহের একত্র সংসর্গ নিবন্ধন যেমন লৌহের দাহিকাশক্তি উপলব্ধি হয়, সেইরূপ চিদাভাস, সাক্ষীচৈতন্য ও অন্তঃকরণ প্রসঙ্গক্রমে ইহাদিগের একত্রাবস্থিতি

হেতুই জড়াজড়ত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সাক্ষীচৈতন্য ও চিদাভাস, ইহারা বিশুদ্ধ চৈতন্য, কিন্তু অন্তঃকরণের জড়ত্ব বশতঃ ইহাদিগেরও জড়াজড়ত্ব উপলব্ধি হয়। ৪১।

গুরোঃ সকাশাদপি বেদবাক্যতঃ
সঞ্জাতবিদ্যানুভবো নিরীক্ষ্য তম্।
স্বাত্মানমাত্মস্থমুপাধিবর্জিতং
ত্যজেদশেষং জড়মাত্মগোচরং ॥ ৪২

উক্তমেবার্থং দার্ঢ্যায় পুনরাহ গুরোরিতি। বেদবাক্যত ইত্যনেন শ্রবণং গুরোঃ সকাশাদপি ততশ্চানেন মননমুক্তং তাভ্যাং সঞ্জাতো বিদ্যয়া জ্ঞানরূপস্যাত্মনোঽনুভবো যস্য সঃ অনেন কৃতনিদিধ্যাসন ইত্যর্থঃ। তং চিদানন্দস্বরূপং স্বাত্মানমুপাধিবর্জ্জিতং রহিতোপাধিধর্ম্মমাত্মস্থং হৃৎস্থং নিরীক্ষ্য অপরোক্ষীকৃত্যাশেষং জড়ং দৃশ্যং ত্যজেৎ তত্র উদাসীনো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৪২

গুরুসকাশে বেদবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সেই ব্যক্তি জ্ঞাননেত্রে আপন আত্মাতে উপাধিবর্জ্জিত চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তৎকালেই তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে জড়পদার্থসমূহকে মিথ্যাবোধে পরিত্যাগ করেন। এইরূপ হইলেই জড়ত্বের নিবৃত্তি হয়।৪২

প্রকাশরূপোঽহমজোঽহমদ্বয়ো
সকৃদ্বিভাতোঽহমতীব নির্ম্মলঃ।
বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনো নিরাময়ঃ

ঽসম্পূর্ণ আনন্দময়োঽহমক্রিয়ঃ ॥৪৩
সদৈবমুক্তোঽহমচিন্ত্যশক্তিমা-
নতীন্দ্রিয়জ্ঞানমবিক্রিয়াত্মকঃ।
অনন্তপারোঽহমহর্নিশং বুধৈ-
র্বিভাবিতোঽহং হৃদি বেদবাদিভিঃ ॥ ৪৪

জ্ঞেয়ং নিরুপাধিকং স্বরূপং শ্লোকদ্বয়েনাহ প্রকাশেতি। অহং প্রকাশরূপঃ স্বপ্রকাশঃ পরপ্রকাশহীনঃ পরপ্রকাশরূপো যথা ঘটাদিঃ অজো জন্মাদিহীনঃ অদ্বয়ঃ স্বজাতীয়দ্বিতীয়রহিতঃ অসকৃদ্বিভাতঃ সকৃদপি পরেণ ভাসকান্তরেণ প্রকাশিতঃ সকৃদ্বিভাতঃ ন সকৃদ্বিভাতো অসকৃদ্বিভাতঃ "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং" ইতি শ্রুতেঃ "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্য" ইতি স্মৃতেশ্চ। অতীব নির্ম্মলঃ মায়াকৃতাবরণবিক্ষেপরহিতঃ বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনঃ বিশুদ্ধচিদেকরসঃ নিরাময়ঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিতঃ সম্পূর্ণঃ দেশাকালাপরিচ্ছেদহীনঃ আনন্দময়ঃ আনন্দরূপঃ স্বার্থে ময়ট্ অক্রিয়ঃ পরিণামহীনঃ ॥ ৪৩

সদৈবেতি। অহং সদৈব কালত্রয়েপি মুক্তিঃ সর্ব্বধর্ম্মরহিতঃ অচিন্ত্যশক্তিমান্ যঃ পরমাত্মা অতীন্দ্রিয়জ্ঞান ইন্দ্রিয়াতিরিক্তজ্ঞানরূপঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি শ্রুতেঃ। অবিক্রিয়াত্মকো অপরিণামী অনন্তপারঃ অন্তঃ কালতঃ পারঃ পরং তীরং তাববিদ্যমানৌ যস্য তেন দেশকালপরিচ্ছেদহীনঃ ঈদৃশো যঃ পরমাত্মা বুধৈর্হৃদি অহর্নিশং বিভাবিতঃ সোঽহমিত্যর্থঃ। ৪৪

বেদবাদী তত্ত্বজ্ঞানীগণ পূর্ব্বোক্তরূপে জড়পদার্থসমূহকে বিসর্জ্জন করিয়া মনে মনে দিবানিশি এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন যে, আমি স্বপ্রকাশস্বরূপ, (অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় পরপ্রকাশরূপ নহে) অজ, (জন্মরহিত) অদ্বয়, (অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্বজাতীয়দ্বিতীয়রহিত) অসকৃদ্বিভাত, (ভাসকান্তর দ্বারা অপ্রকাশিত) অতীব নির্ম্মল, (মায়াকৃত আবরণ-রহিত) বিশুদ্ধবিজ্ঞানময়, (বিশুদ্ধ চিদ্রূপরসবিশিষ্ট) নিরাময়, (কর্তৃত্বাভিমানরহিত) সম্পূর্ণ, (দেশকালপরিচ্ছেদ-হীন) আনন্দময়, (আনন্দরূপ) অক্রিয়, (পরিণামহীন) সদামুক্ত, (সর্ব্বধর্ম্মরহিত) অচিন্ত্যশক্তিমান্, ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত, অবিক্রিয়াত্মক অপরিণামী এবং অনন্তপার। জ্ঞানীগণ দিবানিশি আমাকেই ভাবনা করেন। ৪৩-৪৪

> এবং সদাত্মানমখণ্ডিতাত্মনা
> বিচারমাণস্য বিশুদ্ধভাবনা।
> হন্যাদবিদ্যামচিরেণ কারকৈ-
> রসায়নং যদ্বদুপাসিতং রুজঃ ॥ ৪৫

এবং ভাবনায়াঃ ফলমাহ এবমিতি। উক্তরীত্যা সদা আত্মানং অখণ্ডিতাত্মনা বিষয়ানাকৃষ্টচিত্তেন বিচারপ্রমাণস্য ধারয়তঃ ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ চরমাণ এব চারমাণঃ স্বার্থেঽণ্ বিশুদ্ধভাবনা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিরুদেতীতি শেষঃ। সা চোদিতা কারকৈর্দেহান্তরপ্রাপককর্ম্মভিঃ সহাবিদ্যামচিরেণ শীঘ্রমেব হন্যাৎ যথোপাসিতং সেবিতং রসায়নং রুজো হন্যাৎ তদ্বৎ ॥ ৪৫

তত্ত্বজ্ঞানীরা উপরোক্তরূপে ধ্যাননিষ্ঠ হইলে যেরূপ অবস্থাপন্ন হন, তাহা বিবৃত হইতেছে।—এই প্রকারে মনকে বিষয়াকর্ষণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করত আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইলে ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তি সমুদিত হইয়া থাকে। রসায়ন যেমন রোগসমূহ দূরীকৃত করিয়া দেয়, সেইরূপ ঐ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেই কর্ম্মাদি সহ অবিদ্যা লোপ পাইয়া থাকে। ৪৫।

বিবিক্ত আসীন উপারতেন্দ্রিয়ো
বিনির্জ্জিতাত্মা বিমলান্তরাশয়ঃ।
বিভাবয়েদেকমনন্যসাধনো
বিজ্ঞানদৃক্ কেবল আত্মসংস্থিতঃ॥ ৪৬

অত্র ধ্যানে ইতিকর্ত্তব্যতামাহ বিবিক্ত ইতি। নির্জ্জন ইত্যর্থঃ আসীনো যথোচিতপদ্মাসনাদ্যুপবিষ্ট উপারতেন্দ্রিয়ঃ নিবৃত্তব্যাপারেন্দ্রিয়ঃ তেন শমদমাদিসম্পন্নঃ বিনির্জ্জিতাত্মা প্রাণায়ামাদিভির্জ্জিতান্তঃকরণঃ অতএব বিমলান্তরাশয়ো বিশুদ্ধচিত্তঃ বিজ্ঞানদৃক্ বিজ্ঞানে এব দৃক্ ভাবনং যস্য সঃ দ্রষ্টৃদৃশ্যমানরহিতঃ অনেন নির্বিকল্পকসমাধিরুক্তঃ অনন্যসাধনঃ তত্ত্বজ্ঞানাতিরিক্তমুক্তিসাধনাস্তিত্বভ্রমরহিতঃ কেবলোহমসঙ্গঃ আত্মসংস্থিতঃ আত্মন্যেব সংস্থা সমাপ্তিঃ সঞ্জাতা যস্য সঃ তেন ন কদাপি বিষয়ান্তরসঞ্চারবচ্চিত্তঃ বিভাবয়েৎ ধ্যায়েৎ॥ ৪৬

বিজ্ঞানদৃক্ * ব্যক্তি জনশূন্য প্রদেশে উপবেশন পূর্ব্বক

---

* বিজ্ঞানদৃক্ অর্থাৎ দ্রষ্টৃদৃশ্যমানরহিত। ইহাদ্বারা নির্ব্বিকল্পসমাধি বুঝাইতেছে।

উপারতেন্দ্রিয়, (নিবৃত্তব্যাপারেন্দ্রিয় সুতরাং শমদমাদি-সম্পন্ন) বিনির্জ্জিতাত্মা, (প্রাণায়ামাদি দ্বারা জিতান্তঃ-করণ) বিমলান্তরাশয়, (বিশুদ্ধচিত্ত) অনন্যসাধন, (তত্ত্বজ্ঞানাতিরিক্ত মুক্তিসাধনাস্তিত্বভ্রমরহিত,) কেবল, (সঙ্গহীন) ও আত্মসংস্থিত হইয়া একমাত্র আত্মাকেই ভাবনা করিবেন। অর্থাৎ নির্জ্জনে পদ্মস্বস্তিকাদি কোনরূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করত রেচক, পুরক ও কুম্ভকাদি প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণানিলকে নিরোধ করত বিশুদ্ধচিত্ত হইবে। অনন্তর অন্যরূপ সাধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাগ্রমনে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী আত্মাকেই চিন্তা করিবে। এইরূপ করিলেই তত্ত্বজ্ঞান সাধন হইয়া থাকে। ৪৬।

বিশ্বং যদেতৎ পরমাত্মদর্শনং
বিলাপয়েদাত্মনি সর্ব্বকারণে।
পূর্ণশ্চিদানন্দময়োবতিষ্ঠতে
ন বেদ বাহ্যং ন চ কিঞ্চিদান্তরম্ ॥ ৪৭

কিঞ্চ যদেতৎ ভূতং ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানং বিশ্বঃ পরমাত্মা দর্শনং ভাসকো যস্য তৎ "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি শ্রুতেঃ তৎসর্ব্বকারণে মায়াসন্নিধানাৎ সর্ব্বোপাদানত্বে-নাভিমতে আত্মনি বিলাপয়েৎ উপাদানসত্তাব্যতিরেকেণ কার্য্যসত্তাং ন পশ্যেৎ তাদৃশস্য লক্ষণমাহ সম্পূর্ণঃ আবাপ্ত-সমস্তকামঃ তস্য কামাভাবাৎ চিদানন্দময়ঃ তৎরূপোঽবতি-ষ্ঠতে বাহ্যমান্তরং চ দৃশ্যং ন জানাতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৭

দ্বৈতস্বরূপ প্রপঞ্চ বিশ্বের বিদ্যমানতা থাকিতে ও যেরূপে অদ্বৈত স্বরূপ আত্মভাবনা হয়, তাহা বলা যাইতেছে।— যৎকালে এই বিশ্ব পরমাত্মস্বরূপ দর্শন হইবে, অর্থাৎ যখন এই বিশ্বকে পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান হইবে· তখন সেই সর্ব্বোপাদানস্বরূপ পরমাত্মাতেই এই বিশ্ব বিলীন করিবে। অনন্তর দ্বৈতবস্তুর অভাব বশতঃ যখন সচ্চিদানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করিবে, তখন আর বাহ্য বা আভ্যন্তর কিছুমাত্র জ্ঞান থাকিবে না। ৪৭

পূর্ব্বং সমাধেরখিলং বিচিন্তয়েৎ
ওঙ্কারমাত্রং সচরাচরং জগৎ।
তদেব বাচ্যং প্রণবো হি বাচকো
বিভাব্যতেঽজ্ঞানবশান্ন বোধতঃ ॥ ৪৮

সমাধিসিদ্ধেঃ পূর্ব্বং যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ পূর্ব্বমিতি। সমাধেঃ সকলবিষয়ব্যাসঙ্গনিবৃত্তিপূর্ব্বকং ব্রহ্মাকারবৃত্তিঃ সমাধিস্ততঃ পূর্ব্বং অখিলং সচরাচরং জগৎ ওঙ্কারমাত্রং বিচিন্তয়েৎ ওঙ্কারো মীয়তে অনয়েতি মাত্রা প্রমাণং বোধকত্বেন পরিচ্ছেদকো যস্য তথা জানীয়াৎ। তদেব বিবৃণোতি তদেবেতি। জগদেবেত্যর্থঃ প্রণবো বাচকো বিভাব্যতে এতৎ হি প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ॥ইয়ং ভাবনা জ্ঞানবশাদেব ন বোধতঃ নির্বিশেষব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্তদুত্তরং নেত্যর্থঃ তস্য সর্ব্ববৃত্ত্যুপমর্দ্দকত্বাৎ॥৪৮

যেরূপে পরমাত্মার ধ্যান কর্ত্তব্য, অধুনা তাহা সবিস্তার কথিত হইতেছে।—সমাধিসিদ্ধির * পূর্ব্বে এই অখিল

* সামাধি—সকলবিষয়ব্যাসঙ্গনিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মাকারবৃত্তির নাম সমাধি।

সচরাচর জগৎকে ওঙ্কাররূপ চিন্তা করিবে। অজ্ঞানবশতই এই জগৎ বাচ্য এবং ওঙ্কার বাচকরূপে প্রতীত হয়, জ্ঞান-বশে হয় না; অর্থাৎ যাবৎকাল জীব তত্ত্বজ্ঞান লাভে সক্ষম না হয়, ততদিনই অজ্ঞানতা বশতঃ এই জগৎ বাচ্য এবং ওঙ্কার বাচক বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর সেই বাচ্যবাচকাদির প্রভেদ থাকে না। ৪৮

অকারসংজ্ঞঃ পুরুষো হি বিশ্বকো
হ্যুকারকস্তৈজস ঈর্য্যতে ক্রমাৎ।
প্রাজ্ঞো মকারঃ পরিপঠ্যতেঽখিলৈঃ
সমাধিপূর্ব্বং ন তু তত্ত্বতো ভবেৎ॥ ৪৯

উক্তমর্থং বিবৃণোতি অকারেতি। অকারসজ্ঞস্বঃ চরাচ্যঃ পুরুষো হি বিশ্বকো বিশ্ব এব বিশ্বকঃ বিশ্বশব্দেন পরিভাষিতঃ অয়ং জাগ্রৎসাক্ষী বিরাট্ ততঃ স্বপ্নসাক্ষী তৈজসঃ তেন পদেন পরিভাষিতঃ লিঙ্গদেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভ উকারকঃ উকারপ্রতিপাদ্য ঈর্য্যতে ততঃ সুষুপ্তিসাক্ষী প্রাজ্ঞপদবাচ্যো মায়োপাধিকঃ মকারস্তদ্বাচ্যঃ পঠ্যতে অখিলৈর্ব্বেদৈঃ ইয়ং ভাবনা সমাধিপূর্ব্বং সমাধেঃ পূর্ব্বমেব ন তত্ত্বতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎ-কারে সতি ন ভবেৎ সর্ব্বস্য ব্রহ্মণি প্রবিলয়াৎ॥ ৪৯

অধুনা প্রণবান্তর্গত অকার, উকার ও মকারের অর্থ কথিত হইতেছে।—প্রণবান্তর্গত অকারসংজ্ঞক দেহস্থ পুরুষকে বিশ্ব কহে, উকারবাচ্য দেহস্থ পুরুষ তৈজস নামে অভিহিত এবং মকারনামা দেহস্থ পুরুষকে প্রাজ্ঞ বলা গিয়া থাকে। সমাধিসিদ্ধির পূর্ব্বে এই সমস্ত হয়, তত্ত্বসাক্ষাৎকার

হইলে আর এরূপ জ্ঞান বিদ্যমান থাকে না। অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিভেদে যে জীবের ত্রিবিধ অবস্থা কথিত হইল, সমাধিসিদ্ধির অগ্রে জীবের এই ত্রিবিধ অবস্থার দ্বৈতভাব থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর সে ভাব দৃষ্ট হয় না।৪৯

বিশ্বং ত্বকারং পুরুষং বিলাপয়েৎ
উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতম্।
ততো মকারে প্রবিলাপ্য তৈজসং
দ্বিতীয়বর্ণং প্রণবস্য চান্তিমে॥ ৫০

মকারমপ্যাত্মনি চিদ্ঘনে পরে
বিলাপয়েৎ প্রাজ্ঞমপীহ কারণম্।
সোঽহং পরং ব্রহ্ম সদাবিমুক্তিম-
দ্বিজ্ঞানদৃক্ মুক্ত উপাধিতোঽমলঃ॥ ৫১

অথ বিলাপনপ্রকারমাহ দ্বাভ্যাম্ বিশ্বন্তিতি। উকারমধ্যে বহুধা ব্যবস্থিতং স্থূলদেহনিবন্ধনং স্থূলদেহাভিমানেন স্থিতং বিশ্বং পুরুষং তদ্বাচকমকারং চ বিলাপয়েৎ তুশ্চার্থে বিলীনং ভাবয়েৎ ততস্তৈজসং লিঙ্গদেহাভিমানিনং পুরুষং তদ্বাচকং প্রণবদ্বিতীয়বর্ণমুকারং বিলীনবিশ্বকং মকারে বিলাপ্য বিলীনং ভাবয়িত্ব॥ ৫০

ততস্তাদৃশং মকারং তদ্বাচ্যং প্রাজ্ঞং চ কারণং কারণত্বাভিমানিনং পুরুষং ইহাত্মনি চিদ্ঘনে পরে বিলাপয়েৎ তথা ভাবয়েৎ ততঃ সোঽহং সর্ব্ববিলাপাধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম বিভাবয়েৎ। তদ্বিশিনষ্টি সদাবিমুক্তিমৎ নিত্যমুক্তং অস্মৎপদার্থস্থ

স্বাগদ্বেষাদিমলিনস্য কথং ব্রহ্মত্বভাবনেত্যাশঙ্ক্যাহংপদার্থং বিশিনষ্টি উপাধিতো মুক্তঃ অতএবামলঃ তথা ভাবনে সাধনং বিজ্ঞানদৃক্‌বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনং ব্রহ্মমাত্রপ্রত্যয়াবিচ্ছেদরূপা দৃক্ তৎসাক্ষাৎকারে সাধনং যস্য সঃ॥ ৫১

যেরূপে লয় ভাবনা করিবে, তাহা কথিত হইতেছে।— সেই অকারনামা পুরুষকে উকারে অর্থাৎ তৈজসে, পরে উকারকে মকারে এবং মকারকে শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে বিলীন ভাবনা করিতে হয়। অর্থাৎ এই স্থূলশরীরের অন্তর্গত যে অকারাখ্য পুরুষ বিশ্ব, তাহাকে প্রণবের দ্বিতীয়বর্ণ উকার অর্থাৎ তৈজসসহ বিলীন ভাবনা করিতে হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষকে সূক্ষ্মশরীরে বিলীন ভাবনা করিয়া তৎপরে দ্বিতীয়াক্ষর উকারাখ্য তৈজসকে তৃতীয়বর্ণ মকারের সহিত বিলীন ভাবনা করত মকারাখ্য প্রাজ্ঞকে চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে বিলীন ভাবনা করিতে হয়। অনন্তর "আমিই সেই সদামুক্ত সনাতন পরব্রহ্ম" নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিবে। এই প্রকারে বিমুক্তবৎ ভাবনা করিতে করিতে যখন অনুভবাত্মক জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তৎকালেই সেই মহাত্মা নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত সর্পের ন্যায় স্থূলসূক্ষ্ম শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫০—৫১

এবং সদা জাতপরমাত্মভাবনঃ
স্বানন্দতুষ্টঃ পরিবিস্মৃতাখিলঃ।
আস্তে স নিত্যাত্মসুখপ্রকাশকঃ
সাক্ষাৎ বিমুক্তোঽচলবারিসিন্ধুবৎ। ৫২

এবং ভাবনাবতো লক্ষণমাহ এবমিতি।উক্তপ্রকারেণ সদা জাতা পরমাত্মন্যেকভাবনা যস্য সঃ পরিবিস্মৃতমখিলং পুত্র-দেহাদি যেন সঃ অতএব স্বস্বরূপানন্দেনৈব তুষ্টঃ ন তু বিষয়ানন্দেন তস্য পরিণামে দুঃখরূপত্বত্মাত্ততো বিরক্ত ইত্যর্থঃ সাক্ষাৎ নিত্যাত্মনি সুখপ্রকাশকঃ সাক্ষাদৌপাধিক নামরূপভেদরাহিত্যেন নিত্যমখণ্ডিতমাত্মস্বরূপং যংসুখ-প্রকাশশ্চ তদ্রূপঃ এবংরূপো বিমুক্তো জীবন্মুক্তঃ অচলং নিশ্চলং বারি যস্য তাদৃশসিন্ধুবদাস্তে বিষয়সম্বন্ধলহরীরহিত আস্ত ইত্যর্থঃ॥ ৫২

সম্প্রতি আত্মোপসনার স্বরূপ বলা যাইতেছে।—ক্রমশঃ আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইলেই সেই সাধক বিষয়েচ্ছা-রহিত, নিত্যসুখী ও জীবন্মুক্ত হইয়া অচলবারিসিন্ধুবৎ অবস্থান করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তবিধানে এই প্রপঞ্চ বিশ্বকে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্যানন্দ প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হয়েন, তিনি সাক্ষাৎ সত্যস্বরূপ স্বয়ম্ভূ ও সুখময় হইয়া চতুর্ব্বিধ বিঘ্ন * বিস-র্জ্জন করত অচল সাগরের ন্যায় অক্ষুব্ধভাবে বিরাজমান থাকেন। ৫২

---

* বিঘ্নচতুষ্টয় যথা,—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ। লয়—অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থকে আশ্রয় না করত অন্তঃকরণের যে নিদ্রাবস্থা, তাহাকে লয় কহে। বিক্ষেপ—অখণ্ড ব্রহ্ম-পদার্থকে অবলম্বন কবিতে না পারিয়া অমানসিক বৃত্তির গ্রহনক্ষত্রাদি অন্য বস্তু আশ্রয়কে বিক্ষেপ কলে। কষায়—

এবং সদাভ্যস্তসমাধিযোগিনো
নিবৃত্তসর্ব্বেন্দ্রিয়গোচরস্য হি।
বিনির্জ্জিতাশেষরিপোরহং সদা
দৃশ্যো ভবেয়ং জিতষড়্ গুণাত্মনঃ ॥ ৫৩

ঈদৃশস্য মৎপ্রাপ্তির্ভবতোবেত্যাহ এবমিতি। উক্তপ্রকারেণ সদাভ্যস্তসমাধের্যোগিনঃ নিবৃত্তাঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গোচরা বিষয়াঃ শব্দাদয়ো যস্য বিনির্জ্জিতা অশেষা রিপবঃ কামাদয়ো যেন তস্য তজ্জয়েন বিষয়েষ্বন্তঃকরণা প্রবৃত্তিঃ সূচিতা অতএব সর্ব্বজ্ঞত্বনিত্যত্বনিত্যতৃপ্তত্ববোধরূপত্বস্বতন্ত্রত্বনিত্যমলুপ্তত্বানন্তরূপাঃ ষড়্ গুণা যস্য তাদৃশ আত্মা জিতো বশীকৃতো যেন তস্য সদা দৃশ্যো ভবেয়ম্ এতেন মদ্ভক্তস্য যোগিনোঽহং দৃশ্যো ন তু ভক্তিবিমুখস্যেতি সূচিতং ॥ ৫৩

হে লক্ষ্মণ! এইরূপে সমাধিনিরত হইলে সেই সাধকের নিকট কামাদি ষড়্রিপু পরাভূত হয় তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ষড়্গুণ বিদ্যমান থাকে না এবং তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয়বিষয় সমূহ পরাভূত হইয়া থাকে, সুতরাং আমি নিরন্তর তাঁহাকে দর্শন প্রদান করি। ৫৩

লয় ও বিক্ষেপ এতদ্দ্বয়ের অভাবনিবন্ধন মানসিক বৃত্তি স্তব্ধ হয়, সেই হেতু যে অখণ্ড ব্রহ্মের আশ্রয়, তাহার নাম কষায়। রসাস্বাদ—অখণ্ড ব্রহ্মপদার্থকে অবলম্বন না করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সুখস্বরূপ যে সবিকল্প আনন্দ, তাহাকে ব্রহ্মানন্দ বোধে আস্বাদন করাকেই রসাস্বাদ বলা যায়।

ধ্যাত্বৈবমাত্মানমহর্নিশং মুনি-
স্তিষ্ঠেৎ সদা মুক্তসমস্তবন্ধনঃ।
প্রারব্ধমশ্নন্নভিমানবর্জিতো
ময্যেব সাক্ষাৎ প্রবিলীয়তে ততঃ॥ ৫৪

এবংবিধো জীবন্মুক্তঃ প্রারব্ধবশেন অনভিমানঃ ভোগা-নশ্নংস্তিষ্ঠেৎ ততো ময্যেব বিলীয়তে মদ্রূপো ভবতীত্যাহ ধ্যাত্বৈবমিতি॥ ৫৪

এইপ্রকারে দিবানিশি আত্মধ্যান পূর্ব্বক নিখিল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলেই আমাতে লয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ চিন্তাপরায়ণ সাধক উক্তপ্রকারে আত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে কামাদি হৃদয়গ্রন্থিসকলকে ছেদন পূর্ব্বক জীবন্মুক্ত হন এবং তদনন্তর নিরহঙ্কার হইয়া প্রারব্ধ কার্য্যের ফলভোগ করত সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আমাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৫৪

আদৌ চ মধ্যে চ তথৈব চান্ততো
ভবং বিদিত্বা ভয়শোককারণম্।
হিত্বা সমস্তং বিধিবাদচোদিতং
ভজেৎ স্বমাত্মানমথাখিলাত্মনাম্॥ ৫৫

সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষয়া অয়মেব ধর্ম্মো জ্যায়ানিত্যাহ আদৌ চেতি। ভবং সংসারং আদিমধ্যাবসানেষু সর্ব্বথা ভয়শোকয়োঃ কারণং বিদিত্বা তৎকারণীভূতং বিধিবাদৈর্যজেতেত্যাদি-ভিশ্চোদিতং বোধিতং সমস্তং কর্ম্মমার্গং কাম্যং হিত্বা অখিলা-ত্মনাং জীবানাং স্বপংভূতং মামাত্মানং পরমেশ্বরং ভজেৎ

যথা ধনস্যার্জ্জনেনাদৌ দুঃখং মধ্যে পালনকৃতং তত্র রাজাদি-কৃতভয়মন্তে নাশে শোকপর্য্যবসায়িদুঃখমেবং পদার্থমাত্রে দ্রষ্টব্যং ॥ ৫৫ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কিরূপ, অধুনা তাহাই কথিত হইতেছে।—কি আদি, কি মধ্য, কি অন্ত, সকল কালেই সংসার শোক ও ভয়ের একমাত্র কারণ, এইরূপ বিবেচনা করত বিধিপ্রণোদিত কর্ম্মপুঞ্জ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একমাত্র আমাকেই ভজনা করিবে। ৫৫

আত্মন্যভেদেন বিভাবয়ন্নিদং
ভবত্যভেদেন ময়াত্মনা তদা।
যথা জলং বারিনিধৌ যথা পয়ঃ
ক্ষীরে বিয়দ্ব্যোম্ন্যনিলে যথানিলঃ ॥৫৬

ময্যভেদভাবনয়া নামরূপাবিভাগেন মদ্রূপ এব ভবতীত্যমুমর্থং সদৃষ্টান্তমাহ আত্মনীতি।আত্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানে ময়ি ইদং স্বস্বরূপং জীবমভেদেন বিভাবয়ন্ সদা তিষ্ঠতীতি শেষঃ ময়াত্মনা পরমেশ্বরেনাভেদেন ভবতি অভিন্নো ভবতি তত্র দৃষ্টান্তঃ যথা সমুদ্রে এব যথা ক্ষীরে গবাদিক্ষীরে প্রক্ষিপ্তং পয়ঃ ক্ষীরমেব যথা ব্যোম্নি মহাকাশে ঘটাদ্যবচ্ছিন্নাকাশো ঘটাদিভঙ্গে যথা চর্ম্মভস্ত্রিকাদ্যবচ্ছিন্নো বায়ুরনিলো মহাবায়ৌ নামরূপাবিভাগেনৈকীভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬

যে প্রকার সাগরমধ্যে নদীজল নিপতিত হইলে সেই জল সাগর সহ অভিন্ন হয়, গবাদিক্ষীরে জল পড়িলে সেই

জল ক্ষীররূপেই পরিণত হইয়া থাকে, মহাকাশে ঘটাকাশের সংযোগ হইলে তাহা মহাকাশই হয় এবং মহাবায়ুতে ভস্ত্রাদি যন্ত্রের সামান্য বায়ু সম্যক্ মিশ্রিত হইলে অভেদ-রূপেই থাকে, সেইরূপ আত্মার সহিত জগতের অভেদ-জ্ঞান হইলেই আমার সহিত অভিন্নতা লাভ হইয়া থাকে। ৫৬

ইত্থং মদীক্ষেত হি লোকসংস্থিতো
জগন্মায়ৈবেতি বিভাবয়ন্মুনিঃ।
নিরাকৃতত্বাৎ শ্রুতিযুক্তিমানতো
যথেন্দুভেদো দিশি দিগভ্রমাদয়ঃ॥ ৫৭

এবমাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য জগৎ সত্যত্বভ্রমঃ স্বত এবাপৈতীত্যাহ ইত্থমিতি হি অপ্যর্থে লোকসংস্থিতোপি জীবন্মুক্তিদশায়াং লোকব্যবহারং কুর্ব্বন্নপি জগন্ মৃষৈবেতি বিভাবয়ন্ সন্ যদি যদা ইত্থমীক্ষতে একাত্ম্যং জানীয়াৎ তদা নিবৃত্ত-জগৎসত্যত্বভ্রমো ভবতীতি শেষঃ। তত্র হেতুঃ শ্রুতিযুক্তি-মানতো নিরাকৃতত্বাৎ "অতোনাদার্ত্তং" ইত্যাদিশ্রুতি-রূপাৎ জগন্মিথ্যা দৃশ্যত্বাৎ শুক্তিরজতবদিতি তদুপরং-হিতানুমানরূপাৎ মানতঃ প্রমাণতো নিরাকৃতত্বাৎ তত্র দৃষ্টান্তো যথেন্দুভেদঃ একচন্দ্রে দ্বিচন্দ্রত্বভ্রমস্তদেকত্বজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে যথা চ দিশি প্রাচ্যাদৌ অনাদিকত্বভ্রমঃ সোপি তত্ত্বজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে এবং ভ্রমতঃ পুরুষস্য দিক্ষু ভ্রমণভ্রমঃ নিকটবর্ত্তিবৃক্ষাদৌ চ ভ্রমণভ্রমস্তৎস্থৈর্য্যজ্ঞানেন নিবর্ত্ততে তদ্বৎ। ৫৭

এই প্রকার হইলে সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এই অখিল বিশ্ব সন্দর্শন করেন সত্য, কিন্তু তাঁহার নিকট সমস্তই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। একটী চন্দ্রকে যেমন দুইটী চন্দ্র বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং পূর্ব্বাদি দিককে যেরূপ অন্যদিক বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বাধিতত্ব নিবন্ধন তাঁহার নিকট এই বিশ্ব দৃষ্টিভ্রমের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। ৫৭

যাবন্ন পশ্যেদখিলং মদাত্মকং
তাবন্মদারাধনতৎপরো ভবেৎ।
শ্রদ্ধালুরত্যূর্জ্জিতভক্তিলক্ষণো
যস্তস্য দৃশ্যোঽহমহর্নিশং হৃদি ॥৫৮

ঈদৃশজ্ঞানে মদারাধনমেবোপায় ইত্যাহ যাবদিতি। অখিলং জগৎ মদাত্মকং মদধিষ্ঠানকং মদ্বিবর্ত্তভূতং যাবন্ন পশ্যেৎ তাবৎ মৎপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধালুঃ ভগবদারাধনমেব জ্ঞানপ্রাপকমিত্যত্র দৃঢ়বিশ্বাসবান্ অতিশয়েনোর্জ্জিতা বৃদ্ধিমতী ভক্তির্ম্ময়ি ভগবতি পূজ্যতাবুদ্ধিরূপা চিহ্নং যস্য সঃ তাবন্মদারাধননিষ্ঠো ভবেৎ এবং হি তস্য হৃদি অহং অহর্নিশং দৃশ্যো ভবামি “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহং” ইতি স্মৃতেঃ। ৫৮

যে প্রকারে ভক্তিযোগ সমুৎপন্ন হয়, অধুনা তাহার নিগূঢ় উপায় কথিত হইতেছে।—যে পর্য্যন্ত এই অখিল জগৎ মদাত্মক বলিয়া উপলব্ধি না হয়, তাবৎকাল আমার আরাধনায় তৎপর থাকিবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে

আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, আমি সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে বিরাজমান থাকি। ৫৮

রহস্যমেতৎ শ্রুতিসারসংগ্রহং
ময়া বিনিশ্চিত্য তবোদিতং প্রিয়।
যস্ত্বেতদালোচয়তীহ বুদ্ধিমান্
স মুচ্যতে পাতকরাশিভিঃ ক্ষণাৎ॥ ৫৯

স্বোক্তবচনজাতস্য শ্রুতিসমত্বং কথমেতদালোচনমপি মদারাধনপ্রতিবন্ধকদুরিতধ্বংসোপায় ইত্যাহ রহস্যমিতি। শ্রুতিসারসংগ্রহত্বেনাতিগোপনীয়তা অপ্রমাণশঙ্কাকলঙ্ক-রাহিত্যং সূচিতমালোচয়তি সম্যক্ বিচারয়তি। ৫৯

হে বৎস! আমি ত্বৎসন্নিধানে শ্রুতিসারসংগ্রহ রহস্য বর্ণন করিলাম। যে সুমতি ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহার আলোচনায় নিরত থাকে, সে ব্যক্তি আশু অখিল পাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ৫৯

ভ্রাতর্যদিদং পরিদৃশ্যতে জগৎ
মায়ৈব সর্ব্বং পরিহৃত্য চেতসা।
মদ্ভাবনাভাবিতশুদ্ধমানসঃ
সুখী ভবানন্দময়ো নিরাময়ঃ॥ ৬০

অথ ভগবান্ উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেণ দার্ঢ্যায় পুনরাহ ভ্রাতরিতি। যদিতি যদিত্যর্থে যদিদং জগৎ পরিদৃশ্যতে তৎসর্ব্বং মায়ৈবেতি জ্ঞাপ্যেতি শেষঃ চেতসা সর্ব্বং পরিহৃত্য তত্রৌদাসীন্যং কৃত্বা মদ্ভাবনয়া মদৈক্যভাবনয়া ভাবিতং শুদ্ধং মানসং যস্য তাদৃশস্তিষ্ঠ ইত্যুপদিশ্যাশিষং

প্রাহ নিরাময়ঃ সন্ সুখীভব সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তোতি ভাবঃ। ততোঽন্তরঙ্গামন্ত্রামাশিষমাহ আনন্দময়ো ভব তদ্রূপো ভবেত্যর্থঃ যদ্যপি পূর্ব্বমানন্দরূপত্বমস্ত্যেব তথাপি তৎপ্রাপ্তি বিস্মৃতকণ্ঠস্থভূষণপ্রাপ্তিবৎ। ৬০

হে ভ্রাতঃ! এই যে জগৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে, ইহাকে মায়ামাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া একচিত্তে আমাকে ভাবনা কর। আমাকে চিন্তা করিতে করিতে বিশুদ্ধমনা হইয়া সুখী, আনন্দময় ও নিরাময় হইতে পারিবে। ৬০

যঃ সেবতে মামগুণং গুণাৎ পরং
হৃদা কদা বা যদি বা গুণাত্মকং।
সোঽহং স্বপাদাঞ্চিতরেণুভিঃ স্পৃশন্
পুনাতি লোকত্রিতয়ং যথা রবিঃ॥ ৬১

এবং রীত্যা স্বোপাসকস্য লোকপাবনত্বমাহ য ইতি। কদাচিদিত্যর্থঃ হৃদা নির্ম্মলেনান্তঃকরণেন যো মামগুণং প্রাকৃতসত্ত্বরজস্তমোরূপগুণরহিতং সচ্চিদানন্দত্বাৎ অতএব গুণাদব্যাকৃতাৎ পরং মায়াতীতং যদি বা যদ্বেত্যর্থে গুণাত্মকং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলোকোত্তরলাবণ্যাদিগুণবানাত্মা মূর্ত্তির্যস্য তং দৃশ্যমানং রূপং সেবতে স দ্বিবিধোপাসকঃ অহং মৎস্বরূপ এব মামক ইত্যর্থো বা "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়" ইত্যুক্তিঃ তাদৃশো ভক্তঃ স্বপাদলগ্নরেণুভিঃ সংস্পৃশন্ লোকত্রয়মপি পুনাতি অজ্ঞানধ্বান্তনিরসনেন পবিত্রীকরোতি যথা রবিঃ স্বকরৈর্জ্জগদ্বিতিমিরীকরোতি তদ্বৎ। ৬১

এক্ষণে রামচন্দ্র স্বীয় ভক্তজনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন

করিতেছেন।—হে লক্ষ্মণ! আমি অগুণ, (প্রাকৃতসত্ত্বরজ-স্তমোরূপগুণরহিত) গুণাতীত, (মায়াতীত) ও গুণাত্মক, (সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট)। যে ব্যক্তি হৃদয়ে আমাকে চিন্তা করেন, তিনি মৎসদৃশ হইয়া ভাস্করবৎ স্বীয় পদরেণু দ্বারা ত্রিলোক পবিত্র করিয়া থাকেন। ৬১

বিজ্ঞানমেতদখিলং শ্রুতিসারমেকং
বেদান্তবেদ্যচরণেন ময়ৈব গীতম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া পরিপঠেৎ গুরুভক্তিযুক্তো
মদ্রূপমেতি যদি মদ্বচনেষু ভক্তিঃ॥ ৬২

ইতি শ্রীশ্রীরামগীতা।

ইদানীমেতদ্গ্রন্থার্থালোচনাসমর্থস্য পাঠমাত্রতোপি মহৎফলমাহ। বিজ্ঞানং বিজ্ঞানজনকং করণব্যুৎপত্ত্যেতি বোধ্যং বেদান্তৈরুপনিষদ্বাক্যৈর্ব্বেদ্যং চরণং জগজ্জন্মাদি-লক্ষণং কর্ম্ম যস্য তেন নন্‌ পাঠমাত্রাদেতাদৃশমহৎফলপ্রাপ্তিঃ কথমিত্যাশঙ্ক্য তবতোবেতি স্বচরংস্তত্র হেতুমাহ মদ্বচনেষু ভক্তির্ব্বিশ্বাসো যদীত্যর্থাৎ গুরুবাক্যবিশ্বাসস্যৈব ফলদায়ক-ত্বাদিতি ভাবঃ। ৬২

অধুনা রামচন্দ্র লক্ষ্মণের অভিপ্রেত বিষয় বর্ণন করিয়া এই গ্রন্থ অধ্যয়নের ফল বিবৃত করিতেছেন।—হে বৎস! যাঁহার চরণারবিন্দ বেদান্তবেদ্য, সেই আমি তোমার নিকট এই শ্রুতিপ্রতিপন্ন অখিল বিজ্ঞানজনক রহস্য কীর্ত্তন করি-লাম। যে ব্যক্তি আমার বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক গুরুভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে ইহা অধ্যয়ন করেন, তিনি আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৬২

সমাপ্তেয়ং শ্রীশ্রীরামগীতা।

মুণ্ডমালাতন্ত্রোক্ত—

পঞ্চরত্নস্তোত্রম্।

——*****——

নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥ ১

হে ভগবন! তুমি অখিল লোকের একমাত্র আশ্রয় ও সদ্রূপী, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশ্বরূপী ও চিৎস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অদ্বৈত তত্ত্বস্বরূপ ও মুক্তিদাতা, তোমাকে প্রণাম করি। হে ভগবন্! তুমি সর্ব্বব্যাপী নির্গুণ পরব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। ১

ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং ॥ ২

হে পরমাত্মন্! তুমিই একমাত্র শরণ্য, তুমিই একমাত্র বরেণ্য, তুমিই জগতের একমাত্র কারণ, তুমি জগদ্রূপী, তুমিই জগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও সংহর্ত্তা, এবং তুমিই একমাত্র নির্ব্বিকল্প নিশ্চল পরব্রহ্ম। ২

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানা-
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্॥ ৩

হে প্রভো! তুমি ভয়ের ভয় ও ভীষণেরও ভীষণ। তুমি প্রাণীকুলের একমাত্র গতি. পবিত্রেরও পবিত্রের কারণ, এবং যে কিছু উচ্চপদ বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই তুমি। হে দেব! তুমিই একমাত্র নিয়ন্তা, তুমি পরাৎপর এবং রক্ষকগণেরও রক্ষাকর্ত্তা। ৩।

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশি-
ন্ননির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষরব্যাপকাব্যক্তত্ত্বা-
জপাভাষকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥ ৪

হে পরেশ! হে প্রভো! হে সর্ব্বরূপ! হে অবিনাশিন্। হে অনির্দ্দেশ্য! হে সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য! হে সত্যরূপিন্! হে অচিন্ত্য! হে অক্ষর! হে সর্ব্বব্যাপক! হে অব্যক্ততত্ত্ব! হে অজপাভাষক! * হে অধীশ! আমাকে অপায় হইতে পরিত্রাণ কর। ৪। +

---

* অজপাভাষক—সর্ব্বপ্রাণস্বরূপ।

+ এস্থলের তাৎপর্য্য এই যে, আমাকে মুহুর্ম্মুহুঃ মৃত্যুযাতনা হইতে পরিত্রাণ কর অর্থাৎ আর যেন আমাকে সংসারে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে না হয়।

তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥ ৫

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রোক্তং পঞ্চরত্নস্তোত্রম্।

হে বিশ্বাত্মন্! আমরা একমাত্র তোমাকেই স্মরণ করি এবং একমাত্র তোমারই আরাধনা করি। তুমিই একমাত্র জগতের সাক্ষিরূপী পুরুষ, আমরা তোমাকেই প্রণাম করি। তুমিই একমাত্র সৎস্বরূপ আশ্রয় নিরালম্ব ঈশ্বর, এবং তুমি ভবসাগরের পোতস্বরূপ, আমরা একমাত্র তোমারই শরণ গ্রহণ করিতেছি। ৫।

ইতি শ্রীমুণ্ডমালাতন্ত্রোক্ত পঞ্চরত্ননামক পরব্রহ্ম-
স্তোত্র সমাপ্ত।

যোগাঙ্কুরঃ সম্পূর্ণঃ।

বিজ্ঞাপন।

সানুবাদযোগসার গোরক্ষসংহিতা।

প্রাচীন যোগবেত্তা পূজ্যপাদ গোরক্ষনাথের নাম সকলেই জ্ঞাত আছেন, যিনি যোগবলে পলক মধ্যে জগতের যাবতীয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেন এবং সাধনা বলে যাবতীয় অলৌকিক বিষয় সকল অনায়াসে সুসিদ্ধ করিয়াছিলেন সেই মহাত্মারই হস্ত লিখিত যোগ শিক্ষা ও সাধন শিক্ষা অতি প্রাচীন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও অন্যান্য শাস্ত্রের টিপ্পনি প্রমাণ সহ মূল ও সরল অনুবাদের সহিত এই "যোগসার গোরক্ষ সংহিতা নামক সুবৃহৎ অতি দুর্লভ গ্রন্থ জন-সমাজে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে রাজযোগ ও হটযোগ উভয়বিধ যোগ শিক্ষা প্রণালী অতি বিষদরূপে সহজ প্রণা-লীতে লেখা আছে। এই গ্রন্থে ষড়ঙ্গযোগ, প্রানায়াম প্রাণায়ামের স্থান ও কাল নির্ণয় আহার নিরূপণ ধৌতি ও বস্তি প্রকরণ তাহার ফল কথন ষটচক্রে বিবরণ প্রত্যেক চক্রে ধ্যানের প্রণালী, ওঙ্কার স্বরূপ কথন মুক্তের লক্ষণ, এবং জীবন্মুক্ত অবস্থার ভেদ কথন ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে পরি-পুর্ণ। ফলকথা যোগবিষয়ক এ পর্য্যন্ত যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে, এখানি তাহাদের সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করি য়াছে। শিবসংহিতা ঘেরণ্ডসংহিতা ইত্যাদি অন্যান্য যোগ গ্রন্থের অপেক্ষা দ্বিগুণ বড় হইবে। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট এরূপ মহা রত্ন গ্রন্থের মুল্য নিরূপণ করাই অন্যায়, তবে অবস্থানুরোধে এই সুবৃহৎ গ্রন্থের মূল্য ২ টাকা মাত্র ধার্য্য হইল। সাধারণে লইবার জন্য বিশেষ সুবিধা মাশুলাদি ব্যয় সহিত এই মহারত্নের মুল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

যোগরত্ন ঘেরণ্ডসংহিতা (সানুবাদ)

এখানি প্রাচীন যোগী প্রবর মহাত্মা ঘেরণ্ড দেবের প্রণীত। যিনি যোগবলে সিদ্ধ হইয়া সংসারে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন এ গ্রন্থে তাহারই মতানুসারে যাবতীয় যোগ শিক্ষা প্রকরণ অতি সহজে অনুবাদের সহিত লিখিত আছে। সাধারণে পুস্তক দেখিয়া যোগাভ্যাস করিতে পারিবেন। সুলভ মূল্য ১ এক টাকা।

পবনবিজয় স্বরোদয়। সানুবাদ

এখানি না জানিলে যোগ শিক্ষা হয় না কারণ যোগশিক্ষা করিতে হইলে অগ্রে নিস্বাস, প্রশ্বাসের গতি জানা আবশ্যক, সুতরাং এ পুস্তক খানি না পড়িলে তাহা জানিবার বিশেষ কোন উপায় নাই। যদি বিশেষ মনযোগী হইয়া সৎ গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া এই পুস্তক খানি পাঠ করা যায়, তাহা হইলে ইহা দ্বারাই যোগ ও জ্যোতিষ বিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান লাভ করা যায় সন্দেহ নাই। সুলভ মূল্য ৸০ বারআনা।

শিবগীতা। সানুবাদ

স্বয়ং দেবদেব মহাদেব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডকারণ্যে যে সকল যোগশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাতে অনুবাদের সহিত সেই সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এখানি শিবোপাসক মাত্রেরই পাঠ করা নিতান্ত আবশ্যক। সুলভ মূল্য ৸০ বারআনা।

স্তবকবচমালা চারিভাগ প্রকাশ হইয়াছে।

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থভাগে অর্গলা, কীলক, কর্পূর সূর্য্য, গঙ্গা, রুদ্রচণ্ডী আদিত্য হৃদয় ও দশমহাবিদ্যা এবং নব গ্রহের প্রত্যে-

কের ও রাহুকেতুর কবচ, তিথি কবচ, শূলরোগ নাশক কবচ শত্রুদমনার্থ অদ্ভুত কবচ; সন্নিবেশিত আছে। প্রায় ৩০০ শ প্রকার স্তবকবচ ইত্যাদি অনেক ফলপ্রদ বিষয়ে পূর্ণ মূ প্রত্যেক ভাগ ৸০ আনা চারিভাগ একত্রে লইলে সুলভ মূ ২৲ দুই টাকা মাত্র।

সটীক সানুবাদ কর্পূরাদিস্তব মূল্য ।০।

সানুবাদ কর্ম্মলোচন মূল্য ।০।

নামমালা দুইভাগ প্রকাশ হইয়াছে।

এই দুইভাগেও কালীর ককারাদি দুর্গার দশাবাদি ও ভগবতী, রাধিকা, মহাদেব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, সূর্য্য, ইত্যাদি ১৬ প্রকার দেবদেবীর সহস্র নাম আছে। প্রত্যেক ভাগ ৸০ আনা দুইভাগ একত্রে সুলভ মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বৃহৎতন্ত্রকোষ। দুইভাগে সম্পূর্ণ।

তন্ত্রে কি কি আছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

দীক্ষা গুরুকরণ, গায়ত্রীজপ হোম, পূজা কুণ্ডাদি নির্ম্মাণ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, সকল প্রকার সিদ্ধি লাভ অর্থাৎ মন্ত্র ও সাধনা বলে ভূত, প্রেত, পরী, পিশাচ, শব, অপ্সরী যোগিনী, সুন্দরী ইত্যাদি সাধনা দ্বারা অভিষ্ট লাভে সমর্থ হওয়া নানাপ্রকার ধ্যান দেহতত্ত্ব, গুহ্যসাধন, ভূত ভবিষ্যৎ বলা, অনাহার ও অনিদ্রায় থাকায় দ্রব্যগুণে বিবিধ ইন্দ্রজালিক বিদ্যা, বশীকরণ, বিদ্বেষণ মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন, মারীকরণ মৃত্যু সঞ্জীবন প্রভৃতি হিন্দুর অবশ্য প্রয়োজনীয় আবশ্যকীয় বিষয় সকল জানা যায়। সুলভ মূল্য ২৲ দুই টাকা

সানুবাদ বৃহৎ জাতকচন্দ্রিকা জ্যোতিষ।

ইহা দৃষ্টে জাতলগ্নের রাশি, গণ, বর্ণ, দশা অন্তর্দ্দশা, রিষ্টি, গুবিচার, নক্ষত্র, যোগ, গ্রহদিগের গোচর দৃষ্টি ও রিষ্টিফল ধার ও দৃষ্টিগতফল নির্ণয়, নষ্টকোষ্ঠি উদ্ধার ও বিবিধ চক্রাদি মুহ ইত্যাদি অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ এমন কি পুস্তকে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনে তাহার শতাংশের এক অংশ ও প্রকাশ করা যায় না। ফলকথা মনুষ্যের জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত যে শুভাশুভ ফলভোগ করিতে হয়। তৎসমুদয়ের প্রত্যেক গ্রহের দশানুসারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাধারণে পুস্তকদৃষ্টে অনায়াসে কোষ্ঠি দেখিতে ও প্রস্তুত করিতে পারিবেন। পুস্তকের আয়তন বড় আকারে ৪০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুলভ মুল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

সটীক সানুবাদ আনন্দলহরী ও কর্পূরাদি স্তব একত্রে।

ভগবান শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বে শক্তি মানিতেন না পরে আদ্যাশক্তির ছলনায় শঙ্কটে পড়িয়া যে স্তব দ্বারা শক্তির সাধনা করিয়া অনায়াসে সিদ্ধ কাম হইয়াছিলেন, তাহাই টীকা টিপ্পনী ও বিস্তৃত অনুবাদ সহিত প্রকাশ হইয়াছে। বিশেষতঃ সাধকগণের বীজ মন্ত্র স্বরূপ কর্পূরাদিস্তব টীকা ও অনুবাদ সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়াতে গ্রন্থখানি রত্ন বিশেষ হইয়াছে। ইহা সাধকমাত্রেরই নিতান্ত আবশ্যকীয় পাঠ্য গ্রন্থ। উভয় একত্রে সুলভ মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

রামার্চ্চনচন্দ্রিকা। (সানুবাদ)

ইহাতে দীক্ষা, পূজা, হোম জপ, ধ্যান, মন্ত্র যন্ত্র. চক্র মন্ত্র

সংস্কার পুরশ্চরণ, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা ইহাদের পূজা, ধ্যা ইত্যাদি বিধি আসন, বেদী, ন্যাস, প্রাণায়াম, সন্ধ্যা, গায়ত্রী আচমন, তর্পণ, শিখাধারণ, তিলকধারণ, মালাধারণ, বৈষ্ণ লক্ষণ, ষট্‌কর্ম্ম সাধনের ঋতু, কাল, দিক, বার, তিথি, পুষ্প, হোম ও নৈবেদ্যাদি উপকরণ নিরূপণ স্নান, ভোজন, শয়ন স্ত্রীসংসর্গ কেশবন্ধন, ইত্যাদির নিয়ম, প্লীহাদি বিবিধ, রোগ, প্রতিকার মন্ত্র, জ্যোতিষাদির কুলা কলপ রাশি চক্রাদির শুভা- শুভ গণনা নিয়ম ইত্যাদি নিত্যাবশ্যকীয় অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। সুলভ মূল্য ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব (হলায়ুধ প্রণীত)

একারণ যাহাতে ক্রিয়াকাণ্ডোচিত বেদভাগ দ্বিজমাত্রেই অনুশীলন করেন এই মানসে আমরা এই ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থ প্রচার করিলাম। ইহাতে ব্রাহ্মণের জাত কর্ম্ম হইতে সপিণ্ডকরণ পর্য্যন্ত সমুদায় ক্রিয়াদির মন্ত্র ও ব্যাখ্যা আছে সমুদায় ব্রাহ্মণ মাত্রেই সাধারণে লইবার জন্য যথাসম্ভব মূল্য ও সুলভ করা হইয়াছে। সুলভ মূল্য ডাঃ মাঃ সহ ১।০ টাকা।

বৃহৎ শিব-পুরাণ।

সাধারণে এই মহারত্নের বিষয় অনায়াসে লিখিতে পারিয়া পুরাণের ঐহিক পরমার্থিক নিত্যসুখের পথের উপায় করিতে পারিবেন এই জন্যই বাঙ্গালা সরল গদ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভাষা এরূপ সরল যে অল্পবিদ্য ব্যক্তি অধিক কি স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে বুঝিতে সক্ষম হইবে এই অমূল্য মহাগ্রন্থ খানি প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য অতি সুলভ ডাঃ মাঃ সমেত ২৲ দুই টাকামাত্র।